চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 8 Friday, 8 December, 2023 ❋ ২৯ বর্ষ, ৮ সংখ্যা ❋ ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, শুক্রবার, ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতির তদন্তে কলকাতায় একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার শহরে ফের অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ইন্ডিয়া জোটের বোঝাপড়া বিজেপিকে হটাও, বিচ্ছিন্ন করো। আমাদের রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের আসন সংখ্যার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সংসদীয় দলের বৈঠকে মোদি দলীয় সাংসদ ও সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমাকে 'মোদিজি' বানিয়ে জনগণের থেকে দূরে রাখবেন না। আমি মোদি।'' ...বিস্তারিত পাতা ৬

''প্যারিস ছাড়ার সময় আমার মাথায় প্রথম ছিল বার্সেলোনার নাম। তবে সেখানে ফেরা সম্ভব ছিল না। চেষ্টা করেছিলাম যদিও। কিন্তু ব্যর্থ হই।'' ...বিস্তারিত পাতা ৮

উত্তরবঙ্গ সফরে চা শ্রমিকদের পোশাকে মমতা!

'পাহাড় আমার বাড়ি হয়ে গেল'

দুরন্ত বার্তা, কার্শিয়াং, ৭ ডিসেম্বরঃ পাহাড় সফরে বরাবরই হালকা মেজাজে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড়ের রাস্তায় হাঁটতে দেখা যায়। ছোট্ট দোকানে ঢুকে মোমো বানানো অথবা শিশুদের কোলে তুলে আদর করা থেকে শুরু করে পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। দেওয়া। এভাবেই বাংলার নিজের মেয়েকে দেখতে অভ্যস্ত পাহাড়বাসী। তবে এবার মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল চা-শ্রমিকের পোশাক পরে চা-পাতা তুলছেন। অনেকে প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে বুঝতে পেরেই সবাই ভিড়মি খায়। আজ, বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মকাইবাড়ি চা-বাগানে একেবারে অন্য মেজাজে দেখা গেল। এদিকে পাহাড়ের চা-বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে চা-পাতা তোলার দৃশ্য দেখে সবাই বলে উঠলেন-এই হচ্ছে জননেত্রী। চা-শ্রমিকদের কষ্টের কথা শুনতে নিজেই ওই ভূমিকা নিলেন। এটা ক'জন পারে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষে কার্শিয়াংয়ে এসেছেন। আজ, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী চলে যান একটি চা বাগানে। আর সেখানে শ্রমিকদের সঙ্গে চা-পাতা তুলতে তুলতেই কথাও বললেন তাঁদের সঙ্গে। গাছ থেকে পাতা তোলার কায়দা জেনে নিয়ে সেভাবেই কাজ করেন। চা-শ্রমিকরা মহিলা। আর মুখ্যমন্ত্রীকে এমনভাবে পেয়ে তাঁদের

চোখে জল চলে এসেছে। কেউ যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। অন্যদিকে পরনে সাদা-লাল পোশাক, পিঠে ঝুড়ি নিয়ে চা-শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পোশাকই পরেন চা-শ্রমিকরা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে পাতাও তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। চা তোলার সময় শ্রমিকরা যে গান করেন, তাও তাঁরা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তারপর তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ দুপুরে পাঙ্খাবাড়ি রোডের চা বাগানে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন বিরোধীরা যতই সমালোচনা করুন তিনিই প্রকৃত অর্থে জননেত্রী। তাই তো চা-শ্রমিকদের সঙ্গে গল্প করার সময়ই মুখ্যমন্ত্রী জেনে নেন শ্রমিকদের বাড়ির অবস্থা। চা-বাগান কেমন চলছে, তাঁদের আয় কেমন হচ্ছে, তাঁরা যে জমিতে থাকেন তার পাট্টা রয়েছে কি না-সহ নানা কথা। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাছে পেয়ে সমস্ত অভাবের কথা জানিয়ে দেন তাঁরা। এই শুনে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানান, সমস্যা মেটাতে তিনি আগেও যেমন উদ্যোগ নিয়েছেন, এবারও নেবেন। চা-শ্রমিকদের সঙ্গে একসঙ্গে চা পান করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, ''পাহাড়-সমতলের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি সকলে একসঙ্গে আমরা কাজ করব। আমি শুধু মুখে বলি না। আমি রক্তের সম্পর্ক করে দেখাই। আমি খুব খুশি আজ। চা বাগান ভাল থাকুক, চা শ্রমিকরা ভাল থাকুক। আজ ওদের পোশাক পরে, ঝুড়ি নিয়ে আমি নিজে চা-পাতা তুললাম। চা-পাতা তোলা ওদের কাছ থেকে শিখলাম। এখন আমি যে কোনও চা-বাগানে গিয়ে চা-পাতা তুলতে পারি। এটা আজ আমার বড় শিক্ষা হল। পাহাড় আমার নিজের বাড়ি হয়ে গেল।''

'গিরিরাজ সিংকে ক্ষমা চাইতে হবে', হাজরা মোড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা শীতকালের বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাজপথে আছড়ে পড়ল আন্দোলনের ঢেউ। আর তা দেখতে পেল বাংলার মানুষজন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাচের তালে পা মিলিয়ে ছিলেন। আর সেটা নিয়ে কদর্য ভাষায় দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। 'সলমন খানের সঙ্গে মঞ্চে ঠুমকা লাগাচ্ছেন' মন্তব্যে এখন বাংলার মানুষজন তেতে উঠেছেন। আজ, বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লি থেকে শুরু করে কলকাতার রাজপথে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা মন্ত্রী-সাংসদ-নেত্রীরা নেমে প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদ সভা থেকে কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে আওয়াজ উঠল। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেছিলেন, গোটা বাংলা যখন দুর্নীতিতে আক্রান্ত, তখন 'সলমন খানের সঙ্গে মঞ্চে ঠুমকা লাগাচ্ছেন'। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই কুমন্তব্য করে আক্রমণের জেরে বৃহস্পতিবার লোকসভা উত্তাল হয়ে উঠল। এমনকী প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ল বিধানসভাতেও। তারপরই ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে এদিন হাজরা মোড়ে অভিনব প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল

কংগ্রেস। আজ দুপুরে হাজরা এলাকায় নাচের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা-সহ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সদস্যারা। প্রত্যেকের কপালে কালো কালিতে ধিক্কার লেখা ছোট পোস্টার দেখা যায়। গানের সুরে সুরে নেচে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এদিকে গিরিরাজ সিংকে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের দাবি তুলেছেন মৌসম বেনজির নূর। আজ ধরনায় বসেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছয় মহিলা সাংসদ। মহুয়া মৈত্রের নেতৃত্বে গান্ধীমূর্তির সামনে ধরনায় বসেন ছয় তৃণমূল সাংসদ। গ্রামের বিভিন্ন উৎসবে যেভাবে গানের সুরের সঙ্গে ধীর তালে নাচ হয় সেই ধাঁচেই আজ হাজরা মোড়ে নাচের মাধ্যমেই গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীরা। মহিলা মন্ত্রী থেকে নেত্রীদের এমন অভিনব বিক্ষোভ সভাকে ঘিরে ভিড় বাড়তে শুরু করে দক্ষিণ কলকাতার বুকে। অন্যদিকে সকালেই সংসদের ভিতরে আওয়াজ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। আর হাজরা মোড়ের প্রতিবাদ সভা থেকে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ''একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা একজন নারীর প্রতি যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন সেই অপসংস্কৃতি দেশের সঙ্গে খাপ খায় না। তারই প্রতিবাদে এই অভিনব বিক্ষোভ। দেখি মন্ত্রীর ঘুম ভাঙে কি না। ক্ষমা চান কি না। না হলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব। গিরিরাজ সিংকে ক্ষমা চাইতে হবে।'' আর শশী পাঁজা বলেন, ''নারীরা নরম মনের বলেই সকলে নারীদের উপর আক্রমণ করতে চায়। কিন্তু সময় বদলেছে। বাংলা এই অপসংস্কৃতি বরদাস্ত করবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিজের কুমন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।''

জাতীয় সঙ্গীত মামলায় আদালতের মুর্হুমুহু প্রশ্নে 'শরশয্যায়' রাজ্য

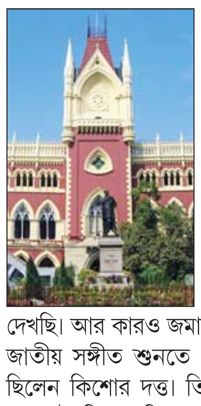

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলায় তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। তদন্ত প্রক্রিয়ায় এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকছে আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এদিনের শুনানিপর্বে গত ২৯ নভেম্বরের বিধানসভার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখেন বিচারপতি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''যে ক্যামেরার ফুটেজ আমি দেখতে পাচ্ছি সেখানে শুধু শাসকদলের ফুটেজই আমি দেখছি। আর কারও জমায়েত দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে বিজেপি বিধায়কেরা জাতীয় সঙ্গীত শুনতে পাবেন কী করে?'' রাজ্যের তরফে আইনজীবী ছিলেন কিশোর দত্ত। তিনি জানান, সেই ফুটেজ অন্য ক্যামেরায় আছে। এরপরই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''যদি একটি ক্যামেরায় দু'টি জমায়েত দেখাই না যায় তাহলে শোনার প্রশ্ন কী করে ওঠে?'' বিচারপতি সেনগুপ্ত মন্তব্য করেন, ''অভিযোগের স্বপক্ষে প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না।'' বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ ঘিরে গত কয়েকদিন তপ্ত হয়েছে বঙ্গ রাজনীতি। তৃণমূল যেমন অভিযোগ জানিয়েছে, বিজেপিও আইনি পথে তা মোকাবিলা করতে চায়। এদিন ফুটেজ দেখার পর বিচারপতি বলেন, ''এইসব ফুটেজই তো কেস ডায়েরিতে থাকবে।'' মামলার শুনানি চলাকালীন বিজেপির তরফে বলা হয়, বিধানসভায় ধরনা চলছিল। কর্মসূচি রাজ্য সরকারের কর্মসূচিতে ছিল না। এই কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে নেওয়া হয়েছিল এবং অভিযোগপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে মন্ত্রীরা ধরনায় অংশগ্রহণ করছেন বলে লেখা নেই, লেখা রয়েছে তৃণমূল বিধায়ক বলে। একইসঙ্গে বিজেপির তরফে সওয়াল করা হয়, প্রথমে ধরনা শুরু করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর বিজেপি স্লোগান দিতে শুরু করে। তারপরে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার রাস্তা অবরোধ করে বলে অভিযোগ। সবার শেষে জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়। তখন বিজেপি বিধায়করা উঠে দাঁড়াননি বলে অভিযোগ। জাতীয় সঙ্গীত শুরু হবে এই মর্মে আগে থেকে জানানো হয়নি কেন? বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ''যদি কাছাকাছি দু'টি কর্মসূচি হয় তাহলে একটি কর্মসূচির বিধি কি অন্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে? যদি কোথাও হঠাৎ করে জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়ে যায় এবং তার পাশের বাড়িতে যদি কোনও বয়স্ক লোক শুয়ে থাকেন, তাহলে তাকে কি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে? যদি এফআইআর দায়ের না হতো তাহলে এসব প্রকাশ্যে আসত না।'' বিজেপির তরফে এদিন আইনজীবী ছিলেন রাজদীপ মজুমদার। বিজেপির তরফে সওয়াল করা হয়, ''তৃণমূলের কর্মসূচি থেকে বলা হচ্ছিল 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, নরেন্দ্র মোদি চোর হ্যায়'। তারপর হঠাৎ করেই জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়। এই দেখুন ভিডিও। আমরা আদালতকে অনুরোধ করব, যদি জাতীয় সঙ্গীত যথাযথ ভাবে না গাওয়া হয়ে থাকে তাহলে যাঁরা গাইছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক।'' এ নিয়ে দু'টি এফআইআর হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। এমনকী জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় কাঁসর- ঘণ্টা বাজানো হয়েছে এই মর্মেও কয়েকজন বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী যদিও জানান, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে এই মর্মে লাউড স্পিকারে ঘোষণা হয়েছিল। বেশ কিছু সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছে এবং ভিডিয়ো ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। বিচারপতির মন্তব্য, প্রাথমিকভাবে আদালত মনে করে যে অভিযোগের প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ নেই, সেখানে এফআইআরও খারিজ করা যায়। ১০ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

বালুর জেলযাত্রার পর বিশেষ নজর উত্তর ২৪ পরগনায়? শোভনদেবের ঘরে স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। ইতিমধ্যেই শাসক-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলই নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে লোকসভার লক্ষ্যে সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। চলতি মাসেই সব জেলায় বিধায়ক, সাংসদ, পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকের কথা রয়েছে। যে সমস্ত জেলা তৃণমূলের মূল নজরে, তার মধ্যে অন্যতম উত্তর ২৪ পরগনা। সূত্রের খবর, সবচেয়ে বেশি নজর এ জেলায়। আগামী ১৪ ডিসেম্বর বারাসতে বিধায়ক, চেয়ারম্যান, সাংগঠনিক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তার আগে আজ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে উত্তর ২৪ পরগনার স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক হয়। আগামী ১৪ তারিখের সভা নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে বলেই সূত্রের খবর। বৈঠকে এখন থেকেই লোকসভার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উত্তর ২৪ পরগনার পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম বারাসত। হাবড়া, দেগঙ্গা, অশোকনগর, মধ্যমগ্রাম, রাজারহাট নিউ টাউনের মতো বিধানসভা কেন্দ্র বারাসতের আওতায়।

কার্শিয়াঙে মমতার ভাইপোর ধুমধাম করে বিয়ে, পাহাড়ি সাজে অভিষেক-ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৭ ডিসেম্বরঃ বৃহস্পতিবার সকালে কার্শিয়াংয়ের কমিউনিটি হলে সম্পন্ন হয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ে। পাত্রী কার্শিয়াংয়ের মেয়ে দীক্ষা ছেত্রী। বিয়ে উপলক্ষে রীতিমতো সেজে উঠেছে কার্শিয়াং পাহাড়। বিয়েতে উপস্থিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বৃহস্পতিবার সকালেই হয় সিঁদুরদান পর্ব। মকাইবাড়ি চা বাগানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে তারপরেই নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে যান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে উপলক্ষে রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ছিলেন কার্শিয়াঙে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় নাম রয়েছে একাধিক রাজনৈতিক নেতার। টলিউডের বেশ কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীও ছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানে। জেলা সফর উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী এদিন পাহাড়ে রয়েছেন। সকালে মকাইবাড়ি চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেখানেই তিনি বলেন, ''পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের রক্তের বন্ধন হয়ে গেল। হৃদয়ের মেলবন্ধন রচিত হল।''

অনলাইন গেম, লটারিতে বাড়ছে জিএসটি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে অনলাইন গেম, লটারি, ঘোড় দৌড়ের মত খেলায় পণ্য পরিষেবা কর জিএসটি-র হার বাড়ছে। গত জুলাই মাসে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ধরনের খেলায় করের হার বেড়ে হচ্ছে ২৮ শতাংশ। এই মর্মে রাজ্য জিএসটি আইনের একটি সংশোধনী বিল আজ সর্বসম্মতি ক্রমে বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। বিলের উপর আলোচনা শেষে জবাবী ভাষণে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, কাউন্সিলের বৈঠকে মূলত পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশের মত কয়েকটি রাজ্যের জোরদার সওয়ালেই নানা ধরনের জুয়া ও অনলাইন গেমে জিএসটির হার বাড়িয়েছে কেন্দ্র। কারণ অনলাইন গেমে তরুণ প্রজন্মের আসক্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। অনলাইনে গেমিং-এ ২৮ শতাংশের মতো সর্বোচ্চ হারে জিএসটি চাপালে এই নতুন শিল্প পথে বসবে বলে সওয়াল করছিল সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা এবং গোয়া, সিকিমের মতো রাজ্যগুলি। যুক্তি দেওয়া হচ্ছিল, এর সবটাই জুয়া বা ফাটকাবাজি নয়। এর মধ্যে দক্ষতাও জড়িয়ে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ একাধিক রাজ্যের অর্থমন্ত্রী এ সব ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ হারেই জিএসটি চাপানোর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। সেই দাবি মেনে অনলাইন গেমিং, ক্যাসিনো এবং ঘোড়দৌড়ে ২৮ শতাংশ হারে কর চাপানোর বিষয়ে জুলাই মাসে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জিএসটি পরিষদ। সেইমতো বিভিন্ন রাজ্যে জিএসটিআইনের সংশোধনী পাস করানো হয়। অর্থমন্ত্রী জানান, ১ অক্টোবর থেকেই নতুন হারে কার্যকর করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে।

মহুয়াকে লোকসভায় বলতে দিতে হবে, রিপোর্ট পেশের আগে দাবি সুদীপের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বরঃ সোমবার থেকে লোকসভায় শুরু হয়েছে শীতকালীন অধিবেশন। সেদিনই তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে এথিক্স কমিটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংসদে রিপোর্ট জমা পড়েনি। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবারই লোকসভায় রিপোর্ট জমা পড়বে। এমনকী মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের প্রস্তাবও আনা হবে। এই প্রসঙ্গে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''মহুয়াকে লোকসভায় বলতে দিতে হবে।'' জানা গেছে, শুক্রবার প্রথমে এথিক্স কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। তারপরই মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের প্রস্তাব আনবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। আগামীকাল পুরো বিষয়টি আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করতে চান স্পিকার ওম বিড়লা। তবে তৃণমূলের বক্তব্য, আলোচনা ছাড়া মহুয়ার বিরুদ্ধে যেন কোনও পদক্ষেপ করা না হয়। টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগের তদন্তে লোকসভার এথিক্স কমিটি মহুয়ার সদস্য পদ খারিজের সুপারিশ করেছে বলে একাধিক সূত্র থেকে আগেই জানা গিয়েছে। এমনকী সেই সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও। দিন কয়েক আগে মহুয়ার প্রতি অবিচারের অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, ''ওঁকে হয়তো ওঁরা অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করবে। তবে, তাতে মহুয়ার লাভই হবে।'' সোমবার রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। শুক্রবার মহুয়ার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেশের ব্যাপারে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমি আজকে যখন স্পিকারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন উনি আমায় জানান, কালকে মহুয়ার বিষয়টি লোকসভায় আসবে।'' সুদীপের কথায়, তিনি স্পিকারকে জানান মহুয়াকে যেন তাঁর বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয়। স্পিকার তাঁকে কিছু সময় দেবে বলে জানিয়েছেন। যদিও সুদীপের দাবি, কিছু সময় দিলে হবে না ইন্ডিয়া জোটের সব দলেরই এই বিষয়ে বক্তব্য আছে। তা বলতে দেওয়া হোক। যদিও স্পিকার আধ ঘণ্টার মধ্যে পুরো বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চাইছেন। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, লোকসভায় প্রশ্ন করার জন্য তিনি নাকি শিল্পপতি দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে ঘুষ বাবদ নগদ ও নানা ধরনের উপহার নিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এই ব্যাপারে প্রথম সরব হন। সেই অভিযোগ সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় জাতীয় রাজনীতিতে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মহুয়া। এই অভিযোগের ভিত্তিতে লোকসভার এথিক্স কমিটিও মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত করে। গত ২ নভেম্বর এথিক্স কমিটি ডেকে পাঠায় মহুয়াকে। সেই বৈঠকের মাঝপথেই মহুয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। তাঁর অভিযোগ ছিল, কমিটি তাঁকে 'নোংরা' প্রশ্ন করেছে। যা খুবই অপমানজনক। পাল্টা কমিটিও মহুয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তদন্ত শেষে তারা মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করে। যদিও এই ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগামীকাল রিপোর্ট পেশের পরই বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ইডি হানা দিল এবার মৃত শিক্ষকের ফ্ল্যাটে নিয়োগ দুর্নীতির তথ্য খুঁজতে বরাহনগর অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে এখন উঠে পড়ে লেগেছে ইডি। কারণ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে দু'মাসের মধ্যেই এই তদন্তের নিষ্পত্তি করতে হবে। আর তাই আজ, বৃহস্পতিবার সকালেই আবার ইডির তৎপরতা দেখা গেল। এদিন বরাহনগরের বাসিন্দা এক প্রয়াত শিক্ষকের ফ্ল্যাটে হানা দিল ইডি। এই বরাহনগরে অভিযান চালিয়ে কিছু পেল কিনা ইডির অফিসাররা তা এখনও জানা যায়নি। সকাল থেকে সাত ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এখনও চলছে তল্লাশি অভিযান। তবে খুব তাড়াতাড়ি তা শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে। এদিকে ওই মৃত শিক্ষকের নাম শুভ্রাংশু মৈত্র। একবছর আগেই ওই শিক্ষক প্রয়াত হয়েছেন। তিনি উত্তরবঙ্গের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এখানে তল্লাশি চালানো হয়েছে নিয়োগ দুর্নীতির তথ্য পাওয়ার আশায় বলে ইডি সূত্রে খবর। আজ সকালেই মৃত শিক্ষকের বরাহনগরের ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি। কিন্তু এই মৃত শিক্ষক

কেমনভাবে জড়িত শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তা খোলসা করেননি তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, মৃত ওই শিক্ষকের স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ২ কোটি ১৫ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করার তথ্য পেয়েছে ইডি। সেটা কিসের টাকা? তা জানতেই এদিন ইডির অফিসাররা হানা দিয়েছেন। অন্যদিকে মৃত শিক্ষক শুভ্রাংশু মৈত্রের স্ত্রী আগে একটি সংস্থায় চাকরি করতেন। সেখান থেকে টাকা জমিয়েছেন হতেও পারে। আর মৃত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ইডির অভিযোগ, ভুয়ো পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে নানা নথি তৈরি করে বিপুল পরিমাণ টাকা সরিয়ে ছিলেন মৃত শিক্ষক। তবে তার কোনও প্রমাণ নেই ইডির অফিসারদের কাছে বলে সূত্রের খবর। ইডি সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ টাকা লেনদেন কেমন করে হল সেটারই বিস্তারিত তথ্য জানতে চান তদন্তকারীরা। এই টাকার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কোনও যোগ আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছেন ইডি অফিসাররা। যা নিয়ে চলে অভিযান। আর কী জানা যাচ্ছে? ইডি যখন এই তদন্ত করছে তখন একটি মামলায় জামিন পান কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রীও জামিন পান। জামিন পেয়েছেন প্রসন্ন রায়ও। এইসব কারণে ইডির তদন্তে ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন বিচারপতিরা। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও সবটা মেলেনি। ঘুরপথে লাভবান হওয়ার অভিযোগ থাকলেও কে বা কারা লাভবান হয়েছেন এমন প্রমাণ মেলেনি। আর তা জোগাড় করতেই মৃত শিক্ষকের বাড়িতে হানা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। উত্তরবঙ্গেও নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে বলে তথ্য রয়েছে ইডির হাতে। কালো টাকার লেনদেন নিয়েই এবার তদন্তে নেমেছেন অফিসাররা। মৃত শিক্ষকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডির তদন্তকারীরা।

'ওইদিনই মুখোশ খুলব...', উত্তরবঙ্গে মমতার পাল্টা কর্মসূচি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ বুধবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিবারিক বিবাহ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছ'দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। আর এসবের মধ্যে পাল্টা কর্মসূচি ঘোষণা বঙ্গ বিজেপির। আগামী ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বিজেপির পাল্টা কর্মসূচি রয়েছে বিজেপির। বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করলেন, ''আমরা মুখোশ খুলব ওখানে গিয়ে। আমাদের কোনও ওপেন মাঠ দেওয়া হয়নি। তাই ইনডোর কনভেনশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আলোচনা সভার নাম দেওয়া হয়েছে উত্তর উত্তরণের খোঁজে।'' প্রসঙ্গত, আগামী ১২ ডিসেম্বর ওই কর্মসূচিতে বক্তা হিসেবে থাকবেন, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজে। এছাড়া শঙ্কর ঘোষ, অশোক লাহিড়ি, দীপক বর্মণ, মনোজ টিগ্গা, বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা, নীরজ জিম্বা-সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক বিজেপি বিধায়কের থাকার কথা রয়েছে সেখানে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে খেলা বন্ধ করে, প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবেন, রাজ্য সঙ্গীত গাইবেন, তখন শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে বিজেপি বিধায়করা ইনডোর কর্মসূচি থেকে নিজেদের বক্তব্য রাখবেন।'' শুভেন্দু জানালেন, ''এই কনভেনশনের জন্য আগে থেকে ফেসবুক লাইভের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি প্রান্ত থেকে মানুষ যাতে আমাদের বক্তব্য শুনতে পান, সেই ব্যবস্থা করব। আমরা সেদিন তুলে ধরব উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা। আমরা মুখোশ খুলব এই সরকারের।''

সরকারের চিন্তাভাবনা ও কর্ম নীতির পরিবর্তন দেশে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এনেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বরঃ সরকারের চিন্তাভাবনা ও কর্ম নীতির পরিবর্তন দেশে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এনেছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমলাতন্ত্র একই, জনগণও একই, তবুও, যখন দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তখন সবকিছু বদলে যেতে শুরু করে এবং ভারত গতিশীলভাবে এগিয়ে যায়। রোজগার মেলার অধীনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৫০ হাজারের বেশি নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরির নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত সরকার দেশের লক্ষাধিক যুবককে চাকরি দেওয়ার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আজ ৫০ হাজারের বেশি নিয়োগপ্রাপ্তকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হযেছে। এই নিয়োগপত্র আপনাদের পরিশ্রম ও মেধার ফসল। আমি আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারকে অনেক অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারত সরকারের কর্মচারী হিসেবে আপনাদের সবাইকে বড় দাযিত্ব পালন করতে হবে। আপনারা যে পদেই থাকুন না কেন, যে ক্ষেত্রেই কাজ করুন না কেন, আপনাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত দেশবাসীর জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধরে সমতার নীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে, সমাজের একটি বড় অংশ মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। ২০১৪ সালে যখন দেশ আমাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছিল এবং সরকার পরিচালনার দাযিত্ব দিয়েছিল, আমরা প্রথমে 'অবঞ্চিতদের অগ্রাধিকার' মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করি। মোদী বলেছেন, ভারত সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত এখন দেশের অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ভারতের বৃদ্ধির হার নিয়ে খুবই ইতিবাচক।

আহমেদাবাদ-কচ্ছ মহাসড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৪ যুবকের মৃত্যু, আহত ২

আহমেদাবাদ, ৭ ডিসেম্বরঃ আহমেদাবাদ-কচ্ছ মহাসড়কের ধ্রাঙ্গধরা বাইপাসের কাছে বৃহস্পতিবার ভোরে একটি ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় চার যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আরও ২ জন আহত হয়েছে। আহতদের সুরেন্দ্রনগর জেলার ধ্রাংধরা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা সবাই মোরবি জেলার হালভাদের গোলসানের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।তথ্য অনুযায়ী, মরবি জেলার হালভাদ তহসিলের গোলসান গ্রামের ৬ যুবক একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সুরেন্দ্রনগর জেলার ধ্রাংধরা তহসিলের নারাদি গ্রামে গিয়েছিল। বুধবার গভীর রাতে ৬ বন্ধুরা সবাই গাড়িতে করে হোটেলে খাবার খেতে যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে সবাই হালভাদের দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় গাড়ির চালক এক যুবক গাড়ির নিযন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, গাড়িটি ডিভাইডার থেকে লাফিয়ে সামনে থেকে আসা পণ্যবাহী গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। এতে গাড়িতে থাকা তিন যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যান, আর এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গাড়িতে থাকা আরও দুই যুবক গুরুতর আহত হযেছে, যাদেরকে ধ্রাংধরা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে অ্যাম্বুলেন্স ও ধ্রাংধরা থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে ধ্রাংধরা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।মৃতদের নাম কারশান ঠাকুর, কিরণ ঠাকুর, কানা ভূপতভাই ঠাকুর, উমেশ ঠাকুর। আহতদের নাম অমিত ঠাকুর ও কানা রায়ধনভাই ঠাকুর।

ভরা পর্যটন মরশুমে বাতিল উত্তরবঙ্গগামী একধিক দূরপাল্লার ট্রেন

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর, ঃ ভরা পর্যটন মরশুমে বাতিল হল উত্তরবঙ্গগামী একধিক দূরপাল্লার ট্রেন! আগামী কিছুদিন চলবে না শিয়ালদহ থেকে আলিপুরদুয়া জংশনগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসও। যার জেরে মাথায় হাত পর্যটকদের। আর তাঁদের কথা ভেবেই উত্তরবঙ্গ সড়ক পরিবহণ নিগমের তরফে অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।রেল সূত্রে খবর, ১০ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকছে উত্তরবঙ্গগামী ট্রেন। রামপুরহাট শাখায় চাতরা থেকে মুরারই পর্যন্ত তৃতীয় লাইনের কাজ চলছে। ফলে ১০ থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গগামী ৫টি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হাওড়া-গয়া এক্সপ্রেস, হাওড়া-আজিমগঞ্জ এক্সপ্রেস, মালদহ হন্টারসিটি এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসও। বাতিল হয়েছে ১৪টি মেমু। এছাড়া ২০টি দূরপাল্লার ট্রেন ব্যান্ডেল-কাটোয়া-নিউ ফরাক্কা রুটে চালানো হচ্ছে। এদিকে উত্তরবঙ্গগামী অন্যান্য ট্রেনও 'একাদিক ট্রেন বাতিলের জেরে মাথায় হাত পড়েছে পর্যটকদের। তবে তাঁদের কথা ভেবে অতিরিক্ত বাস চালাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সড়ক পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ৪টি অতিরিক্ত বাস চলবে। আবার শিলিগুড়ি থেকেও কলকাতা পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানো হবে। চাহিদা থাকলে আরও বেশি বাস চালানো হবে। আবার মানুষের চাহিদা থাকলে ডুয়ার্স পর্যন্তও বিশেষ বাস, ট্যাক্সি চালানোরও ব্যবস্থা করবে এনবিএসটিসি।

বাংলা-বিহার সীমান্তে ফুলহার নদী তীরবর্তী এলাকায় মাটি এবং বালি পাচার রুখতে সক্রিয় পুলিশ

মালদা,৭ডিসেম্বরঃএকদিকে বাংলা অন্যদিকে বিহার। মাঝে ফুলহার নদী। নদীর তীরে সীমান্তবর্তী এই এলাকা ছিল বালি এবং মাটি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু এবার শীত পড়তেই অবৈধ ভাবে বালি এবং মাটি পাচার রুখতে তপর পুলিশ। নদীর তীরে চলছে কড়া পুলিশি নজরদারি।ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে নদী তীরবর্তী এলাকায়। যদিও পুলিশ তপর হতেই সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ বালি এবং মাটি কাটার কাজ। এদিকে পুলিশি তপরতা নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ বালি ও মাটি মাফিযাদের পেছনে মদত রযেছে তৃণমূল নেতাদের। কখনো কিছু পুলিশ অফিসার তপর হলেই তাদের হেনস্থার শিকার হতে হয়। যদিও বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে পাল্টা তৃণমূলের দাবি তাদের আমলে পুলিশ প্রশাসন সব সময় সক্রিয় রয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা ফাঁড়ি এলাকার ফুলহার নদী তীরবর্তী গোবরাঘাট এলাকা। এর আগে এই এলাকা থেকে নদীর তীর থেকে অবৈধ ভাবে বালি ও মাটি কেটে বিহারে পাচার করে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল।গত বছর শীতের মরশুমে সেই খবর সম্প্রচারিত হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে।শীতের সময় নদীর জল কম থাকে।তাই এই সময় দেদারে চলে বালি এবং মাটি কাটার কাজ।কিন্তু এবার শীতের শুরুতেই তপর ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভালুকা ফাঁড়ির ওসি শ্যাম সুন্দর সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গোবরাঘাট এলাকায় যান। নদী তীরবর্তী সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। যদিও এদিন কোথাও বালি বা মাটি কাটার কাজ হচ্ছিল না। তবে নদীর ওপারে বিহার এলাকায় চলছিল মাটি কাটার কাজ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শুধু এদিনই নয় মাটি এবং বালিকাটা রুখতে প্রায় প্রত্যেকদিন চলবে এই অভিযান।নদীর তীরে মোতায়েন থাকছে সিভিক ভলেন্টিয়াররাও। পুলিশি অভিযান নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর।স্থানীয় এক বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম জানান, আগে বালি এবং মাটি কাটা চলত। ইদানিং পুলিশ অত্যন্ত তপর। নতুন অফিসার এসে আরও কড়াকড়ি করেছেন। প্রত্যেকদিন পুলিশ আসছে।যদিও বিজেপি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার অভিযোগ মাটি এবং বালিকাটা রুখতে তৃণমূলের মদতের জন্য পুলিশ সক্রিয় হতে পারে না। কিছু পুলিশ অফিসার সক্রিয় হলে তাদের হেনস্থার শিকার হতে হয়।পাল্টা তৃণমূল হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি সাহেব দাসের দাবি করেছে একমাত্র তাদের আমলে পুলিশ প্রশাসন এত সক্রিয়। বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন।

কিছু পশ্চিমা দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেঃরাশিয়ার রাষ্ট্রদূত

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দার মান্তিতস্কি বলেছেন, কিছু পশ্চিমা দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।এদিন, স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরাম আয়োজিত ' উইথ অ্যাম্বাসেডর' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দার মান্তিতস্কি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আলম।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুষ্ঠানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, কিছু পশ্চিমা দেশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করছে।এক প্রশ্নের উত্তরে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, ইউক্রেন ইস্যুতে পশ্চিমারা সরব থাকলেও ফিলিস্তিন ইস্যুতে তারা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ভূমিকা নিয়েছে। কেননা তারা অভিযোগ করেছিলেন, ইউক্রেনে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে, এটা নিয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তবে অক্টোবর থেকে ইজরায়েলে ৬ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। এটা নিয়ে তাদের কোনও উদ্বেগ নেই।তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যুতে রাশিয়া ও বাংলাদেশের পজিশন একই। আরেক প্রশ্নের উত্তরে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, স্যাটেলাইট স্থাপনে বাংলাদেশ সরকার যে দেশকে ভা অংশীদার মনে করবে, তাকেই বেছে নেবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বলার নেই।তিনি বলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমারা অবৈধ নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে। তবে এসব নিষেধাজ্ঞা আমলে নেয় না রাশিয়া। আমরা শুধু রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা আমলে নিই।অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া যে অবদান রেখেছিলো, সেই অবদান কোনওভাবেই পরিশোধ করা যাবে না। বর্তমান ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের পক্ষে রাশিয়াকে প্রয়োজন।

অটোর সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ, মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়ে নিল নাবালক পরিযায়ী শ্রমিকের

মালদা,৭ডিসেম্বরঃ বয়স মাত্র ১৬ বছর।কিন্তু পেটের টানে ভিন রাজ্যে গেছিলেন কাজে।পাঁচ দিন হলো ছুটিতে বাড়ি আসা। কিন্তু তার মা বাবার সঙ্গে ভিন রাজ্যে থেকে এসে থাক ছিলেন দিদির বাড়িতে। বৃহস্পতিবার মা ফেরার পর দিদির বাড়ি খরবা থেকে গৌ।হন্ডে ফিরছিলেন নাবালক পরিযায়ী শ্রমিক।মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তার। গুরুতর আহত আরো চার। মালদার চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের জামগাছি এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ আশাপুর থেকে চাঁচলের অভিমুখে একটি যাত্রীবাহী অটো আসছিল।জামগাছির কাছে অপর দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি পিক আপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে অটোটিতে।ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আজম আলীর(১৬)।দুই মহিলা সহ গুরুতর আহত ৪।ঘাতক পিক আপ ভ্যানটিকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।আজম আলির বাড়ি চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের গৌ।হন্ড এলাকায়। ছোট থেকেই অভাবের সংসার।মা,বাবা ছাড়াও বাড়িতে রয়েছে চার ভাই এবং দুই দিদি।দিদিদের বিয়ে হয়ে.গেছে।চার ভাইয়ের মধ্যে বড় আজম।অভাবের কারণে লেখাপড়া করতে পারেনি। বাবা দানেশ আলিও দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে কাজ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বাবার উপার্জনে চলছিল না সংসার। তাই সংসারের হাল ধরতে মাত্র ১৬ বছর বযসেই দিল্লিতে গিয়ে একটি কোম্পানিতে সেলাইয়ের কাজ করছিলেন আজম।৫ দিন আগেই ছুটি নিয়ে ফিরেছিলেন বাড়িতে। কিন্তু মা রিনি বিবি তার বাবার সাথে কাজ করার জন্য দিল্লিতে ছিলেন। আজম ফিরে খরবা তে তার দিদির বাড়িতেই ছিল।বৃহস্পতিবার সকালে আজমের মা দিল্লি থেকে গৌড়হন্ডে গ্রামের বাড়িতে ফিরলে আজমকে আসার জন্য বলেন।মায়ের ফোন পেয়েই খরবা থেকে অটো ধরে ফিরছিলেন আজম।কিন্তু নিয়তির পরিহাসে মাযের সঙ্গে আর দেখা হলো না।মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়ে নিল নাবালক পরিযায়ী শ্রমিকের।

সরকারি ন্যায্য মূল্যের ধান দিতে এসে চরম হয়রানীর শিকার হচ্ছে

মালদা,৭ডিসেম্বরঃকিষান মান্ডিতে কৃষকরা সরকারি ন্যায্য মূল্যের ধান দিতে এসে চরম হয়রানীর শিকার হচ্ছে এমনই অভিযোগ কৃষকদের। মালদহের গাজোলের কৃষাণ মান্ডিতে কৃষকদের অভিযোগ তাদের কাছ থেকে সরকারি ন্যায্য মূল্যে ধান দিতে এসে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছ। কৃষকদের কাছ থেকে বেশি করে ধলতা চাওয়া হচ্ছে ডযার ফলে কৃষকরা সমস্যায় পড়েছেন মালদার গাজোল ,হরিশ্চন্দ্রপুর সহ বিভিন্ন ব্লকে কিষাণ মান্ডিতে বেশি পরিমাণে ধলতা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। চাষিরা এই নিয়ে রীতিমতো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যেখানে কুইন্টাল প্রতি ২ থেকে ৩ কিলো ধলতা নেওয়া কথা ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে পাঁচ থেকে ছয়, সাত কিলো করে ধলতা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে কৃষকের কাছ থেকে। শুধু তাই নয় বন্যার সময় মালদা জেলার বামন গোলা ,হবিবপুর, এবং বিশেষ করে গাজোল ব্লকে বন্যার জলে ধানের জমি ডুবে গিয়েছিল সে সময় রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর থেকে একটি সার্ভে করা হয় এবং যে সমস্ত কৃষকদের ধান নষ্ট হয়ে গেছিল তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। পুরাতন মালদার কৃষকদেরও একই অভিযোগ। কিন্তু আজকে প্রায় এক বছর হতে চলেছে সেই ক্ষতি সরকার দেয়নি বলে অভিযোগ। আগামী দিনে যদি তাদের ক্ষতিপূরণ এবং কম পরিমাণে ঢলতা না নেয় তাহলে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন। আর এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর।গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময়দেব বর্মন জানান, কৃষকদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ধলতা নেওয়া হচ্ছে এবং যে ধলতার অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে সেটা তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা তাদের সংগঠনের কাজে লাগাচ্ছে।আগামী দিনে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ না দেওয়া হলে আমি ভারতীয় জনতা পার্টি কৃষকদের হয়ে আন্দোলনে নামবো।অন্যদিকে মালদা জেলা পরিষদের তৃনমূল সদস্য দীনেশ টুডু জানান, কৃষকদের যা করছে তা আমাদের সরকারই করছে। আজকে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কৃষকরা সুরক্ষিত নয়। দল তার বিষয় নিয়ে রীতিমত আমাদের সরকার ভাবছে, পাশাপাশি কৃষকদের যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় সে বিষয়েও খুব শীঘ্রই রাজ্যের কৃষি দপ্তর কৃষকদেরকে তুলে দেবে। বিরোধীদের কাজই হচ্ছে শুধু রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করামালদা জেলার কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা দেবনাথ মজুমদার জানান, কিষাণ মান্ডিতে ধান বিক্রি করার ক্ষেত্রে কৃষকদের যে ধলতা বেশি পরিমাণে চাওয়ার অভিযোগ বিষয়টি আমরা শুনতে পেয়েছি আমরা ইতিমধ্যেই কৃষি দপ্তরের আধিকারিক জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করেছি পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখা হবে, কৃষকদের যে ক্ষতিপূরণ সে ক্ষতিপূরণও আশা করা যায় ডিসেম্বরের মাসে দেওয়া হবে।

আইএনডিআইএ-এর সভা তৃণমূলের এড়ানো নিয়ে উপহাস তথাগতর

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ আইএনডিআইএ-এর সভা থেকে তৃণমূলের দূরে থাকা নিয়ে উপহাস করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, দুর্ভাগ্যজনক! আইএনডিআইএ-এর সভা থেকে দূরে থাকছে তৃণমূল। স্পষ্টতই এটি মোদীজিকে মাখন মাখানো বা নরম করার জন্য। মোদীজি, মোদীজি, প্লিজ...দেখুন আমি কিভাবে এই আইএনডিআইএ-কে নষ্ট করার চেষ্টা করছি...দয়া করুন, মোদীজি! আমার অনুমান, এটি কাজ করবে না। না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা!প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ' খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা।' অর্থা ' খাবো না, কাউকে খেতেও দেব না।' বিরোধীরা অবশ্য প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে, মোদীর এই স্লোগান মস্ত বড় মিথ্যাচার।

আদ্যাপীঠে বিশেষ পুজা, হোম, নরনারায়ণ সেবা ও সাধু ভাণ্ডারার আয়োজন

কলকাতাঃদক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সহ-সভাপতি ও ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী সুব্রত ভাইয়ের স্মৃতি তর্পণ হেতু ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার আদ্যাপীঠে বিশেষ পুজা, হোম, নরনারায়ণ সেবা ও সাধু ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়েছিল। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন মঠ ও মন্দির থেকে বহু সাধু মহারাজ ব্রহ্মচারী এসেছিলেন এই ভান্ডারায়। বেলুড় মঠ থেকেও এসেছিলেন প্রবীণ সন্ন্যাসী ও মহারাজারাও।এই অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই এবং সহযোগিতায় ছিলেন ব্র. অজয় ভাই ,ব্রহ্মচারী বিবেক ভাই, উৎসব ভাই ও অন্যান্যরাও সংঘের কর্মীবৃন্দ।

শ্রীনগরে জমজমাট শীতে কাঁবু ভূস্বর্গ

শ্রীনগর, ৭ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা। জমজমাট শীতে কাঁবু ভূস্বর্গ। জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে অনেকটাই নামল তাপমাত্রার পারদ, বুধবার রাতে শ্রীনগরে তাপমাত্রা নেমে মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়, যা এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম। ঠান্ডায় কাঁপছে কাজিগুন্দ এবং কুপওয়ারাও।কাজিগুন্দে তাপমাত্রার পারদ নেমে মাইনাস ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে এবং গুলমার্গে মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পহেলগামে তাপমাত্রার পারদ নেমে মাইনাস ৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে জমজমাট ঠান্ডা পা।ছে কাশ্মীরে, সকালের দিকে জনশূন্য থাকছে রাস্তাঘাট।

৩৭০ ধারা বাতিলের সুফল নিয়ে মন্তব্য তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের সুফল নিয়ে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার পর সন্ত্রাসবাদ অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেছে। একটি সামান্য কিছুটা সবসময় থাকবে। ১৯৯০ সালে যদি এটি বাতিল করা হত তবে ৩.৫ লক্ষ দরিদ্র পণ্ডিতকে তাড়িয়ে দেওয়া হত না। কার সহায়তায় এতদিন সন্ত্রাসবাদ টিকে ছিল তা প্রায় সর্বজনবিদিত। এটা অনুমান করার জন্য কোন পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে না।

আয়কর অভিযান

রামগড়, ৭ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খন্ডের রামগড়ে ব্যবসায়ী রামচন্দ্র রুংতার তিনটি জায়গায় আয়কর বিভাগের হানা।বৃহস্পতিবার রামগড় শহরে তাদের অফিস ছাড়াও আরগাধার ঝাড়খণ্ড ইস্পাতে, বারকাকানা ওপি এলাকায় মা ছিন্নমাস্তিকা স্পঞ্জ এবং আয়রন প্ল্যান্ট এবং কুজু ওপি এলাকায় অলোক স্টিল-এ অভিযান চালানো হয়েছে। পাটনার তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের দল এই অভিযানে চালাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত আয়কর আধিকারিক এবং প্ল্যান্ট ম্যানেজারদের কাছ থেকে কোনও বিবৃতি আসেনি।

গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের, গিরিরাজকে বহিস্কারের উঠল দাবি

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃকলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে তারকাদের সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই নাচ নিয়ে কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। মন্ত্রীর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবার সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সংসদ চত্বরে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখান মহুয়া মৈত্র, শতাব্দী রায়, মৌসম বেনজির নূর, মালা রায়, প্রতিমা মণ্ডল প্রমুখ।বুধবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে বিরোধী 'আইএনডিআই' জোটের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় অন্য গ্রহে বাস করছেন। গোটা বাংলা দুর্নীতিতে ডুবে। গরিবের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। আর উনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঠুমকা লাগাচ্ছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। যে রাজ্যে গরিবদের লুঠ করা হচ্ছে, দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উৎসব করছেন।' তাঁর এই ' মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। গিরিরাজ সিংকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বহিস্কারের দাবি জানান তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। তাঁকে ক্ষমা চাইতেও বলেন।অন্যদিকেপশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিজেপি সরকার ও বিজেপির মন্ত্রীদের সকলকেই নারীবিদ্বেষী ও পুরুষতান্ত্রিক আখ্যা দিয়েছেন মহুয়া মৈত্র। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে দাঁ।ড়িয়ে মহুয়া বলেছেন, এমন নির্লজ্জ মন্ত্রীরা একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন কথা বলতে পারেন, তাই ভারতের এই অবস্থা। বিজেপি সরকার এবং বিজেপির মন্ত্রীরা সকলেই নারীবিদ্বেষী ও পুরুষতান্ত্রিক এবং তারা মহিলাদের অপছ ন্দ করেন। তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত, কিন্তু তিনি এতটাই নির্লজ্জ যে তিনি তা করবেন না।প্রসঙ্গত, বুধবার সংসদের অধিবেশনের ফাঁকেই গিরিরাজ বলেন, ' বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য দুনিয়ায় রয়েছেন। বাংলায় যখন গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে, তখন উনি ঠুমকা লাগাচ্ছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। উচিত নয়।'' প্রসঙ্গত, ' নৃত্যশৈলীর একটি মুদ্রা। তবে তা সাধারণত খুব ' অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। সেই সূত্রেই গিরিরাজের মন্তব্য শুনে অনেকের মনে হয়েছে, মমতাকে তির্যক আক্রমণ করতেই এ হেন শব্দ ব্যবহার করেছেন গিরিরাজ।এদিকে, গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিন সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। মহুয়া মৈত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শতাব্দী রায়, মৌসম বেনজির নূর, মালা রায় প্রমুখ।

করাচির বহুতলে আগুনে মৃত্যু ৫ জনের, যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে ভবনটি

করাচি, ৭ ডিসেম্বর ঃ পাকিস্তানের করাচিতে একটি বাণিজ্যিক বহুতলে আগুন লেগে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। বহুতলের নীচের তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। করাচির ফেডারেল বি এলাকায় অবস্থিত বহুতলে আগুন লাগে। বুধবার সন্ধ্যায. করাচির ফেডারেল বি এলাকার আয়েশা মঞ্জিলের কাছে শাহরাহ-ই-পাকিস্তানে আরশি শপিং সেন্টার নামে একটি ৬-তলা বাণিজ্যিক-তথা-আবাসিক ভবনে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের সময়.ভবনের বাসিন্দারা ভিতরে উপস্থিত ছিলেন।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নীচতলায.ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলাকালীন একটি দোকানে আগুন লেগেছিল, পরে আগুনের লেলিহান শিখা অন্যান্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আয়েশা মঞ্জিল ফার্নিচার মার্কেটের নিচতলায় ২৫০টিরও বেশি দোকান রয়েছে এবং মেজানাইন ফ্লোরে আসবাবপত্র, গদি এবং পেট্রোলিযাম পণ্য রাখা হয়। এছাড়াও উপরের চার তলায় ৪৫০টি আবাসিক ফ্ল্যাট রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণে ভবনটি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগুনে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন একজন।

দাদারে শাড়ির দোকান থেকে ১৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত ইডির

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর ঃ মুম্বইয়ের দাদারে ভারতশ্রেষ্ঠ নামে বিখ্যাত শাড়ির দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫ লক্ষ টাকার নগদ বাজেয়াপ্ত করেছেএনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে আর্থিক অনিযম় সংক্রান্ত কাগজপত্রও বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা।তথ্য অনুসারে, বুধবার বিকেলে ইডির একটি দল দাদারে ভারতশ্রেষ্ঠ নামে বিখ্যাত শাড়ির দোকান, দোকানের মালিক মনসুখ গালার বাসভবন এবং তাঁর সিএ-র বাসভবন সহ ছযটি স্থানে অভিযান চালায়। এরপর মনসুখ গালাকেও জেরা করে ইডি দল। এই অভিযান চলে গভীর রাত পর্যন্ত অর্থা প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে। ইডি দল তাদের অভিযান চালিয়ে ১৫ লাখ টাকার নগদ এবং অন্যান্য কাগজপত্র বাজেযা়প্ত করেছে। জানা গেছে, মনসুখ গালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারে ইডি।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃআন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে পতন অব্যাহত রযেছে। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায.এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,০৮ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার, ২১অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ০৮ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২১অগ্রহায়ন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২১অগ্রহায়ন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৩শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮-টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃখাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**আপনি ভ্রমণ করার পক্ষে খুবই দুর্বল তাই দীর্ঘ যাত্রা এড়ানোর চেষ্টা করুন। বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয.করতে হতে পারে। **মিথুন রাশিঃ**মদ্যপান করবেন না-এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং গা। বিশ্রাম হয় না। শুভ দিন হবে। **কর্কট রাশিঃ**আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। **সিংহ রাশিঃ** এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। আজ আপনি সহজেই মূলধন-অনাদায়ী ঋণ জোন হবে **কন্যারাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে । **তুলা রাশিঃ**জয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। একদিনের জন্য বাঁচার **ধনু রাশিঃ** আপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন যে কেউ আপনাকে এই রকম ব্যবহার করে **মকর রাশিঃ**আজ ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহ অনুধাবনের জন্যও দিনটি ভালো। বুঝে খরচ করুন এবং আজ বাজে খরচ না **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। **মীন রাশিঃ**গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। বাচ্চারা কিছু শিহরণ জাগানো খবরও আনতে পারে। প্রেমের উচ্ছ্বাস অনুভব করার জন্য কাউকে খুঁজে পেতে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বায়ুদূষণ রোধ করতে হাওড়া পৌরনিগমের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়ার শরৎ সদনে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক এক ধূমহীন চুলা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়।

বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা যুবতীকে, বাঁচাতে এসে আক্রান্ত মা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ বার বার কুপ্রস্তাব। তা অস্বীকার করে যুবতী। ফোন নম্বর চায়, তাও দেয়নি যুবতী। আর প্রত্যাখ্যানের সেই আক্রোশেই বাড়িতে ঢুকে এক যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা এক যুবকের। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত মা-ও। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্তের পরিবার। ওদিকে লোকজন নিয়ে এসে পাল্টা মারধরের অভিযোগ দায়ের অভিযুক্তের। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিস। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই গ্রেফতার করেনি পুলিস। নির্যাতিতার অভিযোগ, বাপ্পা গুছাইত নামে ওই অভিযুক্ত যুবক স্কুল জীবন থেকেই তাঁকে বিরক্ত করতেন। ইদানিং কাজে যাওয়া-আসার পথে ফোন নাম্বার চাইত ও কুপ্রস্তাব দিত। বিষয়টি অস্বীকার করায় নির্যাতিতাকে কাটারি ও পিস্তল দিয়ে ভয়ও দেখাত। বুধবার কাজ সেরে ফেরার পথে অভিযুক্ত যুবক তাঁর পিছু নেয়। নির্যাতিতা বাড়ি ঢুকলে, জোর করে সে-ও বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারপরই তাঁর পোষাক ধরে টানাটানি করতে শুরু করে অভিযুক্ত। মেয়েকে বাঁচাতে মা এগিয়ে এলে, তাঁকেও মারধর করা হয়। চিৎকার চেঁচামেচি করে প্রতিবেশীদের ডেকে কোনওরকমে ওই যুবতীকে বাঁচানো সম্ভব হয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, অভিযুক্ত বাপ্পা গুছাইত এলাকার অধিকাংশ মেয়েকে প্রায়-ই বিরক্ত করে। যে মেয়েকে পছন্দ হয়, তাঁর কাছে তাঁর ফোন নম্বর চায়। ফোন নম্বর না পেলে বিরক্ত করার পরিমাণ আরও বাড়ে। উল্লেখ্য, গতকালই খাস কলকাতায় গাড়ির মধ্যে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ সামনে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আনন্দপুরে। সেই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে প্রাক্তন প্রেমিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পানীয়ের মধ্যে মাদক মিশিয়ে বেহুঁশ করে দেওয়া হয় ওই তরুণীকে। তারপর গাড়ির মধ্যেই ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে প্রাক্তন প্রেমিক। জানা যায়, মিটমাট করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সোমবার রাতে প্রাক্তন প্রেমিক ডেকে পাঠায় ওই তরুণীকে। তারপর লং ড্রাইভে যাওয়ার নাম করে আনন্দপুরের একটি নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যেই তরুণীকে ধর্ষণ করে প্রাক্তন প্রেমিক। বেহালার বাসিন্দা অভিযুক্ত প্রেমিকের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস।

বৃষ্টির জেরে দুঃশ্চিন্তায় কৃষকরা, জমি থেকে পাকা ধান তুলতে ব্যস্ত চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে বাংলায়। বুধবার রাত থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে বইতে থাকে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার, মাঝেমধ্যেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। অসময়ে বৃষ্টির জেরে সমস্যার মুখে পড়েছেন অন্নদাতারাও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বাসন্তী-সহ একাধিক এলাকায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কৃষকদের ব্যস্ততা চোখে পড়েছে। মাঠে পড়ে রয়েছে পাকা ধান এবং এই বৃষ্টির জেরে সেই পাকা ধান নষ্ট হতে পারে তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিজেদের ফসল ঘরে তুলতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষক পরিবারগুলি। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মাঠে গিয়ে পাকা ধান তুলতে ব্যস্ত কৃষকেরা। এ বিষয়ে এক কৃষক জানান, বৃষ্টির জেরে মাঠের ধান মাঠেই পড়ে রয়েছে। বৃষ্টির জল পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠ থেকে পাকা ধান তুলতে পরিবারের সকল সদস্যরা কাজে হাত লাগিয়েছে। বৃষ্টির জল পড়ে ধান নষ্ট হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে, আর এর ফলে বাজারে চালের দাম বাড়তে পারে। কৃষক পরিবারের এক মহিলা সদস্য জানান, বৃষ্টির জেরে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে ধানের। বৃষ্টির মধ্যে যদি না ধান না তুলতে পারি তাহলে আরও ক্ষতি হবে। মাঠের ধান মাঠেই পড়ে থাকবে। তাই বৃষ্টির মধ্যে আমরা ধান তুলতে মাঠে এসেছি। সারা বছর এই চাষের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির জেরে চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এদিকে, অসময়ের বৃষ্টির কারণে মাথায় হাত পড়েছে সবজি চাষীদেরও। বৃষ্টির কারণে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বাংলার চাষীরা। আবার এই বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে বৃহস্পতিবার সকালে প্রভাবিত হয়েছে ফেরি সার্ভিসে। স্বাভাবিক তুলনায় কিছুটা হলেও দেরিতে চলাচল করে ফেরি সার্ভিস।

অকাল বর্ষণে চাষীদের মাথায় হাত

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ৭ ডিসেম্বর ঃ প্রবল মিগজাউমের দৌরাত্ম্যে চেন্নাই এখন লন্ডভন্ড। সেই প্রবল ঝড়ের রেশ নিম্নচাপ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের উপরে পড়ায় বেশ কয়েকদিন মেঘলা আকাশ থাকলেও আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই একনাগাড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কখনো জোরে কখনো একটু কম এই অকাল বর্ষণে মানুষ নাজেহাল। বিশেষ করে আলু চাষীরা অত্যন্ত চিন্তিত। হুগলি জেলার আলু চাষ বিখ্যাত। এই জেলার আরামবাগ তারকেশ্বর হরিপাল সিঙ্গুর ধনেখালি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যে আলু বসানো অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এখনো বহু জমিতে আলু বসানোর কাজ বাকি। এই অবস্থায় অকাল বর্ষণে আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় চাষীদের চিন্তায় ফেলেছে। এমনিতেই বহু চাষী চড়া দামে সার বীজ কিনে আলু চাষে নেমেছে। তার উপর এই বৃষ্টি তাদের কপালে চিন্তার ভাজ ফেলেছে, এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা প্রগতিশীল আলু চাষী স্বপন কুমার ঘোষের সাথে, তিনি জানান যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে করে অনেক জমির বসানো আলু নষ্ট হয়ে যাবে। এর ফলে বহু কৃষক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। হরিপালের ইলিপুর গ্রামের আর এক চাষী জয়দেব ঘোষ প্রায় তিন বিঘা আলুর চাষ করেন তিনি আপাতত এক বিঘা জমিতে আলু বসিয়েছেন কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে বসানো আলুর কল বেরোবে কিনা তা নিয়ে তিনি ধন্দ্বে রয়েছেন। এই বিষয়ে হুগলির চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা সৌভিক চ্যাটার্জি জানান, যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তাতে করে একেবারে নিচু এলাকার আলুর জমিতে কিছুটা ক্ষতি হতে পারে তবে এই বৃষ্টি যদি একভাবে চলে তাহলে একটা বড় ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যায়। তিনি জানান, এই চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লকে প্রায় ১৪০০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয় তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫০০ হেক্টর জমিতে আলু বসানো হয়ে গেছে। তবে এই বৃষ্টির ফলে বাকি এলাকায় আলু বসানো বিলম্বিত হবে বলেই মনে হচ্ছে। তিনি বলেন এই ব্লকে খরিপ ধান চাষের প্রায় ৭৫ শতাংশ ধান কেটে তোলা হয়ে গিয়েছে এখনো প্রায় ২৫ শতাংশ কাটা বাকি রয়েছে। তার মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই ধান কেটে জমিতে রেখেছে অথচ তুলতে পারেনি তাদের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন যে সমস্ত চাষীরা সপ্তাহখানেকের মধ্যে কপির চারা লাগিয়েছে এই বৃষ্টি তাদের কিছুটা ক্ষতি করবে। সব মিলিয়ে এই অকাল বর্ষণের ফলে চাষ নিয়ে চাষীরা আতঙ্কিত রয়েছেন।

আয়কর দফতরের হানা বাইপাস-সংলগ্ন অভিজাত আবাসনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতির তদন্তে কলকাতায় একাধিক কেন্দ্রীয় সংস্থা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সাতসকালে শহরে ফের অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ইডি-সিবিআইয়ের পরে এবার আয়কর দফতরের কর্তারা হানা দিলেন ইএম বাইপাসের ধারে এক অভিজাত আবাসনে। সূত্রের খবর, ওই বহুতলের একটি ফ্ল্যাটে সকাল থেকে আয়কর দফতরের তল্লাশি চলে। বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে ওই ফ্ল্যাটে বসবাসকারী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। আয়কর দফতরের কর্তারা জানিয়েছেন, অভিজাত আবাসনের ওই ব্যবসায়ীকে আয়কর রিটার্নের ফাইল জমা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা দেননি। তাই এদিন ওই ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে তাঁর কাছে থাকা বিভিন্ন নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আয়কর দফতরের কর্তারা জানতে চান, এই ব্যক্তি কী ধরনের ব্যবসা করেন, কার কার সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয় তাঁর, ব্যবসা কোথায় কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে। ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কের নথিপত্রও দেখা হয়। আয়কর দফতরের কর্তারা বলছেন, ওই ব্যবসায়ী তাঁর আয় বহির্ভূত সম্পত্তির কোনও হিসেবই দিতে পারছেন না। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে রেশন দুর্নীতি নিয়েও তদন্ত চালাচ্ছে ইডি ও সিবিআইয়ের টিম। এর মাঝেই বেআইনি আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তদন্তের কারণে মাঝেমধ্যেই আয়কর দফতরের আধিকারিকরা হানা দিচ্ছেন শহরের বিভিন্ন জায়গায়।

স্পিকারের উপহার 'বয়কট' বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করার অভিযোগ তুলে বিরোধী দল বিজেপি তার দেওয়া পেয়ারা প্রত্যাখ্যান করছে। বিধানসভার চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র বারুইপুরের বিখ্যাত পেয়ারা বিধানসভার সমস্ত দলের সদস্যদের মধ্যে বন্টন করেন। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বিজেপির সদস্যরা তা নেননি। পরে বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা কে নিজের ঘরে ডেকে অধ্যক্ষ ওই পেয়ারা নিতে অনুরোধ করেন। তখনই মনোজবাবু তাঁকে জানান, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড এবং জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে মিথ্যে মামলা করার প্রতিবাদে তাঁরা তা গ্রহণ করবেন না। অধ্যক্ষ অবশ্য অধিবেশন শেষে প্রথা মাফিক ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে জবাবী ভাষণে শাসক দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের বিধায়কদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিধানসভার বাইরে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের থেকে বিধানসভার ভিতর থেকে কাজকর্মে আরও বেশি করে অংশগ্রহণের জন্য তিনি বিরোধীদের পরামর্শ দেন। অধ্যক্ষ বলেন বিশ্বাস মনে করেন বিরোধীদের জন্যই বিধানসভা। সেইকারণে প্রশ্নোত্তর সহ বিধানসভার যাবতীয় কর্মসূচিতে বিরোধীদের বেশি সুযোগ করে দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী। পরিসংখ্যান দিয়ে অধ্যক্ষ জানান চলতি অধিবেশনে মোট ৪০০ টি অতিরিক্ত প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ২৩৪ টি বিরোধী বিধায়করা করেছেন।

মেট্রোয় মরণঝাঁপ, বিঘ্নিত পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ আবার মেট্রোয় মরণঝাঁপ! আর তার ফলে বৃহস্পতিবার সকালে অতি ব্যস্ত সময়ে বিঘ্নিত হয়েছে মেট্রো পরিষেবা। ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বহু যাত্রী। এদিন সকাল ৮.৫০ মিনিট নাগাদ রবীন্দ্র সদন স্টেশনে দমদমমুখী একটি মেট্রো ঢোকার সময়ে আপ লাইনে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয় মেট্রো। আপৎকালীন দরজা খুলে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত সেন্ট্রাল এবং দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মেট্রো পরিষেবা সচল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আপ এবং ডাউন লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি মেট্রো। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পাওয়ার ব্লক অর্থাৎ বৈদ্যুতিন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রবীন্দ্র সদন স্টেশনের ওই অংশে কাজ চলছে। তবে ঝাঁপ দেওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করা গিয়েছে কি না, উদ্ধার করলেও জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে কি না, এখনও স্পষ্ট নয়।

লটারির মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ ডিসেম্বর ঃ লটারির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র- ছাত্রীর ভর্তির প্রক্রিয়া চলছে। এমন ঘটনার সাক্ষী থাকলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানা এলাকার একটি সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলতি বছরে বেসরকারি ও সরকারি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর স্কুলগুলিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি হওয়ার চিত্র উঠে আসে। তবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লটারির মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা। যত দিন যাচ্ছে সরকারি স্কুলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন অভিভাবকদের অনেকেই। আসলে সরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করতে ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরা। আর তার জেরে ক্রমেই সরকারি স্কুলের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন সাধারণ অভিভাবকেরা। ছাত্র- ছাত্রী ভর্তি করাটাই এখন সরকারি স্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এদিকে লটারির মাধ্যমে সরকারি স্কুলে ছাত্র -ছাত্রী ভর্তির নজির জয়নগরের শ্রীকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের রক্তাখাঁ পাড়ায় অবস্থিত এই স্কুলে ছেলে মেয়েকে পড়ানোর জন্য রীতিমতো লড়াই পড়ে যায়। যেখানে অন্যান্য সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এত ভর্তির চাপ থাকে না। সেদিক থেকে ব্যতিক্রম এই স্কুলটি। আর এর কারণ এই প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র- ছাত্রীর সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি যা লটারির মাধ্যমে ছাত্র ভর্তি করা ছাড়া কোন উপায় নেই স্কুল কর্তৃপক্ষের। যেখানে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরীক্ষা দিতে তৈরি এই প্রাথমিক স্কুল। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি অন্যান্য দিক গুলি কঠোর ভাবে দেখা হয়। তার অন্যতম স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কম্পিউটার শিক্ষা তার পাশাপাশি অন্যান্য যেসব বেসরকারি স্কুলগুলি আছে সেই সমস্ত স্কুলকে পাল্লা দিতে তৈরি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছয়শোর বেশি ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে পড়াশোনা করছে। এই ব্যাপারে এই স্কুলের বর্তমান টিচার্স ইনচার্জ দীপংকর মন্ডল বলেন, পড়ুয়াদের অত্যাধিক চাপে আমাদের এছাড়া আর করার কিছু নেই। তবে লটারীর মাধ্যমে ভর্তি করা হলেও পড়ুয়াদের পড়াশোনার মান যাচাই করা হচ্ছে। আর তাই নিজেদের ছেলে মেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করাতে উদগ্রীব অভিভাবকেরা।

জঞ্জাল বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৭ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া পৌরনিগমের জঞ্জাল বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্ত্তী, পৌরনিগমের সমস্ত প্রশাসনিক পর্ষদ সদস্য এবং পুর কমিশনারের উপস্থিতিতে এদিনের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সুজয় চক্রবর্তী বলেন, সাফাই বিভাগ নিয়মিত কাজ করে বলেই শহর সুস্থ, পরিস্কার থাকে। যেকোনও পুজো এবং উৎসবের সময় সাফাই বিভাগের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই সময় শহর পরিস্কার রাখেন। আমরা সকলেই হাওড়া পৌরনিগমের পরিবারের সদস্য। প্রতিটি মানুষের একটা চাহিদা আছে। কিন্তু সেই চাহিদা হবে যুক্তিযুক্ত। অনেকের চাহিদা ছিল ইএসআইয়ের জন্য। এই ব্যাপারে কমিশনারের মাধ্যমে লেবার কমিশনারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। লেবার ডিপার্টমেন্টের লেবার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তাঁরা সম্মতি দিয়েছেন। তাঁদের ইউডিএমএ দপ্তরে কথা বলা হয়েছে। তাঁদের পক্ষ থেকেও সম্মতি দেওয়া হয়েছে। এই সম্মতির জন্য এবার পাঠানো হবে ইএসআই ডিরেক্টরের কাছে। যদি ওখান থেকে সম্মতি দেওয়া হয় তাহলে হাওড়া ইএসআই স্কিমের আন্ডারে আনতে পারা যাবে। এতে পরিবারের সদস্যরা একটা ভাল হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে যাবেন। এই ব্যাপারে পুরনিগম চিন্তাভাবনা করছে। গত ২ বছরের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য প্রচন্ড আর্থিক সঙ্কটের পড়েও খুব অল্প হলেও পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়েছে। সেক্টরে টয়লেটের সমস্যা আছে। এই ব্যাপারে আমরা নিজেদের আলোচনা করে সমস্ত সেক্টর বিল্ডিংয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর পাশাপাশি সেখানে প্রতিটি কর্মীর যাতে টয়লেটের সমস্যা না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের ইচ্ছা বেতন বাড়ানো। কিন্তু পকেট সীমিত। এর মধ্যে চেষ্টা করা হচ্ছে প্রতিটি কর্মীর যতটা সম্ভব চাহিদা মেটানোর। কিন্তু কর্মীদের যা চাহিদা তা এই সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে তা সম্ভব নয়। এদিন এক পুরকর্মী বলেন, আমাদের পারিশ্রমিকের টাকায় কিছু হয় না। সেই জন্য এখানে এসেছি। অনেকবার এই ব্যাপারে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের দাবি কিছু টাকা বাড়ানো হোক যাতে সংসার ঠিকভাবে চলে। আমাদের পেনসনেরও ব্যবস্থা নেই।

পান্ডুয়ায় রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের আড়ালে রেলের চাকরির নামে প্রতারণা

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ ডিসেম্বর ঃ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের আড়ালে চলছিল রেলের চাকরির নামে প্রতারণা। ভয়ঙ্কর অভিযোগে শোরগোল হুগলির পাণ্ডুয়ায়। গ্রেফতার তিন জন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদবপুর থানার মুকুন্দপুরের বাসিন্দা নিরুপমা চক্রবর্তী ও তাঁর সঙ্গীরা বেশ কিছুদিন ধরে পাণ্ডুয়া খন্যানে এই চক্র চালাচ্ছিলেন। হুগলি-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরিপ্রার্থীরা আসতেন সেখানে। রেলের মাল গুদামে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ। বুধবার চাকরিপ্রার্থীদের খন্যানের শিব মন্দির ফুটবল খেলার মাঠ সংলগ্ন একটি বাড়িতে কাগজে সই করাতে ডাকেন নিরুপমা। সেখানেই চাকরিপ্রার্থীরা জানতে পারেন, তাঁরা প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। এরপরেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা শান্তনু সরকার বিষয়টি জানতে পেরে পাণ্ডুয়া থানা ওসি প্রশান্ত ঘোষকে খবর দেন। পান্ডুয়া থানার পুলিশ নিরুপমা চক্রবর্তী সহ আরও দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাণ্ডুয়া থানায় নিয়ে যায়। পরে তাদের কথায় অসঙ্গতি থাকায় গ্রেফতার করা হয়। প্রীত গুপ্তা নামে এক চাকরিপ্রার্থী জানান, তাঁদের বলা হয়েছিল রেলের মাল গুদাম এখন সরাসরি রেল চালাচ্ছে। সেখানে স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে। খবর পেয়ে পুলিশ চলে এলে নিরুপমা বলেন, রবীন্দ্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ফর্ম ফিলাপ চলছে। তখনই চাকরিপ্রার্থীদের কাছে গোটা বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায়। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় চাঁপাহাটির এক বাসিন্দা চাকরির জন্য ৩০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার ও স্ত্রীর চাকরির জন্য টাকা দিয়েছিলাম। রেলের মাল গুদামের আই কার্ড দেওয়া হয় কিন্তু চাকরি হয়নি। নিরুপমা চক্রবর্তী-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়, যাদবপুরের নিরুপমা চক্রবর্তী, গোঘাটের শ্রীকান্ত চামড়ে ও সৌভিক মণ্ডলকে। ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। এই চক্রের সঙ্গে বড় কোনও চাঁই জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ১ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ এলজি ইলেকট্রনিক্স, ভারতের শীর্ষস্থানীয় ভোক্তা টেকসই কোম্পানি, ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু হওয়া ৭ ডিসেম্বর ভারতে সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস পালনের আগে, সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবস ফান্ডে ১ কোটি টাকা অবদানের মাধ্যমে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তার অটল সমর্থনকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে। সশস্ত্র বাহিনী পতাকা দিবসের লক্ষ্য শহীদদের এবং বীর সেনাদের সম্মান জানানো যারা বীরত্বের সাথে রক্ষা করেছেন এবং আমাদের দেশের সম্মান রক্ষা করে আমাদের সীমান্ত রক্ষা অব্যাহত রেখেছেন। কর সালাম উদ্যোগের অধীনে, এলজি ইলেকট্রনিক্স ভারতীয় সৈন্যদের উৎসর্গ এবং আত্মত্যাগের প্রতি আন্তরিক অভিবাদন জানায়। সশস্ত্র বাহিনীর মঙ্গল বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অবদান, দেশের প্রতি তাদের অনুকরণীয় সেবার প্রতি এলজির গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। ২০১৭ সালে চালু করা 'কর সালাম' উদ্যোগটি ভারতের সৈন্যদের দ্বারা প্রদর্শিত উদারতার চেতনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সম্মান করার জন্য এলজি'র প্রতিশ্রুতিকে মূর্ত করে। এই উল্লেখযোগ্য অবদানের বিষয়ে মন্তব্য করে, মিস্টার হং জু জিওন, এমডি- এলজি ইন্ডিয়া প্রকাশ করেছেন, গত ২৬ বছর ধরে ভারতে গভীরভাবে প্রোথিত একটি কোম্পানি হিসাবে, এলজি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিশাল অবদানকে স্বীকৃতি দেয়। কর সালাম উদ্যোগ হল সেই সাহসী হৃদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমাদের বিনীত উপায় যারা নিঃস্বার্থভাবে জাতির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাদের সেবায় তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা সম্মানিত। Cmde এইচ পি সিং - সেক্রেটারি কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড, বলেছেন, আমরা এলজি ইলেক্ট্রনিক্সকে তাদের ধারাবাহিক সমর্থনের জন্য এবং যারা জাতির জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের কল্যাণে অবদান রাখতে অন্যদের যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।কর সালাম উদ্যোগ, বছরের পর বছর ধরে, উল্লেখযোগ্যভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে এবং ফান্ড তৈরির সুবিধা দিয়েছে। আমরা আশাবাদী যে এই বছর বর্ধিত অংশগ্রহণের সাক্ষী হবে, এই কাজে অবদান রাখবে এবং যুদ্ধের বিধবা, শহীদের সন্তান, যুদ্ধ-অক্ষম সৈনিক এবং প্রাক্তন সেনাদের জীবন বৃদ্ধি করবে।

টেটের দিনেই গীতাপাঠ, পরীক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি বাসের ব্যবস্থা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যের প্রাথমিকে টেট পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে যাতে সমস্যা না হয়, সেইকারণে পরিবহণ দপ্তরকে বাড়তি বাসের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুধবার নবান্নে টেট পরীক্ষার আয়োজন নিয়ে মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদীর উপস্থিতিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে একাধিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর। কারণ ওইদিনই রাজ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠান। মূলতঃ কলকাতায় হবে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানস্থলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর লোকসমাগম হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তার জেরে প্রভাব পড়তে পারে যাতায়াত ব্যবস্থায়। তাই পরিবহণে বিশেষ জোর। একই সঙ্গে বাড়তি ট্রেন- মেট্রো চালানোর আবেদনও করা হতে পারে। এদিনের বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। গতবারের তুলনায় কমেছে এবারের টেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। তিন লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী দেবেন এবারের টেট। দুপুর ১২ টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।

ডায়মন্ড হারবারের বৃদ্ধ- বৃদ্ধাদের মাসোহারার টাকা দেওয়ার কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ প্রশাসনিক গেরোয় এতদিন আটকেই ছিল রাজ্যের বৃদ্ধ বৃদ্ধদের মাসোহারার টাকা। তবে এবার সেই জট কাটতে চলেছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার থেকেই সেই টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে। তবে তা রাজ্যজুড়ে সমস্ত আবেদনকারীর জন্য নয় বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আবেদনকারীরাই এই টাকা পেতে চলেছেন। ওই লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি মতো এলাকার ৭০ হাজার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অ্যাকাউন্টে খুব শিগগিরইই বার্ধক্য ভাতার টাকা ঢুকতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। তার জন্য বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ক্যাম্প। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগেই নিজের লোকসভা কেন্দ্রে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আবেদন করেও যাঁরা বার্ধক্য ভাতার টাকা পাননি, তাঁদের জন্য জানুয়ারি মাস থেকেই শুরু হবে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প। তৃণমূল সূত্রের দাবি, তবে তার আগেই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু দিলেন তিনি। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ৬০ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে সমস্ত প্রবীণ নাগরিককেই বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য। তার আগে এই ভাতা পেতেন শুধুমাত্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা। তাঁদের জন্য চালু ছিল 'জয় জহর' এবং 'তফশিলি বন্ধু' প্রকল্প, যার আওতায় ১০০ শতাংশ ভাতা পেতেন প্রবীণ নাগরিকরা। তবে নতুন নিয়মে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের মাধ্যমে ষাটোর্ধ্ব এবং উপার্জনহীন সমস্ত মানুষকেই বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদনের ছাড়পত্র দিয়েছিল তৃণমূল সরকার। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লোকসভা কেন্দ্রে আলাদা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করার ঘটনায় বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিজেপির তরফে এই ঘটনাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বের চিত্র বলে দাবি করা হয়েছিল। এছাড়া লোকসভা নির্বাচনের আগে টাকা বিলি করে ভোট কিনতে চাওয়ার অভিযোগেও সাংসদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল দল। তবে বিতর্ক সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু করে দিলেন অভিষেক।

বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায় ফিরল শীতের আমেজ, শহরে পারদ-পতন অনেকটা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফিরল শীতের আমেজ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শীত শীত ভাব অনুভূত হয়েছে বেশ ভালোই। এই শীত অনুভূত হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে, অসময়ের বৃষ্টি, সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়াও। কলকাতায় বৃহস্পতিবার অনেকটাই নেমেছে তাপমাত্রার পারদ। এদিন তিলোত্তমার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে ১৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল বুধবার বিকেল থেকেই। সন্ধ্যার পর তার প্রাবল্য বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দমকা হাওয়াও। রাতভর বৃষ্টির পর বৃহস্পতিবার সকালেও আকাশের মুখভার। দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানা হয়েছে, একনাগাড়ে না হলেও, শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির কোনও কোনও অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে। এই জেলাগুলি হল দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া। তারপর থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে।

শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস সপ্তাহের সাত দিনই খোলা থাকছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ ডিসেম্বর ঃ সপ্তাহের সাত দিনই খোলা পঞ্চায়েত অফিস। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এমনই ঘটেছে বলাগড় শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। সাধারণত পঞ্চায়েত অফিস শনি ও রবিবার বন্ধ থাকে। কিন্তু এলাকাবাসীকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস সপ্তাহের সাত দিনই খোলা থাকছে। সপ্তাহের সাত দিনই পঞ্চায়েত অফিস খুলে রাখা প্রসঙ্গে বলাগড়ের শ্রীপুর পঞ্চায়েতের কর্মীরা বলছেন, মানুষের পাশে থাকতে, সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে খুলে রাখা হয় অফিস। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মপদ্ধতি তাঁদের অনুপ্রেরণা বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের তরফে জানানো হয়েছে, প্রান্তিক অঞ্চলে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা সপ্তাহে সোম থেকে শনি রোজগারের উদ্দেশ্যে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই পঞ্চায়েত দরকার থাকলেও পঞ্চায়েত অফিসে আসতে পারেন না। তাঁদের কথা ভেবেই পঞ্চায়েতেই তাঁদেরকে আপন করে নিয়েছে। পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসী। তাই ছুটির দিনেও সাধারণ মানুষের কথা ভেবে কাজে এতটুকু অনীহা বা মুখে বিরক্তির ছাপ নেই পঞ্চায়েত কর্মীদের মধ্যেও। হাসিমুখে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। শ্রীপুরের পঞ্চায়েত প্রধানের মতে, জনপ্রতিনিধিদের কোনও ছুটি নেই। মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। নিষ্ঠা ও হাসিমুখে সেই কাজ পালন করে চলেছেন দায়িত্ব সহকারে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের তাণ্ডব মৃত ৩, হামলাকারীও নিহত

লাস ভেগাস, ৭ ডিসেম্বর ঃ আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা। লাস ভেগাসের নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলায় ৩ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। লাস ভেগাস পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত হয়েছে হামলাকারীও। গুলিবিদ্ধ একজন নাগরিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে হামলাকারীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কী কারণে হামলা তাও স্পষ্ট নয়। বুধবার লাস ভেগাসে নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসে হামলা চালায় ওই বন্দুকবাজ। লাস ভেগাস শহরের ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য পড়ুয়াদের ভিড় লেগেই থাকে। সেখানে এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে কেন এই হামলা, কী উদ্দেশ্যে সে বিষয়ে কিছু এখনও জানা যায়নি। হামলাকারীর পরিচয়ও এখনও জানা যায়নি। সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সময়, রাত তখন পৌনে বারোটা। হঠাৎ, লাস ভেগাস প্রশাসনের কাছে জরুরি ফোন আসে, নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের লি বিজনেস সেন্টারের কাছে 'বিম হল'-এ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এক বন্দুকবাজ। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। পাশাপাশি, পড়ুয়া, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়। গভীর রাত ১২.৩৭ মিনিটে পুলিশ জানায়, সম্ভবত বন্দুকবাজ মারা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বন্দুকবাজ হিসেবে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার নাম- পরিচয় জানতে পারলেও যত ক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মীয়ের কাছে খবর না পৌঁছনো হচ্ছে, সে নিয়ে কোনও কথা বলবে প্রশাসন। যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে একাংশের ধারণা, বন্দুকবাজ সম্ভবত ৬৭ বছরের এক প্রাক্তন অধ্যাপক। জর্জিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনার বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও সঙ্গে নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কী সম্পর্ক, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

লস্কর-ই-তৈবা'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা

সম্পাদকীয় ১

অমেরিকা, ভারত, ইজরায়েল, ব্রিটেন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইজরায়েল যেমন হামাস জঙ্গি সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করেছে ভারতও লস্কর জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে লড়াই করছে। এবারে ইজরায়েল এবং ভারত এক হয়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। ২০১৫ সালে জম্মু কাশ্মীরের উধমপুরে বিএসএপের কনভয়ের ওপরে হামলা করেছিল লস্করের নেতা আদনান আহমেদ। ২৬-১১ এর মাস্টার মাইণ্ড ছিল সে। হাফিজকে জঙ্গি আক্রমণ করতে সেই সিক্ষা দিয়েছিল। তারপরে আদনান ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তান লস্করকে স্বাধীনতাকামী সংস্থা বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। হামাসকে যেমন তুরস্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী সংস্থা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে ঠিক সেই রকম পাকিস্তান লস্করকে স্বাধীনতা সংগ্রামী সংস্থা বলে গ্রহণ করেছে। যার ফলে লস্করের নেতা আদনান আহমেদকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিল পাকিস্কান। ভারত থেকে বারবার দাবি করা হয়েছিল আদনানকে ভারতের হাতে দেওয়া হোক। পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু গত ২ ও ৩ ডিসেম্বর মাঝ রাতে চারটে গুলি লেগে ছিল আদনানের গায়ে। কে বা কারা গুলি করেছিল তা জানা যায়নি। তবে সবাই অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছে যে লস্করের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তার ফলে আদনানকে তার বিরোধী গোষ্ঠীরা আক্রমণ করেছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গোপনে আদনানকে করাচির একটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। বুধবার সে মারা যায়। এদিকে পাক সেনারা এ ব্যাপারে কারা যুক্ত রয়েছে তা পরিস্কার করে বলেনি। তবে সবাই বলতে শুরু করেছে যে ভারত এর গোয়েন্দা সংস্থা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই নিয়ে এক বছরে বারো জন ভারত বিরোধীকে খতম করে দেওয়া হল পাকিস্তানের মাটিতে। সম্প্রতি ২৬-১১ মুম্বই হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সাজিদ মিরকে পাকিস্তানের ডেরা গাজি খানের কেন্দ্রীয় কারাগারে মারা যায়। কে বা কারা তার খাবরের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানের গোয়েন্দারা তদন্ত করে অপরাধীকে ধরতে পারেনি। তবে পাকিস্তান প্রশাসন এখন এর সঙ্গে ভারত জড়িত রয়েছে বলে মনে করতে শুরু করেছে। লস্কর নেতা আদনানকে গুলি করা হয়েছিল সেই দিন যেদিন পাকিস্তানে মারা গিয়েছিল লখবীর সিং রোডে নামে এক খলিস্তান জঙ্গি। বলা হয়েছিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সে মারা গিয়েছে। লখবীর পাকিস্তানের নেতা জার্নেল সিংহ ভিনদ্রানওয়ালের আত্মীয়। আদনান মুম্বই হামলার নেতা হাফিজের ঘনিষ্ঠ ছিল বলে জানা গিয়েছে। সেই হামলার ছক কষেছিল আদনান। আদনানের একটি রাজনৈতিক দল ছিল তার নাম 'মিলি মুসলিম লীগ'। ২০১৫ সালে উধমপুরে লস্করের হামলায় দুইজন বিএসএফ জওয়ান মারা গিয়েছিল। ১৩ জন আহত হয়। সেই হামলার ছক কষেছিল আদনান। এই হামলার তদন্ত করেছিল এনআইএ। তারা চার্জশিটও পেশ করেছিল। তদন্ত রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গিয়েছিল যে একজন জঙ্গিকে ধরা হয়েছিল উদধপুরে ঘটনায়। যে জানায় পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। তারাই তাকে ভারতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল।

রাশিয়ায় আবার ফিরছে নাৎসিবাদ!

সম্পাদকীয় ২

জার্মানদের আগে নাৎসি বলে গায়ে দাগ দিয়েছিল রাশিয়া। এমনকী রুশ কমিউনিস্টরা সারা বিশ্ব জুড়ে জার্মান নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করে। রাশিয়া বিজয় উৎসব পালন করছে নাৎসিবাদের পরাজয়কে সমানে রেখে। এবারে গোটা ইউরোপ নাৎসি বাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা রাশিয়াকে এখন নয়া নাৎসি বলে ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়ার বর্তমান আচরণ নাৎসিদের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয় সেটাই প্রচার করছে গোটা ইউরোপ। আমেরিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে নাৎসি নেতা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে হিটলারকে নাৎসি নেতা বলে গ্রহণ করেছিল রাশিয়া। তারা জার্মান দেশের অর্ধেক দখল করে নিয়ে ছিল শুধু মাত্র নাৎসিবাদকে সমানে রেখে। পূর্ব জার্মানকে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শোষন যন্ত্রে ফেলে পিষতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাগ্য ভালো ছিল পশ্চিম জার্মানদের। পশ্চিম জার্মান আমেরিকার দখলে চলে যাওয়ার ফলে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই পুরানো রুশ প্রভাবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক প্রভাবকে সারা বিশ্বে কীভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে আবার তার পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস কখনও ফিরে আসে না। ইতিহাসকে ফেরানো যায় না সেটা বুঝতে হবে। সেটা বুঝতে না পারলে আগামি দিনে পুতিনের পতন আসন্ন। পুতিনকে এখন বেশ কয়েকদিন শারীরিক কারণে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে থাকতে হচ্ছে। চিকিৎসার জন্য তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করতে চান। তাঁর পরিবর্তে ভাইস প্রেসিডেন্টই পুতিনের কাজ করবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার পুতিন হচ্ছেন নয়া নাৎসিবাদের নেতা। তিনি এখন চেষ্টা করছেন আগের মতো রুশ প্রভাবকে গোটা বিশ্বে প্রসারিত করতে। সেটা কিন্তু আর হবে না। ইতিহাস কখনও ফিরে আসে না। ইতিহাস তার পথ পরিবর্তন করে না। সব সয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে সভ্যতা। যারাই সভ্যতাকে বা যুগের তাগিদকে অস্বীকার করেছে তাদেরই পতন হয়েছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

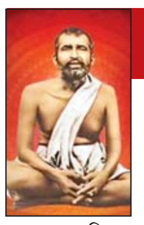

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা ভবতারিনীই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভতিক। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি।

বিনয়-বাদল-দীনেশ-এর 'রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান' দিবস

রবীন্দ্র কুমার শীল

তারিখটা ছিল ৮ ডিসেম্বর। ১৯৩০ সাল। বেলা ১২ টা। কলকাতার ডালহৌসি চত্বর একেবারে সরগরম। সবাই অফিস কাছারিতে কাজে ব্যস্ত। সবই যে যার কাজ করছে। ইতিমধ্যে রাইটার্স বিল্ডিং সব প্রশাসনিক কর্তারা এসে গিয়েছেন। সামনের লালদীঘিটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। শান্ত। লালদীঘির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইটার্স বিল্ডিং। সেখানে প্রবেশ করেছে তিন বাঙালি বিপ্লবী সাহেবি ছদ্মবেশে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলার কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনসহ বিভিন্ন পুলিশ কর্তাদের হত্যা করা। রাইটার্স বিল্ডিং গুলির শব্দে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই রাইটার্সের অভন্তরে কী হচ্ছে। সেখানে তিনজন বিপ্লবী গুলি বর্ষন করতে করতে এগিয়ে চলেছে রিভালবার থেকে। প্রথমে সিম্পসনের দিকে তাক করে গুলি চালায়। তারপরে যে সব সাহেবরা গুলির শব্দ শুনে নিজেদের ঘরের বাইরে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাদের দিকে তাক করে গুলি চালাতে শুরু করে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে। রাইটার্স বিল্ডিং বাংলার প্রশাসনের সদর দফতর। পাশেই রয়েছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর। এই লালবাজার থেকেই সারা ভারতের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের ওপরে নজরদারির ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কলকাতা থেকে শুরু করে সুদূর বার্মা পর্যন্ত ছিল কলকাতা পুলিশের অবাধ বিচরণ ভূমি। আর রাইটার্স বিল্ডিং থেকে লালবাজারকে নির্দেশ দেওয়া হতো বিপ্লবীদের ওপরে কড়া নজর রাখতে এবং প্রয়োজন হলে তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখতে। যার ফলে বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিপ্লবী অরবিন্দের সময় থেকেই কলকাতা পুলিশ শুরু করেছিল বাংলার বিপ্লবীদের ওপরে কড়া নজর দিতে। বিপ্লবীদের দমন করতে কলকাতা পুলিশের সম্বল ছিল গুপ্তচরদের প্রেরিত সংবাদ। বাংলার বিপ্লববাদকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য চার্লস টেগার্ট উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন। ২৯ আগস্ট ১৯৩০ সালে বেঙ্গল পুলিশের আইজি এফ জে লোম্যানকে ঢাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা এবং তাঁর উত্তরসূরী আই জি ক্রেইগকে ১ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে মারতে গিয়ে ভুলক্রমে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জিকে বিপ্লবীরা হত্যা করে বসল। লোম্যান যে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে আসবেন এবং ক্রেইগ যে ভোরবেলায় চাঁদপুর স্টেশন থেকে নেমে ঢাকার ট্রেন ধরবেন সে খবর বিপ্লবীদের কাছে আগাম ছিল। কালীচরণ ঘোষ তাঁর 'দ্য রোল অব অনর' বইটিতে লিখেছেন, 'The espionage system of the revoltionaries had gained a degree of perfection at the time and full use was made of it'। ২৯ আগস্ট সকাল বেলায় ঢাকার পুলিশ সুপার হডসনকে সঙ্গে নিয়ে লোম্যান মিডফোর্ড হাসপতালে এসেছিলেন ঢাকার অসুস্থ জল পুলিশ সুপার বার্টকে দেখতে। ঠিক তখনই পিছন থেকে আততায়ী এসে অতর্কিতে লোম্যান এবং হডসনকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠল বিপ্লবীর রিভালবার। তার ফলে হাডসন গুরুতর আহত হলেন আর লোম্যান ৩১ আগস্ট মারা গেলেন। ৩০ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এই ঘটনা। বিপ্লবীদের দুঃসাহস দেখে পুলিশ লজ্জায় পড়ে গেল। এদিকে রাইটার্স থেকে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। যে করেই হোক বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে হবে। 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় বুঝতে পেরেছিলেন এটা বিনয় বসুর কাজ। কারণ ঘটনা ঘটনার কিছুদিন আগেই পাঁচ ঘড়ার পিস্তল ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। বিনয় বসু ঢাকার বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি তখন মিডফোর্ড মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষে ছাত্র। বিনয়ের বাড়ি ছিল ঢাকার বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত রাউৎভোগ গ্রামে। ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। বিনয় বসুকে পুলিশ ধরার খুবই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধরতেপারেনি। গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন বিনয় বসু। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁরা নেতাজির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বিভি সংগঠনের জনক ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হতেন। দীনেশ গুপ্ত ছিলেন একজন সাহিত্যিক। কবিতা পাগল মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। ১৯২৭ সালে দীনেশ 'বেণু'পত্রিকার অফিসে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোরের সঙ্গে দেখা করতে। দীনেশের সাহস দেখে ভূপেন্দ্র বাবু তাঁকে আদেশ করলেন মেদিলনীপুরে গিয়ে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ করতে হবে। মেদিনীপুরে গিয়ে বিপ্লবী কাজকর্ম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন দীনেশ। সেই সময়ে তাঁর কাছে বার্তা এসে উপস্থিত হল কলকাতায় চলে আসতে হবে। জরুরী কাজ রয়েছে। দলের নির্দেশ মতো কলকাতার নিউ পার্ক স্ট্রিটের দোতলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হল, সুট বুট এবং হ্যাটে সুশোভিত হয়ে রাইটার্সে প্রবেশ করে ইংরেজদের দিকে তাক করে আক্রমণ করতে হবে। ৯ ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে রাইটার্স অভিযান করেছিল বিনয়-বাদল-দীনেশ। আনন্দবাজার পত্রিকায় ৯ ডিসেম্বর বড় করে সংবাদ প্রকাশ হল। শিরোনামে বড় বড় করে লেখা হল- 'গুলির আঘাতে বাংলার কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিহত'। সংবাদে লেখা হল, বেলা ১২ টার সময়ে কলিকাতার বুকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ৩ জন বাঙালি যুবক বাংলার কারাগার বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসনকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। ইংরেজি পত্রিকা স্টেটসম্যান লিখল "..Lt. col. N.S. Simpson was shot dead...Mr. J.W. Nelson, Judicial Secretary, was wounded in the leg. Another bullet narrowly missed Mr. A Marr, Finance memeber, who on hearing the shots came to the door of his room. Orderly of the D.P.I was wounded in leg. Passersby were dumb-founded to see the broad day-light, in the heart of the business quarters of Calcutta an incident that had all the elements of a Chicago gunning affair"। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখল "Between I.G of prisons room and Mr. Nelson's room, many Europeans had hair-breadth and providential escapes. Mr. Townend, Agriculture and Industrial Secretary had the skirts of his coat and waist-coat shot through without any injury to his person. Mr. Prentine, Home Minister escaped unhurt."। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন এই অভিযান দুর্ধর্ষ। তিনজন বিপ্লবী যুবক সিম্পসনকে হত্যা করতে রাইটার্সে প্রবেশ করেছিল। সিম্পসনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল সুভাষ বোস সহ বিভিন্ন বিপবীদের জেলে আটকে রেখে তাদের ওপরে শারীরিক অত্যাচার করতে শুরু করে ব্রিটিশ পুলিশ। বিল্পবীদের রাজবন্দি বলে গ্রহণ করা হতো না। তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী বা আতঙ্কবাদী বলে গ্রহণ করতো ইংরেজ সরকার। স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে কোনও স্বীকৃতি ছিল না বিপ্লবীদের। বিপ্লবীদের রাজবন্দি করে রাখা হতো না। সাধারণ কয়েদিদের মতো জীবন যাপন করেতা জেলের মধ্যে বিপ্লবীরা। তাদের ওপরে বেশি করে পুলিশ অত্যাচার করতো বিপ্লবী দলের গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার জন্য। কলকাতা পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানতে পারা গেল- "three young men dressed as Europeans and armed with revolvers, pretending to be seeking an interview, brushed past the chaprassi at the door, an immediately shot Lt. Col. Simpson, Inspector -General of Prisons, at his office table in Writers' Building. After this they went down the corridor firing into the rooms of other officials and wounded Mr. Townend,I.C.S., Deputy Secretary, and Mr. Nelson, I.C.S., Legal Rrmembrancer. They were trapped in the letter's room by the Inspector General of Police and other police officers and, realising that escape was impossible, attempted to commit suicide. When the police entered the room they found three men of whom one had committed suicide by taking syanide of potassium and two had shot themselves. The suicide was Sudhir Gupta. The other two were Benoy Krishna Bose, the murderer of Mr. Lowman, and Dinsesh Gupta,.." বাদলের নামই হচ্ছে সুধীর গুপ্ত। বিনয় কৃষ্ণ বসু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁকে ইংরেজ পুলিশ বন্দি করে। বন্দি অবস্থাতেই ১৯৩০ সালের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার মেডিকেল কলেজে মারা গেলেন। পুলিশ বহু চেষ্টা করেছিল বিনয়কে বাঁচাতে। তার কারণ তাঁর বিরুদ্ধে দুটি খুনের অভিযোগ ছিল। একটি লোম্যান হত্যা এবং অপরটি সিম্পসন হত্যা। পুলিশ চেয়েছিল অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিতে। বিনয়কে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তখন পুলিশ নিয়েছিল। দীনেশ নিজেই বিষপান করে এবং নিজের পিস্তল দিয়ে নিজেকে গুলি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইংরেজদের হাতে নিজেকে ধরা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁকে পুলিশ বন্দি করে এবং বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই ফাঁসির মঞ্চে তিনি শহীদ হলেন। বাদল গুপ্ত (সুধীর) পুলিশি গ্রেফতার এড়াতে পটাশিয়াম সায়নাইড খেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বিনিয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স অভিযান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবে চিরকাল।

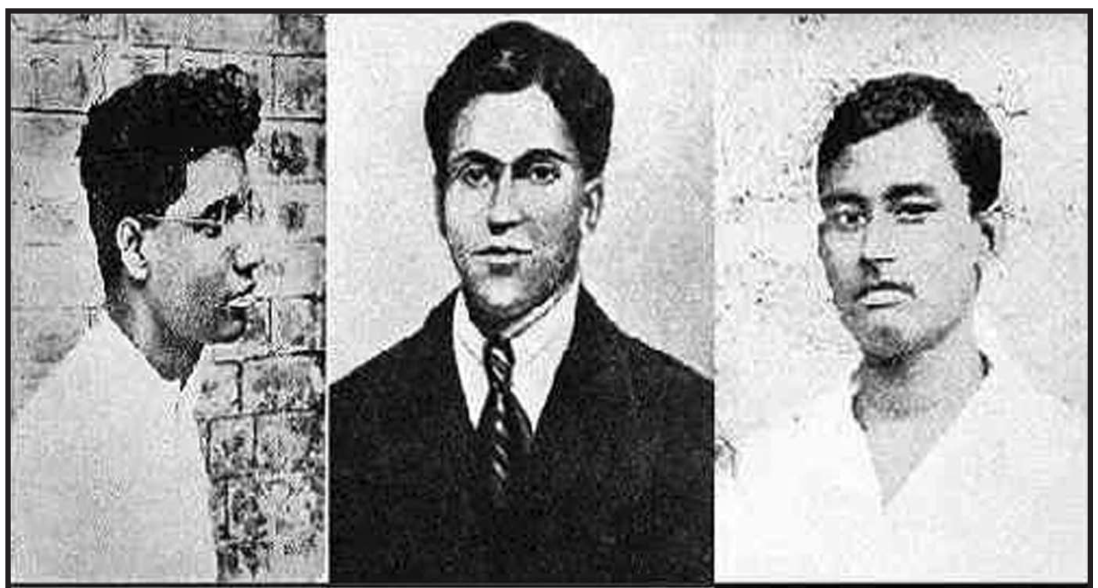

দিনেশ গুপ্ত | বাদল গুপ্ত | বিনয় বসু

দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার প্রভাব

বিশেষ প্রতিনিধি

...গত ২৮.১১.২০২৩ সংখ্যার পর

আফ্রিকা শুকিয়ে গেলেও বিশ্বের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির করবে। কারণ, এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি জলবায়ু জোন রয়েছে এবং এই অঞ্চলেরও আর্থসামাজিক ভূমিকা রয়েছে। সব মিলিয়ে এই অঞ্চল শুকিয়ে গেলে বিশ্বের খাদ্যশৃঙ্খলে টান পড়বে। খরার পরিমাণ বাড়ায় এই অঞ্চলে ক্ষুধা, দারিদ্র্যের হার বাড়বে।

এর জন্য দায়ী কে

অক্সফাম ও স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউটের যৌথ এক গবেষণা অনুসারে বিশ্বের ধনী এক শতাংশ মানুষ ৬৬ শতাংশ গরিব জনগোষ্ঠীর চেয়েও বেশি কার্বন নিঃসরণ করে। অথচ এই কার্বন নিঃসরণের ক্ষতিকর প্রভাবের বেশির ভাগটাই ভুগতে হয় বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে। তাদের গবেষণা মতে, এই পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হওয়ার কারণে বিশ্বে তাপজনিত নানা শারীরিক সমস্যায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক জলবায়ু বৈষম্য নিয়ে পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বজুড়ে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়েছিল তার ১৬ শতাংশই করেছিল এই অভিজাত ধনী গোষ্ঠীটি, যাদের বার্ষিক আয় এক লাখ ৪০ হাজার ডলারের বেশি। ওই প্রতিবেদন অনুসারে পৃথিবীর এক শতাংশ মানুষ বসবাস করেন এমন এক পরিবেশে যেখানে তাদের কার্বন নিঃসরণের প্রভাব খুব একটা ভুগতে হয় না। কিন্তু তারাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বা অন্যান্য যেসব উপায়ে জীবনযাপন ও আয় করেন তাতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬০০ কোটি টন কার্বন নিঃসরণ করেন। ইউএস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি ব্যবহৃত একটি 'মর্টালিটি কস্ট ফর্মুলা' অনুসারে, প্রতি ১০ লাখ টন কার্বনের কারণে বিশ্বে অন্তত ২২৬ জন মানুষ মারা যায়। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বিশ্বের ধনী এক শতাংশ মানুষ যে কার্বন নিঃসরণ করে তার জন্য আগামী কয়েক দশকে তাপজনিত সমস্যায় ১৩ লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

ক্ষতিপূরণে উন্নত বিশ্বের অঙ্গীকার

ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) অধীনে উন্নয়নশীল দেশের প্রতি উন্নত দেশগুলোর অনেক অঙ্গীকার এবং দায়িত্ব রয়েছে। এই অঙ্গীকার অনুযায়ী সব দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলোর এক্সেস প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্যে বৃহত্তর অর্জনের সম্ভাবনাগুলো বিবেচনায় রেখে তাদের শক্তি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি সাধারণভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করতে হবে যাতে সেই প্রযুক্তি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উপকারী হয়।
উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাবে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অভিযোজনের খরচ মেটাতে সহায়তা করবে এবং তাদের পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য ভালো প্রযুক্তির প্রচার এবং অর্থায়নের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তবে তা নির্ভর করবে অর্থনৈতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কিত কনভেনশনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের ওপর। দারিদ্র্য বিমোচন উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রথম অগ্রাধিকার। তহবিল এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নির্দিষ্ট চাহিদা এবং বিশেষ পরিস্থিতির সম্পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করবে।
কিয়োটো প্রটোকলের (কেপি) অধীনে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দেয় যে, উন্নত দেশগুলো তাদের গ্রিনহাউজ গ্যাসের সমতুল্য নৃতাত্ত্বিক কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন ২০০৮ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের স্তর থেকে কমপক্ষে ৫ শতাংশের নিচে এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১৮ শতাংশ হ্রাস করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রটোকলের অনুমোদন দেয়নি। কানাডার জাতীয় নির্গমন ১৯৯০ সালের স্তর থেকে ৬ শতাংশ হ্রাসের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। বিলিয়ন ডলার অপরিশোধিত পেনাল্টি এড়াতে কানাডাও কিয়োটো শাসন থেকে বেরিয়ে যায়। জাপানও জলবায়ু চুক্তি থেকে বেরিয়ে গেছে। রাশিয়ান ফেডারেশন এবং নিউজিল্যান্ড দোহা সংশোধনীর অধীনে নতুন লক্ষ্যগুলো গ্রহণে অস্বীকার করেছে।

এসব কারণে, কিয়োটো প্রটোকলের দোহা সংশোধন কার্যকর হয়নি। ইউএনএফপির সর্বশেষ বিশ্লেষণ দেখায় যে সমষ্টিগত জাতীয় জলবায়ু প্রতিশ্রুতিসহ, শতাব্দীর শেষ নাগাদ ২.৭ থেকে ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রথম থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা তাদের নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য পরিবর্তন করে এবং বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।
উন্নত দেশগুলো জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ফান্ড তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। উন্নত দেশ বলছে তারা ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করেছে। কিন্তু সেই অর্থায়নের মান নিয়ে বড় প্রশ্ন রয়েছে। এই তহবিলের মাত্র ৩৩ শতাংশ সত্যিই নতুন ছিল। বাকি তহবিল এই ঘোষণার আগেই গঠন করা হয়েছিল। জাপানের ১৫ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি, যার মধ্যে ১৩.২ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া আনুমানিক ৬২০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র ৭.৫ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
এই মুহূর্তের করণীয় হলো, জলবায়ু কার্যক্রমে অর্থ প্রদানকারীদের অবিলম্বে ১০০ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক লক্ষ্য তৈরি করা দরকার এবং তাদের অনুদানভিত্তিক সহায়তা জরুরিভাবে বাড়ানো। এই প্রতিশ্রুতি কোনও বছরের জন্য মিস হলে ওই দেশগুলোকে পরবর্তী বছরগুলোতে বর্ধিত অবদানের মাধ্যমে ওই ঘাটতি পূরণ করতে হবে। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের মধ্যে অভিযোজন অর্থায়ন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত পদক্ষেপের বিশদ বিবরণ দিয়ে উন্নত দেশগুলোর পরিকল্পনা উপস্থাপন করা উচিত। ২০২৫ সালের পরের সময়ের জন্য নতুন বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ন লক্ষ্য (এনসিকিউজি) অনুদান, ঋণ এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে আরো ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করা দরকার এবং এটি অবশ্যই ১০০ বিলিয়ন ডলার লক্ষ্যের চেয়ে আরো বেশি হতে হবে। নতুন লক্ষ্য অবশ্যই প্রয়োজনভিত্তিক এবং সময়ের সাথে মানিয়ে নিতে হবে।

অভিযানে বিডিও

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর ঃ খাবারের গুনগতমান যাঁচাই করতে বিভিন্ন হোটেল ও দোকানে হানা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। বুধবার পঞ্চায়েত অফিসের পর আজ রাজগঞ্জের বেলাকোবা বাজার ও বটতলা মোড়ের বিভিন্ন হোটেল, ফাস্টফুডের দোকান ও মিষ্টির দোকানে হানা দেন তিনি। বেশকয়েকটি দোকানের ফ্রিজে পচা দুর্গন্ধ ছড়ানো খাবার দেখতে পান। ধমক দিয়ে হোটেল কর্মীদের সেই খাবার ফেলে দিতে দেখা যায় বিডিওকে। এর পাশাপাশি বেলাকোবা কেবলপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের খাবারের মান যাঁচাই করেন তিনি। এই বিষয়ে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, আমরা মাঝে মধ্যেই সংবাদমাধ্যমে জানতে পারি যে বিভিন্ন জায়গায় বাসি খাবার খেয়ে অনেকে অসুস্থ হচ্ছেন। তাই আজ বেলাকোবার বিভিন্ন মিষ্টির দোকান, হোটেল সহ ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান চালালাম। সেই অভিযানে দেখা গেল যে কয়েকদিনের বাসি খাবার ফ্রিজে রাখা রয়েছে। সেই পচা খাবারগুলি হোটেলের কর্মীদের দিয়ে ফেলে দেওয়া হল। আগামীতে কেউ পচা, নষ্ট খাবার গ্রাহকদের খাওয়ালে দোকানদারদের বিরুদ্ধে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি যতদিন রাজগঞ্জের বিডিও হিসেবে আছি এভাবেই অভিযান চলতে থাকবে।

বৃদ্ধের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ডিসেম্বর ঃ পুকুর থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাঁকোরমা গ্রামে। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধের নাম রামসেবক চৌধুরী (৬০)। তাঁর বাড়ি সাঁকোরমা এলাকায়। বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই পুকুরপাড় থেকে হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যান ওই বৃদ্ধ। এর পরই বিষয়টি নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। পুকুর পাড়ে ওই বৃদ্ধের জুতো, লাইটার, বিড়ির প্যাকেট দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকেদের সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশকে। এরপরেই দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীদের সহযোগিতা নিয়ে পুকুরে জাল ফেলে তল্লাশি চালানো হয়। তারপরেই ওই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, পেশায় খেজুর রস বিক্রেতা ছিলেন ওই বৃদ্ধ। এদিন সকালে পুকুর পাড়ে শৌচাক্রিয়া করতে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। সেই সময় বেগতিক হয়ে পুকুরের গভীরে তলিয়ে যান। তাতেই জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের।

আশঙ্কায় কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৭ ডিসেম্বর ঃ অসময়ে নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে সদ্য বপন করা পেঁয়াজ ও আলুর বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে কালনাজুড়ে। অকাল বর্ষণে চোখের সামনে ফসলের ক্ষতি দেখে কপালে ভাঁজ পড়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় চাষিদের। গতকাল বুধবার থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি আজ বৃহস্পতিবারও থামেনি। কিন্তু ভারী বৃষ্টির জেরে এর মধ্যে যা ঘটেবে তাতে আলু পেঁয়াজ কৃষকদের কপালে এমনিতেই চিন্তার ভাঁজ অনেকটাই চওড়া হবে। এমনিতেই চরম ঝুঁকি নিয়ে আলু ও পেঁয়াজ চাষ করেছেন কালনার কৃষকরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষি প্রধান মহকুমাগুলির মধ্যে কালনা তার অন্যতম। সেই ফসলগুলির অন্যতম হল আলু, পেঁয়াজ, ধান ও বিভিন্ন সবজি, সদ্য লাগানো আলু ও পিয়াজের জমি বৃষ্টিতে একেবারে ডুবে গেছে। তাই ক্ষতির সম্ভাবনা অতি প্রবল হয়ে উঠেছে।

স্মার্টফোনের দাবীতে ডিজিটাল স্ট্রাইকে যাওয়ার জের

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বদলির হুমকি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৭ ডিসেম্বর ঃ অপুষ্টি মোকাবিলায় ভারত সরকার পোষণ অভিযান চালু করেছে। আর ওই প্রকল্প বাস্তবায়নে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন, ডাটা রিচার্জের টাকা এবং ইনসেন্টিভ দেওয়ার উদ্যোগী হয়। কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করলেও, রাজ্যের উদাসীনতায় গত তিনবছর ধরে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোনই দেওয়া হয়নি। আর তার জেরে লাটে উঠেছে 'পোষণ অভিযান'। স্মার্টফোনের দাবীতে সরব হয়ে ডিজিটাল স্ট্রাইকে যাওয়ায় বদলির হুমকি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। আধিকারিকদের চোখরাঙানিতে আতঙ্কে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। এমনই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সরব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যান সমিতি ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। প্রসঙ্গত, বছর তিনেক আগে ভারত সরকার শিশু অপুষ্টি মোকাবিলায় পোষণ অভিযান চালু করে। যা জাতীয় পুষ্টি মিশন (এনএনএম) নামেও পরিচিত। স্মার্টফোনে পোষণ অ্যাপে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সুপারভাইজার, সিডিপিও ও ডিপিও সকলের নম্বর রেজিষ্টার থাকবে। তাতে দৈনিক শিশু ও প্রসূতি মায়েদের উপস্থিতি, খাবার কি দেওয়া হল সব আপলোড করতে হবে। মাসে একবার শিশুদের শারীরিক বিকাশের তথ্য, সেন্টারের পরিকাঠামো তথ্য আপলোড করতে হবে। অতীতে যা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হত। অর্থাৎ, অঙ্গনওয়াড়ি গুলিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় নিয়ে আসা হয়। 'পোষণ অভিযান'-এর কাজ বাস্তবায়নে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন, ডাটা রিচার্জের টাকা এবং ইনসেন্টিভ দিতে উদ্যোগী হয়। জানা গেছে, তাতে কেন্দ্র সরকার ৬০ শতাংশ টাকা দেবে ও রাজ্যগুলি ৪০ শতাংশ টাকা দেবে। সেই মতো সারা ভারতবর্ষজুড়ে কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ৩৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ইতিমধ্যে স্মার্টফোন দেওয়া হয়ে গেছে। এমনকি স্মার্টফোন কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার বরাদ্দকৃত অর্থও পেয়েছে। অথচ, পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন দেওয়া বিশবাঁও জলে। শুধু তাই নয়, স্মার্টফোন না দিয়ে পোষণ অ্যাপে কাজ করাতে বাধ্য করানো হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যান সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি তীর্থপতি হাজরা জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের স্মার্টফোন সরবরাহ না করে, তাদের জোরপূর্বক এবং ভয় দেখিয়ে তাদের এই পোষণ অভিযান-এর কাজ করতে বাধ্য করাচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে জ্বালানি, সব্জি ও সাম্মানিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে, দূরে বদলি করা হবে। সাসপেন্ড করা হবে, এমনকি চাকরি চলে যাবে। চাকরি খোয়ানোর আতঙ্কে অনেক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ভয়ে সোনার গয়না বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার করে এবং অনলাইনে ইএমআই-তে স্মার্টফোন কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। জানা গেছে, গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পূর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকে ৮৬ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী স্মার্টফোনের দাবীতে ডিজিটাল স্ট্রাইক করেন। আর তার মাশুল, ওইসব কর্মীদের দু'বার শোকজ করা হয়। যদিও গলসী-১ ব্লকের সিডিপিও (আইসিডিএস) মহঃ ইমরান সাফাই দিয়ে বলেন, নির্দেশিকা মেনে পোষণ অভিযানে কাজ করতে বলা হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যান সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাপতি তীর্থপতি হাজরা আরও বলেন, অনৈতিকভাবে বদলির হুমকি দেওয়া হয়েছে। এককথায় দমনপীড়ন শুরু হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ওপর। আর তাতে আতঙ্কে সিটিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। তিনি বলেন, বিষয়টি আমরা সমস্ত স্তরে জানিয়েছি। যেভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাতে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। তাই অবিলম্বে অমানবিক কাজ বন্ধ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে হবে এবং আইনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হবো। প্রশ্ন, কেন্দ্র সরকার টাকা দিলেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কেন স্মার্টফোন দেওয়া হল না? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার বলেন, কেন্দ্র সরকারে জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা সাধারন মানুষের কাছে যাতে না পৌঁছায়, তার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের শাসকদলের নেতাদের চুরি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই, কেন্দ্রের অনুদান পাওয়ার পরও স্মার্টফোন দিতে টালবাহানা করছে রাজ্য। কেন্দ্র সরকারের এরকম বহু প্রকল্পের টাকা রাজ্য সরকার মেলা, খেলায় খরচ করছে। যার ফলে সাধারন মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।

শিলিগুড়ি বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়িক সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটে আয়োজিত হল উত্তরবঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর উপস্থিতিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় এই সম্মেলনে ২৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব আসে। এইসব প্রস্তাবের ওপর আগামী ১ থেকে ২ বছরের মধ্যেই বেশিরভাগ কাজ হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলা থেকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং উদ্যোগপতিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে কি কি কাজ রাজ্য সরকার এই কয়েক বছরে করেছে এবং আগামী কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। এরই পাশাপাশি উদ্যোগপতিরা আগামীতে তারা কোন ব্যবসায় কত টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছেন তার প্রস্তাব রাখেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগপতিদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যসচিব। সংবাদমাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে মুখ্যসচিব বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে উত্তরবঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে উত্তরবঙ্গ শিল্প সংস্কৃতি উভয় দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত। আগামীতে যাতে এখানে আরও শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয় তার জন্য সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা হবে, উদ্যোগপতিদের এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে বিমানবন্দর সহ বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি জানান।

রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোট নয়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ইন্ডিয়া জোটের বোঝাপড়া বিজেপিকে হটাও, বিচ্ছিন্ন করো। আমাদের রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের আসন সংখ্যার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের সঙ্গে জোট হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তৃণমূল-বিজেপি আমরা উভয়ের বিরুদ্ধে লড়বো। বামফ্রন্ট ছাড়া যারা অন্য দল আছে, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি যারা আছে, এই সমস্ত দলদের নিয়ে আমরা লড়তে চাই। ১০০ দিনের কাজের দাবী এবং আবাস যোজনায় রাজ্যের দুর্নীতি ও কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া জোট নিয়ে এমনটাই জানালেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র। মালদা শহরের মিহির দাস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, লোকসভা ভোট নিয়ে তাদের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামীকাল দিল্লিতে পলিটব্যুরোর মিটিং রয়েছে। সেখানে গেলে ইন্ডিয়া জোটের বিস্তারিত বলতে পারব। ইন্ডিয়া জোটের আমাদের বোঝাপড়া বিজেপিকে হটাও। আমাদের দল সেটা আগেই বলেছে এবং সেই নিয়ে আমাদের যাবতীয় কর্মসূচিও শুরু হয়েছে।

মাটি-বালি পাচার রোধে তৎপর পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ডিসেম্বর ঃ একদিকে বাংলা অন্যদিকে বিহার। মাঝে ফুলহার নদী। নদীর তীরে সীমান্তবর্তী এই এলাকা ছিল বালি এবং মাটি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু এবার শীত পড়তেই অবৈধভাবে বালি এবং মাটি পাচার রুখতে তৎপর পুলিশ। নদীর তীরে চলছে কড়া পুলিশি নজরদারি।ও সির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে নদী তীরবর্তী এলাকায়। পুলিশ তৎপর হতেই সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ বালি এবং মাটি কাটার কাজ। এদিকে পুলিশি তৎপরতা নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ বালি ও মাটি মাফিয়াদের পেছনে মদত রয়েছে তৃণমূল নেতাদের। কখনও কিছু পুলিশ অফিসার তৎপর হলেই তাদের হেনস্থার শিকার হতে হয়। যদিও বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে পাল্টা তৃণমূলের দাবি, তাদের আমলে পুলিশ-প্রশাসন সবসময় সক্রিয় রয়েছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভালুকা ফাঁড়ি এলাকার ফুলহার নদী

তীরবর্তী গোবরাঘাট এলাকা। এর আগে এই এলাকা থেকে নদীর তীর থেকে অবৈধ ভাবে বালি ও মাটি কেটে বিহারে পাচার করে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। গত বছর শীতের মরশুমে সেই খবর সম্প্রচারিত হয়েছিল সংবাদমাধ্যমে। শীতের সময় নদীর জল কম থাকে। তাই এই সময় দেদারে চলে বালি এবং মাটি কাটার কাজ। কিন্তু এবার শীতের শুরুতেই তৎপর ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভালুকা ফাঁড়ির ওসি শ্যামসুন্দর সাহার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গোবরাঘাট এলাকায় যান। নদী তীরবর্তী সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। যদিও এদিন কোথাও বালি বা মাটি কাটার কাজ হচ্ছিল না। তবে নদীর ওপারে বিহার এলাকায় চলছিল মাটি কাটার কাজ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে শুধু এদিনই নয়, মাটি এবং বালি কাটা রুখতে প্রায় প্রত্যেকদিন চলবে এই অভিযান। নদীর তীরে মোতায়েন থাকছে সিভিক ভলেন্টিয়াররাও। পুলিশি অভিযান নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর।

অব্যবস্থার শিকার

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ৭ ডিসেম্বর ঃ শীতের ভরা মরসুমে পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালয়ে এসে বিমুখ হয়ে ফিরছেন পর্যটকরা। পাখিরালয় সংলগ্ন ছাড়িগঙ্গা ভরে উঠেছে কচুরিপানায়, ফলে ঠিক মতন পাখি দেখতে পারছেন না পাখিরালয়ে আসা পর্যটকেরা। একই সাথে পাখিরালয়ের সংলগ্ন যে পার্কটি রয়েছে, সেই পার্ক সেজে ওঠে প্রতি বছরই শীতকালীন নানা ফুলে। কিন্তু এবছর সেখানেও লাগানো হয়নি কোন ফুলের গাছ। পাশাপাশি পার্কে বসার জন্য কোন ঘাসও লাগানো হয়নি। স্বভাবতই পর্যটকরা এই দৃশ্য দেখে মনক্ষুন্ন হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পর্যটকদের দাবি কচুরিপানার জন্য তারা পাখির কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছেন না, যার জন্য তারা পাখির ঠিকমত ছবি তুলতে পারছেন না। অপরদিকে পার্কের সৌন্দর্যায়ন বিলুপ্ত হয়েছে। এইরকম চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আর পর্যটক পা দেবেনা পূর্বস্থলীর চুপির এই পাখিরালয়ে, এমনই মত পর্যটকদের একাংশের। অন্যদিকে মাঝিদের দাবি এই ছাড়িগঙ্গা ভরে গেছিল কচুরিপানায়। যেই অংশে পাখি আসে সেই অংশে যাওয়ার জন্য তারা নিজেরাই অল্প কচুরিপানা সরিয়ে, নিজেদের পকেট থেকে টাকা খরচ করে বাঁশ, দড়ি কিনে পাখির স্থানে যাওয়ার রাস্তা করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হলেও কিন্তু সেই সাহায্য এখনও মেলেনি। স্বভাবত প্রশাসনের ভূমিকায় তারাও হতাশ। অন্যদিকে পাখিরালয় চত্বরে লাগাতার কটেজ হওয়াকে কেন্দ্র করে সুর চড়িয়েছেন বিজেপি জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তৃণমূল নেতাদের রঙিন জীবন উপভোগ করার জন্য এই কটেজ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু পাখিরালয়ের মূল সমস্যা সমাধানের কোন রকমই উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। এই প্রসঙ্গে পূর্বস্থলী উত্তর বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পূর্বস্থলী ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কিছুই মন্তব্য করতে চাননি।

পাচারের রমরমা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর ঃ মানছে না কোনও সরকারি নির্দেশিকা। শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ায় চলছে অবাধে বালি উত্তোলন। বালাসন নদীতে কোনওরকম খননের অনুমতি না থাকা সত্বেও প্রায় ২৪ ঘণ্টাই অবাধে বালিপাথর খনন করে পাচার করা হচ্ছে একাধিক রাজ্যে। অনেকবার এই নিয়ে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়েছেন মাটিগাড়ার বাসিন্দারা। তবুও কোনও সুরাহা মেলেনি। একপ্রকার বাধ্য হয়ে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত শালবাড়ি তারিজোতে এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান এদিন। মাটিগাড়া সংলগ্ন বালাসন নদীতে প্রায় প্রতিদিনই কয়েকশো ডাম্পার এবং ট্রাক্টরের আনাগোনা। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অবৈধভাবে বালি খনন করতে গিয়ে তিনজন কিশোরের মৃত্যু হয়। তাদের মৃত্যুর পর কিছুদিন বালি খননের কাজ বন্ধ থাকলেও আবারও বালি মাফিয়ারা তোড়জোড় শুরু করেছে বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের কথায়, প্রশাসনের একাংশের মদত রয়েছে বালি খননের কাজে নইলে গরীব মানুষের একার পক্ষে এই কাজ সম্ভব নয়। তারা চান খনন বন্ধ হোক নইলে বাঁধ ভাঙলে গ্রামবাসীরা বিপদে পড়বে।

ফুল বাজার চালু

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ ডিসেম্বর ঃ জেলার ২৫টি ব্লকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুল চাষ হয় কোলাঘাট ও পাঁশকুড়ায়। এখানকর চাষিদের অন্যতম অর্থকারী ফসল হল বিভিন্ন ধরনের মরসুমি ফুলের চাষ। এই দুটি ব্লকে তাই সারা বছর ধরেই ফুল চাষ হয়। ফুল চাষের পর তা বাজারে নিয়ে যান চাষিরা। হাওড়ার মল্লিক বাজারের পর কোলাঘাটের ফুলের বাজারের নাম আছে। তবে ফুল চাষিদের জন্য কাছাকাছি আর কোনও বাজার নেই। তাই চাষিদের সুবিধার্থে উদ্যান পালন বিভাগের ফুল বাজারকে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার অন্তর্গত ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই নারান্দা এলাকায় প্রায় এক হেক্টর জমির উপর রয়েছে উদ্যানপালন বিভাগের ফুলের বাজার। মূলত এই ফুলের বাজার রাত্রিকালীন। কিন্তু বাজারটি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। চাষিদের সুবিধার্থে আবার এই ফুলের বাজার খুলে দেওয়া হয়েছে। এই বাজারের পরিকাঠামোগত মানোন্নযনে নজরও দিয়েছে প্রশাসন। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এই ফুলের বাজার শুধুমাত্র কোলাঘাট বা পাঁশকুড়ার ফুল চাষি নয়, পাশের জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়ার ফুল চাষিদের জন্যও অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে। এই ফুলের বাজার রাতে বসায় চাষিদের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। বিকেলে ফুল তোলার পর চাষিদের ভোরের বাজারের জন্য আর অপেক্ষা করতে হয় না। এই ফুলের বাজার নতুনভাবে চালু হলেও এর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে চাষি ও ফুল বিক্রেতাদের মধ্যে অভিযোগ আছে। ফুল চাষি ও বিক্রেতারা জানান, এই ফুলের বাজারে যাতায়াতের জন্য রাস্তা এখনও ঠিকঠাক গড়ে ওঠেনি। ফলে একদিকে যেমন ফুল চাষিরা ফুল বিক্রি করতে আসার সময় সমস্যায় পড়ছেন। অন্যদিকে ফুল ব্যবসায়ীরা ফুল কেনার পর গাড়ি করে ফুল অন্যত্র নিয়ে যেতেও সমস্যায় পড়ছেন। বাজারের কোল্ডস্টোরেজ নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি এখানে রাতে জেনারেটার নেই। সব মিলিয়ে এই ফুলের বাজারের পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে তমলুকের মহকুমাশাসক জানান, ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে পাঁশকুড়ার ওই ফুলের বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে। হিমঘর সারানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ওই ফুলের বাজার যাতে আরও বেশি করে ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করতে পারেন সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশের অভিযান

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৭ ডিসেম্বর ঃ চলছিল অবৈধভাবে বালিপাথর সংগ্রহ। সকাল সকাল মাল থানার পুলিশ অভিযান চালায় মাল ব্লকের চেল নদী এলাকায়। অভিযান চালিয়ে দুটি জেসিবি, দুটি ডাম্পার এবং দুটি ট্রাক্টর আটক করে মালবাজার থানার পুলিশ। জানা গেছে, বেশ কিছুদিন যাবত মাল ব্লকের চেল, ঘিস, লিস নদীর বুকে জেসিবি মেসিন দিয়ে নদী থেকে অবৈধ খনন কার্য চলছিল। আর এই খনন কার্য চালিয়ে নদী থেকে প্রচুর পরিমান বালি পাথর তুলছিল কিছু অসাধু ব্যাবসায়ী। মাঝেমধ্যে খবরও হচ্ছিল। সেই মতো এদিন মালবাজার পুলিশে একটি দল অভিযান চালায় চেল নদীতে। এদিন কিছু গাড়ি পালিয়ে গেলেও ছয়টি গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। মালবাজার থানার আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন, যেসব গাড়ি আটক করা হয়েছে, সেইসব গাড়ি এবং মালিকদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হবে। ইতিমধ্যে ছ'টি গাড়িই মালবাজার থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই ধরনের অভিযান প্রতিদিন চলবে বলে আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন। আরও জানা গেছে, ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার টন বালি পাথর সংগ্রহ করে কিছু অসাধু ব্যাবসায়ী। পরিবেশ প্রেমী থেকে স্থানীয় লোকজন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও থামানো যায়নি এই অবৈধ নদী খাদান। পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকলেও থামেনি এই অবৈধ কারবার।

বিশেষ স্বাস্থ্যশিবির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার পুলিশ লাইন মাল্টি পারপাস সেডে একটি হেলথ চেক আপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। জেলার সমস্ত পুলিশ কর্মী এবং পেনশনারদের রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। এছাড়াও হায়দরাবাদ থেকে অর্থোপেডিক চিকিৎসক রাহুল পাদিপূরম পুলিশ কর্মীদের সাথে কথা বলে তাদের চিকিৎসা করেন। হেলথ ক্যাম্পের উদ্বোধনে পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, আমরা বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকি।

উন্নয়নে বঞ্চিত

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ ডিসেম্বর ঃ বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, এই অভিযোগ সহ মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে তুফানগঞ্জ ১ বিডিওর নিকট ডেপুটেশন প্রদান বিজেপির। বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ ১ বিডিওর নিকট বিজেপির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা উজ্জ্বল কান্তি বসাক ও কোচবিহার জেলা বিজেপি সহ সভাপতি উৎপল দাস। উপস্থিত ছিলেন নাটাবাড়ি বিধানসভা সহ পর্যবেক্ষ সুকুমার সাহা, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য আলী হোসেন সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা। এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা উজ্জ্বল কান্তি বসাক বলেন, বিজেপি পরিচালিত যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো রয়েছে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোকে বাদ দিয়ে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলোতে উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে সমস্তটাই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে কাজ করা হচ্ছে। তা নিয়ে বিডিওকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

Office of The
Chakaltore Gram Panchayat
P.O.-Chakaltore, Purulia-I Dev. Block, Purulia

E-Tenders are hereby invited by the Pradhan, Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. **WBPUR/CGP/NIET-7/23-24 DATED-30.11.2023. MEMO NO 408/CGP/2023-24 & WBPUR/CGP/NIET-8/23-24 DATED-04.12.2023. MEMO NO 442/CGP/2023-24.** Documents download/sale start date **02.12.2023 10.30 am** & **08.12.2023 10.30 am.** Bid Submission closing date **13.12.2023 up to 10.30 am** & **16.12.2023 4.30 pm.** Date of Opening of E-Tender on **15.12.2023 11.00 am** & **19.12.2023 10.30 am** respectively at G.P. Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

TENDER NOTICE

NIT-20/2023-24, Dated- 07/12/2023 Separate E-Tender are hereby invited by Prodhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application for all **NIT 20/12/2023 up to 5.00 pm.** Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)

পূর্ব রেলওয়ে

পার্কিংয়ের কাজে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ই-অকশন

নং ঃ সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২৩, তারিখ ঃ ০৬.১২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজে চুক্তি সম্পাদনের জন্য আইআরইপিএস পোর্টালের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন, যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সি-৫-৪৫এএন-পিএআরকে-১৫। ই-অকশন শুরুর তারিখ ঃ ১৫.১২.২০২৩, বেলা ১২টা। ক্রম নং ও স্টেশনের/অবস্থানের নাম ঃ (১) আসানসোলের নন-সার্কুলেটিং এরিয়াতে সিটি বাস দাঁড়ানোর কাছে যোগী বাবা মোড়ে দুই (০২), তিন (০৩) ও চার (০৪) চাকার পার্কিং। (২) আসানসোল রেল স্টেশনের উত্তর দিকের সার্কুলেটিং এরিয়াতে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (৩) সীতারামপুর রেল স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়াতে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (৪) চিত্তরঞ্জন রেল স্টেশনে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (৫) জামতাড়া রেল স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ার দক্ষিণ দিকে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (৬) দুবরাজপুর রেল স্টেশনে দুই (০২), তিন (০৩) ও চার (০৪) চাকার পার্কিং। (৭) চিত্তরঞ্জন রেল স্টেশনে দুই (০২), তিন (০৩) ও চার (০৪) চাকার পার্কিং। (৮) সিউড়ি রেল স্টেশনে তিন (০৩) ও চার (০৪) চাকার পার্কিং। (৯) উখড়া রেল স্টেশনে দুই (০২), তিন (০৩) ও চার (০৪) চাকার পার্কিং। (১০) মহেশমুণ্ডা রেল স্টেশনে দুই (০২), তিন (০৩) ও চার (০৪) চাকার পার্কিং। (১১) দুমকা রেল স্টেশনে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (১২) মধুপুর রেল স্টেশনে দুই (০২) চাকার পার্কিং। (১৩) দুমকা রেল স্টেশনে দুই (০২), তিন (০৩) ও চার (০৪) চাকার পার্কিং। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য এবং প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনের প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণ করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে সকল সম্ভাব্য বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (ASN-177/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.:South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No.
WBS24PGS/MAG-I/SGP/402/NIT-6/2023-2024

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of Concrete road from (1) kajlapara sashan mondal's house to Ujjal house, **ID- 2023_ZPHD_617078_1.** (2) Khelarampur Kanon Mondals house to Gadadhar Mondal's house, **ID-2023_ZPHD_617140_1**, (3) Ramchandrapur Momtaj house to Sajahan Mondal's, **ID-2023_ZPHD_617205_1**, (4) PWD road to Kasem Sanfui's house at north ramchandrapur, **ID-2023_ZPHD_617241_1**, (5) Khelarampur bada para to Saidul Laskar house, **ID- 2023_ZPHD_617268_1.** Period of Completion(for all): 30 Days. Last date of submission of bid(online) **19/12/2023 at 12.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **21/12/2023 at 12.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.:South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No.
WBS24PGS/MAG-I/SGP/401/NIT-7/2023-2024

The PRADHAN, Office of the Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for the work of SEGREGATION CUM STORAGE SHED OF SWM PROJECT AT SHERPUR GRAM PANCHAYAT UNDER MAGRAHAT-I BLOCK. **Tender ID-2023_ZPHD_617294_1.** Period of Completion (for all): 30 Days. Last date of submission of bid(online) **19/12/2023 at 12.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **21/12/2023 at 12.00 P.M.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

Office of the
Ramur dihibhursut asanda GRAM PANCHAYAT
VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT,
P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH
Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 1 nos **E-Tender ID-2023_ZPHD_617065_1.** Publish date-**07/12/2023 at 6.00PM.** Last date of Online Submission Technical & Financial Bid **up to 19/12/2023 at 12.00 P.M.**, Date opening-**21/12/2023 at 12.30 PM** for details Visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/007/40/2023-2024
Name of the work: **Thorough restoration of pavements along Umacharan Mitra Lane from Jn. of Haralal Mitra Street to Jn. of Nandalal Bose Lane in Ward No.-007.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,65,489.00.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/009/29/2023-2024
Name of the work: **Repairing of UPHC-9 at 5/A, Raja Nabakrishna Street in Ward No.-009.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,95,659.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/001/28/2023-2024 (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of IPS passage at 4/1A Rajendra Nath Roy Chowdhury Lane and other places in Ward No.-001.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,31,249.00.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/004/37/2023-2024/BS (2nd Call)
Name of the work: **Improvement of privy at 21/H/18, 21/H/19, etc. Dum Dum Road and other places in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,99,354.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2023 (Up to 11 a.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** Tender will be opened on: **20.12.2023 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/076/038/2023-2024
Name of the work: **Improvement of passage by concrete at 40, 41, Kabitirtha Sarani etc. in Ward No.-076.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,49,616.22.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/076/036/2023-2024
Name of the work: **Improvement of IPS passage at 25, 26, 30, Nazir Lane etc. in Ward No.-76.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,96,449.42.** Earnest money: ₹ **3,950.00.** Period of completion: **28 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/076/032/2023-2024
Name of the work: **Development of IPS pavement at Pitambar Sarkar Lane etc. in Ward No.-076.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,65,494.05.** Earnest money: ₹ **5,350.00.** Period of completion: **28 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/076/033/2023-2024
Name of the work: **Development of IPS pavement at Gopal Dr. Road, etc. in Ward No.-076.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,65,543.19.** Earnest money: ₹ **5,350.00.** Period of completion: **28 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/076/035/2023-2024
Name of the work: **Improvement of IPS pavement at 26. 27, Ramkamal Street etc. in Ward No.-76.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **1,49,393.70.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of submission of bid: **18.12.2023 - 12 noon. (For Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **20.12.2023 - 12 noon. (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/193 (1st Call)
Name of the work: **Laying of seal coat at Dr. A.K. Road from Sofi Kathgola More to 12 No. Bus Stand under BR-XV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **3,84,999.78 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/113 (1st Call)
Name of the work: **Laying of seal coat at River side road from Youth Culture Society Club to Premises No.-Z-4/156/30 in Ward No. 141, under BR-XV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **3,41,436.25 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/192 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of trenches disturbed by P.U. Agency (Jio) at S.A. Farooque Road under BR-XV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,89,109.44 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of all bids: **19.12.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2023 (12 noon) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/269 (1st Call)
Name of the work: **Raising pit covers at Moor Avenue and Bikramgarh under BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,600.04 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **150 days.**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/270 (1st Call)
Name of the work: **Laying seal coat and raising pit covers at Raja S.C. Mullick Road from Jadavpur P.S. to Sukanta Setu under BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,182.92 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid(s): **21.12.2023 - 12 noon (For Sl. No. 4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 (12 noon) (For Sl. No. 4 & 5).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 4 & 5).**

The Special Officer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/259
Name of the work: **Restoration of Roy Bahadhur Road, B.L. Saha Road, and other different Road disturbed by P.U. Agency in Ward No.-116, 117, 118 under BR-XIII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,253.90 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of all bids: **20.12.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2023 (12 noon)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

(A) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/13/23-24; (B) NIT No.: SWM-II/DIST-IV/17/23-24; (C) NIT No. : SWM-II/DIST-IV/18/23-24 of SWM-II Department published in this Newspaper (Key No. 1022/23-24) on **02.12.2023.** Time of completion of Sl. No. 4 will be read as **8 days** instead of 180 days and of Sl. No. 2 will be **40 days** instead of 90 days & EMD amount of Sl. No. 5 will be ₹ **3,200.00** instead of ₹ 3,100.00.

(A) NIT No. : KMC/WS/EE/S/089/2023-24/02/1st Call; (B) NIT No. : KMC/WS/EE/S/081/2023-24/07/1st Call; (C) NIT No. : KMC/WS/EE/S/081/2023-24/05/1st Call; (D) NIT No. : KMC/WS/EE/S/081/2023-24/06/1st Call; of W.S. (South) Department published in this Newspaper (Key No. 1024/23-24) on **02.12.2023.** The last date of submission of bid of Sl. No. 3, 4, 5, 6 will be **19.12.2023** instead of 15.12.2023 and Tender will be opened on **21.12.2023** instead of 18.12.2023.

(1057/23-24)

টলি-বলির টুকরো খবর

শেষবারের মতো বড় পর্দায় সৌমিত্র, মুক্তি পেতে চলেছে 'শুধু যাওয়া আসা'...

কপিরাইট সমস্যার মিথ্যে কেসের বেড়াজাল কাটিয়ে মুক্তি পেতে চলেছে 'শুধু যাওয়া আসা'। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মনু মুখোপাধ্যায়-এর শেষ ছবি 'শুধু যাওয়া আসা' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির প্রহর গুনছে। মনোজ মিত্রের লেখা এই কাহিনী কথা বলে সেই সমস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাদের পৃথিবীতে কেউ নেই এবং যে সামান্য পরিসরে তারা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের সংকটের মধ্যে দিয়ে আনন্দ ও দুঃখের দোলা দর্শককে দুই ঘণ্টা ধরে রাখবে। ২০১৬-১৭ সালে ছবিটি শুরু হয়েছিল। তবে নানা কারণে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একজন পরিচালক একটি চলচ্চিত্র শুরু করার জন্য সর্বদা একজন প্রযোজকের সন্ধান করেন এবং এটা খুব স্বাভাবিক। মনীশ ঘোষ তাদের মধ্যে একজন যিনি তাঁর আদর্শ মনোজ মিত্রের লেখা একটি বিখ্যাত মঞ্চ নাটক 'পরবাস'-এর উপর ভিত্তি করে একটি বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য একজন ভালো নির্মাতা খুঁজছিলেন। প্রাথমিকভাবে, তিনি একটি ছোট সময়ের প্রযোজকের সাথে দেখা করেন, যিনি একটি অভিনয় স্কুল পরিচালনা করেন। গল্প শোনার পর ছবিটি নির্মাণের আগ্রহ দেখান নির্মাতা। তদনুসারে, মনীশ ঘোষ মনোজ মিত্রের সাথে যোগাযোগ করেন এবং পাঁচ বছরের জন্য তার মঞ্চ নাটকের সিনেমাটিক চিত্রায়নের জন্য প্রযোজনার অনুমতি পান। কিন্তু অনুমতি পাওয়ার পর, প্রযোজক বিষয়টিকে দীর্ঘায়িত করেন এবং টাকার অভাবে এর শুটিং শুরু করার কোনো ইচ্ছা দেখাননি। শিল্পীদের ডেট নেওয়া হয়ে যায়, মনীশ ঘোষ নিজের সম্মান বাঁচাতে নিজের পয়সাতেই উদ্যোগ নিয়ে শুটিং শুরু করেন এবং প্রযোজক বারবার আশ্বাস দেন পরবর্তী শুটিং শিডিউলের আগে তাকে খরচ হয়ে যাওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার। কিন্তু প্রযোজক তার প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হন এবং ছবিটিতে বিনিয়োগ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। শুটিং মাঝপথে স্থগিত হয়ে যায় এবং মনীশ ঘোষ কোনওরকমে অন্য একজন প্রযোজক খুঁজে পান এবং মনোজ মিত্রের সম্মতিতে প্রায় দুই বছরের ব্যবধানে ছবিটির শুটিং শুরু করেন। যদিও এটি প্রাথমিক প্রযোজক জানতেন, তবে তিনি মনীশ ঘোষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন নিজে এক পয়সাও না বিনিয়োগ করে একই অভিনেতাদের সাথে অন্য একজন প্রযোজকের জন্য চলচ্চিত্রটির শুটিং করার জন্য এবং এটিও ভাল ভাবে জেনে যে গল্পের অধিকার মনোজ মিত্র পারস্পরিক সম্মতিতে বর্তমান প্রযোজকের কাছে হস্তান্তর করেছেন। যাইহোক, প্রযোজক এবং পরিচালক উভয়ই পূর্ববর্তী প্রযোজকের বেআইনী দাবিতে আসতে অস্বীকার করেছিলেন এবং পূর্বের প্রযোজক মনীশ ঘোষকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে তাঁকে একদিন এর পরিণাম দিতে হবে এবং ফল ভোগ করতে হবে। যখন বি.এল. আগরওয়াল প্রচারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার পরে ২৪ মার্চ ২০২৩-এ কিছু নামী প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পূর্ববর্তী প্রযোজক মনোজ মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত তার ইতিমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ অধিকারের ভিত্তিতে আদালতকে বিভ্রান্ত করে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত সকলের অন্যায়ভাবে ক্ষতির কারণ এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। সাত মাস পর, মাননীয় হাইকোর্ট বি.এল আগরওয়ালের আপিল গ্রহণ করে এবং ছবিটি মুক্তি ও প্রদর্শন করার অনুমতি দেয়। তাঁর পক্ষে আদেশ পাওয়ার পর, বি.এল. আগরওয়াল বলেন, 'এটা মন্দের ওপর ভালোর জয়। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যেই কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা, ছোট প্রযোজকরা সবসময় একটি ভাল চলচ্চিত্রের পাশে এগিয়ে যাই যখন এটি পোস্ট প্রোডাকশনের পরে আটকে থাকে। একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে, পূর্ববর্তী প্রযোজক কিছুই লাভ করেননি তবে এই কাজের কারণে, চলচ্চিত্র এবং জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যার কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না। যদিও আমরা পূর্ববর্তী প্রযোজকের বিরুদ্ধে তার অপকর্মের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা করছি। আমরা সমস্ত কাস্ট এবং ক্রু সদস্যদের জন্য দুঃখিত যারা ফিল্মটির প্রচারে সম্পূর্ণভাবে উৎসাহী ছিলেন, প্রদর্শকরা যারা ছবিটি প্রদর্শন করতে আগ্রহী ছিলেন এবং বিশেষত কিংবদন্তি অভিনেতারা যারা আজ নেই, কিন্তু কোথাও না কোথাও তাদের ভক্তদের ভালবাসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।'

ছাতরা ও মুরারাই স্টেশনের মধ্যে তৃতীয় লাইন তৈরীর জন্য ১২ দিন ওই সেকশনে নন ইন্টারলকিং এর কাজ শুরু হবে

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর ঃ শ্রী সঞ্জীব কুমার, ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার / হাওড়া আজ ডিআরএম বিল্ডিং / হাওড়ার কনফারেন্স রুমে ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে নির্ধারিত ছাতরা এবং মুরারাইয়ের মধ্যে আসন্ন ৩য় লাইনের কমিশনিং কাজকে সম্বোধন করার জন্য একটি প্রেস কনফারেন্স করেছেন। ডিআরএম এই পরিকাঠামোর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন বর্ধিতকরণ, রেল পরিষেবাগুলিতে বর্ধিত কর্মক্ষম নমনীয়তা, ক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সুবিধাগুলি তুলে ধরে। প্রেস কনফারেন্স চলাকালীন, ডিআরএম রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ বিভাগে পরিকল্পিত প্রাক-নন-ইন্টারলকিং / নন- ইন্টারলকিং কাজের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান

করেছেন, যা ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ (রবিবার) থেকে ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। **সংবাদ সম্মেলনের মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে - ০৯.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল ঃ** ১৩০১১ হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসন্ড ১৩০৩১ হাওড়া - জয়নগর এক্সপ্রেস ১৩০২৭ হাওড়া - আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস ১৩০২৩ হাওড়া - গয়া এক্সপ্রেস ০৫৪০৬ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট এক্সপ্রেস স্পেশাল ০৩০৯৩ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট স্পেশাল ০৩০৮৮ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ০৩০৯৪ রামপুরহাট - আজিমগঞ্জ মেমু যাত্রী বিশেষ ০৩৪০৭ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ০৩৪১১ রামপুরহাট - বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ১০.১২.২০২৩ থেকে ২২.১২.২০২৩ পর্যন্ত বাতিল ঃ ১৩০১২ মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ১৩০৩২ জয়নগর - হাওড়া এক্সপ্রেস ১৩০২৮ আজিমগঞ্জ - হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস ১৩০২৪ গয়া - হাওড়া এক্সপ্রেস ০৫৪০৫ রামপুরহাট - সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেস স্পেশাল ০৩০৮৭ আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ০৩০৬৮ আজিমগঞ্জ - কাটোয়া মেমু যাত্রী বিশেষ ০৩০৬৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ০৩৪০৮ সাহেবগঞ্জ - রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ০৩৪১২ বারহারওয়া - রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার স্পেশাল **ডাইভারশন** ঃ ১৩০৫৩ হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (JCO: ১০.১২.২০২৩ থেকে ২১.১২.২০২৩) এবং ১২৩৪৫ হাওড়া - গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (JCO: ১০.১২.২০২৩) ব্যান্ডেল - কাটোয়া -আজিমগঞ্জ ডি স্টপেজের সাথে বান্দেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জের স্টপেজ হয়ে ডাইভার্ট করা হবে কাটোয়া -আজিমগঞ্জ-জঙ্গিপুর রোড।

পরিষেবা খণ্ডকে অতিক্রম করল পণ্য উৎপাদন খণ্ডের রপ্তানি

মালিগাঁও, ০৭ ডিসেম্বর ঃ রেলওয়ে, ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পণ্য উৎপাদন খণ্ডের (মার্চেন্ডাইজ) সাফল্যের কাহিনি তুলে ধরেন, যা দেশের পরিষেবা খণ্ডের রপ্তানি থেকে প্রথমবারের মতো অগ্রগতি লাভ করে। তিনি বলেন যে ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা বাস্তবায়িত করা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' থিমের অধীনে এই পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দেখা হয়েছিল, যার ফলে

এই পদক্ষেপ ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। মন্ত্রী বলেন ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রপ্তানি পৌঁছে গিয়েছিল ৭৬২ বিলিয়ন ডলারে। পণ্য (মার্চেন্ডাইজ) পৌঁছায় ৪৫৩ বিলিয়ন ডলারে, যেখানে পরিষেবা রপ্তানি ছিল ৩০৯ বিলিয়ন ডলারের এবং দেশ শীঘ্রই এক ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বৃদ্ধির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্কিমের জন্য দেশের সামগ্রিক রপ্তানিতে ৪ র্থ স্থানে পৌঁছে যাওয়া মোবাইল ফোন রপ্তানির কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, অন্তিম অর্থবর্ষে এগারো বিলিয়ন ডলারেরও অধিক মূল্যের মোবাইল দেশ রপ্তানি করেছে এবং খুব শীঘ্রই মোবাইল ফোন রপ্তানিতে শীর্ষ দুই অবস্থানে পৌঁছবে। দেশে উৎপাদন খণ্ডের বিকাশ প্রচারের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ চালু করেছিলেন। তাই, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অর্থনীতির প্রারম্ভিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পর্যায়ে ইতিমধ্যে সাফল্য নিয়ে আসা এই প্রচেষ্টা ও পদ্ধতি আমাদের দেশেরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রগতির কাহিনী নিয়ে আসবে। আসলে সাফল্যের কাহিনি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে কারণ ২ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্য প্রায় অর্জন হয়েছে, উৎপাদন খণ্ডের সাফল্যের ফলে প্রতি বছরে ১.৮০ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ রেবন্তের, শপথ নিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ ১১ মন্ত্রী

তেলেঙ্গানা, ৭ ডিসেম্বর ঃ তেলেঙ্গানার প্রথম কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন রেবন্ত রেড্ডি। বৃহস্পতিবার হায়দ্রাবাদের এলবি স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতের সামনে শপথ নেন রেবন্ত। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। শেষ মুহূর্তে রেবন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষনেতাদের আমন্ত্রণ জানালেও অন্য দলের শীর্ষনেতাদের সেভাবে মঞ্চে দেখা যায়নি। শপথের পরই তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তেলেঙ্গানার সরকারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এদিন রেবন্তের পাশাপাশি উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন ভাট্টি বিক্রমার্ক। তিনিও রেবন্তের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব দলের প্রদেশ সভাপতির উপরই আস্থা রাখেন। সেই সঙ্গে মোট ১১ জন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। এদের মধ্যে নরেশ উত্তম রেড্ডি- সহ তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের প্রায় সব শীর্ষনেতার নামই রয়েছে। ১১৯ আসনের তেলেঙ্গানা বিধানসভায় কংগ্রেস পেয়েছে ৬৪ টি আসন। জোট সঙ্গী সিপিআইয়ের দখলে গিয়েছে একটি আসন। বিআরএসের দখলে গিয়েছে ৩৯ টি আসন। অন্যান্যদের মধ্যে বিজেপি ৮টি আসন। AIMIM পেয়েছে ৭টি আসন।

মোদীজি বানিয়ে জনগণের থেকে দূরে রাখবেন না, আমি মোদী দলকে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগ।-এই ৩ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠকে বসল বিজেপির সংসদীয় দল। অমিত শাহ, পীযূষ গোয়েল, প্রহ্লাদ জোশী, অশ্বিনী বৈষ্ণব, অনুরাগ সিং ঠাকুর প্রমুখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সাংসদরা সংসদীয় দলের বৈঠকে যোগ দেন। ৩ রাজ্যের ভোটে বিজেপির জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিবাদন জানানো হয়। সংসদীয় দলের বৈঠকে যোগ দেওয়ার শুরুতে করতালি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান দলীয় সাংসদরা। মোদীজি কা স্বাগত হ্যায় স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান দলীয় সাংসদরা। ওঠে ভারত মাতা কি জয় ধ্বনিও। উত্তরীয় ও মালা পরিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিবাদন জানান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী দলীয় সাংসদ ও সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাকে 'মোদীজি' বানিয়ে জনগণের থেকে দূরে রাখবেন না। আমি মোদী। ৩ টি রাজ্যে বিজেপির জয় প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, দলের সমস্ত কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই বিজেপি ৩টি রাজ্যে বিশাল জয় অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী সবার কাজের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, সমস্ত বিজেপি সাংসদ এবং মন্ত্রীদের ২২ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় অংশ নিতে হবে। বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে, তা এদিন বৈঠকের পর জানান সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। তিনি বলেন, বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকের সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, চারটি জাতি রয়েছে - মহিলা, যুবক, দরিদ্র এবং কৃষক - এবং আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তাঁদের সঙ্গে ন্যায়বিচার করা হচ্ছে।

ব্যালেস্টিক মিসাইল ছুঁড়ছে ইয়েমেনের সশস্ত্র হাউথি গোষ্ঠী

ইয়েমেন, ৭ ডিসেম্বর ঃ ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে একের পর ব্যালেস্টিক মিসাইল ছুঁড়ছে ইয়েমেনের সশস্ত্র হাউথি গোষ্ঠী। অন্যদিকে, লেবাননের হেজবোল্লাও আক্রমণাত্মক। হুঙ্কার দিচ্ছে ইরানও। ফলে ইজরায়েলের সামনে একাধিক ফ্রন্টে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শেষ পাওয়া খবরের মতে, ইজরায়েলি ভূখণ্ডকে নিশানা করে বেশ কয়েকটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুঁড়েছে হাউথিরা। তবে আছড়ে পড়ার আগেই ক্ষেপণাস্ত্রগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে ইজরায়েলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম 'অ্যারো' বলে দাবি করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। এর আগেও বহুবার হাউথিদের হামলার ছক বানচাল হয়েছে বলে জানিয়েছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। দক্ষিণ ইজরায়েলের ইলাত শহর লক্ষ্য করে মিসাইল ছোড়ে হাউথিরা । যদিও ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জানিয়েছে, ইজরায়েলের আকাশসীমায় মিসাইলগুলো প্রবেশ করতে পারেনি। তার আগেই সেগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে আইডিএফের তরফে জানানো হয়েছে, 'ইজরায়েলে হাউথিরা নিশানায় আঘাত হানতে পারেনি। সাধারণ মানুষদেরও কোনও ক্ষতি হয়নি।' এই হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে ইরানের মদতপুষ্ট এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হাউথিদের নিশানায় রয়েছে ইলাত শহর। বলে রাখা ভালো, এর আগেও ইজরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় ইয়েমেনের সশস্ত্র হাউথি গোষ্ঠী। কিন্তু সেগুলো মার্কিন নৌসেনার দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অর্থা বার বারই তাদের হামলার ছক বানচাল হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ইয়েমেন থেকে ইজরায়েলের দূরত্ব ২ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। হাউথিদের ভাণ্ডারে এতটা দূরে আঘাত হানার মতো কোনও মিসাইল নেই। এখানেই প্রশ্ন উঠছে প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা জেনেও কেন বারবার হামলা চালাচ্ছে তারা? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, হাউথিরা প্যালেস্টাইনের হয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নামলেও তাদের আসল টার্গেট তেল আভিভ নয়। এর পিছনে রয়েছে অন্য সমীকরণ। হাউথিদের নিশানায় আসলে সৌদি আরব। যারা আমেরিকাপন্থী। মার্কিন প্রশাসনের মধ্যস্থতায় ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করতে উদ্যোগী হয়েছে রিয়াধ। কিন্তু বাধ সেধেছে হামাস - ইজরায়েলের লড়াই। ফলে ইরানের অঙ্গুলি হেলনে ইহুদি দেশটিতে আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিতে চাইছে হাউথিরা। এভাবেই সৌদি আরবকে মুসলিম বিশ্বে কোণঠাসা করার ছক কষছে তেহরান।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পাটনা সহ বিহারের বহু জেলায় বৃষ্টি

পাটনা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বদলে গেছে বিহারের আবহাওয়া। পাটনা সুপোল, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ, মাধেপুরা, সহরসা, পূর্ণিয়া, কাটিহার, বক্সার, ভোজপুর, রোহতাস, ভবুয়া, আরওয়াল, ঔরঙ্গাবাদ, গয়া, নালন্দা, নওয়াদা, শেখপুরা, দরভাঙ্গা, বেগুসরাই, লক্ষীসরাই, জেহানাবাদ, ভাগলপুর, বাঙ্কা বৃহস্পতিবার খাগরিয়ায় দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃষ্টির কারণে তিন দিন পর রাজ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি কমতে পারে। পাটনা আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৯ ডিসেম্বর থেকে বিহারের আবহাওয়া দ্রুত বদলে যেতে পারে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যা বর্তমানে ১৬ থেকে ১৮ ডিগ্রির কাছাকাছি, তা ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। এর পরে, ১০ ডিসেম্বর তাপমাত্রা আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে এবং রাজ্যের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসতে পারে।

দিল্লির বাতাসের গুণমান খারাপই, পারদ নামল ৯.২ ডিগ্রিতে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর ঃ বায়ুদূষণ থেকে এখনও নিস্তার পেল না জাতীয় রাজধানী। বৃহস্পতিবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণমান থাকল খুব খারাপের পর্যায়েই। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যে। এদিকে, রাজধানী দিল্লিতে পারদ নামল অনেকটাই। এদিন দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ধোঁয়াশা ও দূষণের কারণে অস্বস্তি বোধ করেছেন দিল্লিবাসী। আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪৮, অশোক বিহারে ৩২৩, দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৩০১, আইটিও-তে ৩১৩ ও জাহাঙ্গীরপুরীতে ৩৩৮। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এক ব্যক্তি এদিন বলেছেন, দূষণের মাত্রা এখন অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, দৃশ্যমানতা প্রভাবিত হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে মাথাব্যথাও হয়।

ভুবনেশ্বর-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেসে আগুন, তোলপাড় কটক স্টেশন

কটক, ৭ ডিসেম্বর ঃ আতঙ্কে ঘুম ছুটল যাত্রীদের। বৃহস্পতিবার সকালে ভুবনেশ্বর-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে পড়ল কটক স্টেশনে। ট্রেনের ব্রেক শ্যু থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হতে দেখলেন যাত্রীরা। ধোঁয়ায় ভরে যায় চারদিক। আতঙ্ক ছড়াল যাত্রীদের মধ্যে। আগুনের খবর পেয়ে ছুটে গেলেন দমকল কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় তারা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। রেল সূত্রে বলা হয়েছে ব্রেকের সমস্যার কারণেই কোচের নীচে আগুন ধরে যায়। পরিস্থিতি বিচার করে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ কটক স্টেশনে জন শতাব্দী এক্সপ্রেসকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ব্রেকের সমস্যা ঠিক করে সকাল ৭ টা ১৫ মিনিট নাগাদ ট্রেনটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোচের ভেতরে আগুন পৌঁছায়নি। ট্রেনের এক যাত্রী সংবাদমাধ্যমে জানান, সকাল ছটা পঁয়ত্রিশ নাগাদ ট্রেনটি এসে পৌঁছায় কটক স্টেশনে। সেই সময় ট্রেনের নীচে থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। এর মধ্যেই দমকল কর্মীরা প্লাটফর্মে ছুটে আসেন। ওই কোচের যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টা আগুন নেভান দমকল কর্মীরা। উল্লেখ্য, গত মাসে উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ায় দিল্লি-দ্বারভাঙ্গা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে আগুন লেগে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছিল শর্ট সার্কিট থেকেই ওই আগুন লাগে। সরাই ভুপত স্টেশন থেকে ট্রেনটি বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তাতে আগুন দেখেন স্টেশন মাস্টার। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খবর দেন চালককে। ট্রেনটিকে শেষপর্যন্ত থামিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতীয় অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যত অনেকটাই তরুণ ভারতীয়দের দ্বারা তৈরি হচ্ছে ঃ রাজীব চন্দ্রশেখর

গান্ধীনগর, ৭ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যত অনেকটাই তরুণ ভারতীয়দের দ্বারা তৈরি হচ্ছে। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। তিনি বলেছেন, ভারতীয় অর্থনীতি, প্রবৃদ্ধি এবং ভবিষ্যত তরুণ ভারতীযদের দ্বারা তৈরি করা হচ্ছে। জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা ভাইব্রেন্ট গুজরাট ২০২৪-এর প্রাক-ইভেন্ট হিসাবে, বৃহস্পতিবার গান্ধীনগরে গুজরাটের শিক্ষা বিভাগ দ্বারা আয়োজিত স্টার্টআপ কনক্লেভ-২০২৩-এ বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব। মন্ত্রী বলেন, ভারতের ইতিহাসে তরুণ ভারতীয়রা আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও। স্টার্টআপ কনক্লেভ ২০২৩ স্টার্টআপ বিনিয়োগকারীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করবে, যা বিভিন্ন রাজ্যে সহযোগিতা, সৃজনশীলতা এবং স্টার্টআপ ইকো সিস্টেমকে প্রচার করবে।

বন্যা পরিস্থিতি চেন্নাইয়ে জলমগ্ন শহরের নানা প্রান্ত, ডুবে রয়েছে পেট্রোল পাম্প

চেন্নাই, ৭ ডিসেম্বর ঃ জমা জলের যন্ত্রণা থেকে এখনও রেহাই পেল না চেন্নাই। ঘূর্ণিঝ। শক্তি হারিয়েছে, অথচ সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে যে বৃষ্টি হয়েছিল, সেই বৃষ্টির জল বৃহস্পতিবারও নাজেহাল করে তুলেছে চেন্নাইয়ের মানুষজনকে। চেন্নাই শহরের কোথাও হাঁটু, আবার কোথাও কোমর পর্যন্ত জল জমে রয়েছে। ডুবে রয়েছে একটি পেট্রোল পাম্পও। জনহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে পেট্রোল পাম্পটি। চেন্নাইয়ের গুবেরান নগরের মাদিপাক্কাম এলাকার কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। চেন্নাই শহরের জেরুজালেম কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এখনও জলমগ্ন। চেন্নাইয়ের পল্লীকর্ণাই এলাকা এখনও জলের তলায়। এরইমধ্যে স্বস্তি বিষয় হল, চেন্নাইয়ের কিছু এলাকা থেকে ধীরে ধীরে জল নামছে।

৮ প্রাক্তন নৌসেনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন ভারতের প্রতিনিধি

দোহা, ৭ ডিসেম্বর ঃ প্রাক্তন ৮ নৌসেনার মৃত্যুদণ্ড পুনর্বিবেচনার আর্জি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুনানি শুরু হয়েছে কাতারের আদালতে । এই অবস্থায় জেলে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন ভারতের প্রতিনিধি। ভারতের বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে গিয়ে কাতারের আমিরের সঙ্গে দেখা করেছেন নরেন্দ্র মোদী । তার পরেই অনুমোদন পেয়েছেন ভারতের প্রতিনিধি। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন ৮ কর্মীকে গ্রেফতার করে কাতারের গোয়েন্দা বিভাগ। তাঁরা সকলেই একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। ওই সংস্থা কাতার সেনাকে প্রশিক্ষণের কাজ করত। একাধিকবার শুনানির পরে অক্টোবর মাসে ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় কাতারের আদালত। তবে নৌসেনা কর্মীদের হয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে শুরু করে ভারতও। নভেম্বর মাসে কাতারের কাছে আবেদন জানায় নয়াদিল্লি। ৮ নৌসেনা কর্মীর মৃত্যুদণ্ডের সাজা বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বৃহস্পতিবার মুখ খোলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ভারতের আর্জি নিয়ে ইতিমধ্যেই দুটি শুনানি হয়েছে। গোটা বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে ভারত। সমস্ত রকম আইনি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কাতারের জেলে বন্দি ৮ জনকে। তবে গোটা বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। যেটুকু তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব সেটা অবশ্যই সকলের সামনে তুলে ধরা হবে। আরও জানা গিয়েছে, গত ৩ ডিসেম্বর ৮ বন্দিকে কনসুলার অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জেলে গিয়ে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন ভারতের কূটনীতিক দূত। উল্লেখ্য, এই অনুমতি মেলার আগেই দুবাইয়ের জলবায়ু সম্মেলনে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদের সঙ্গে কথা হয় মোদীর। প্রবাসী ভারতীয়দের উন্নতি নিয়েও আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে।

Name Change

I ALIM UDDIN, S/O LATE KALIMUDDIN, R/O 48, MCLEOD STREET, PS PARK STREET, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ALIMUDDIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. ALIM UDDIN AND MD ALIMUDDIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUNITA SARKAR & SUNITA SARKAR RAY & SUNITA RAY , D/O SURANJAN SARKAR, W/O TARUN KUMAR RAY, R/O VILL- BALIYADANGA, RAY PARA, PO + PS CHAKDAHA, DIST- NADIA, PIN- 741222, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNITA RAY SARKAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/12/2023. SUNITA RAY SARKAR AND SUNITA SARKAR & SUNITA SARKAR RAY & SUNITA RAY SAME AND ONE INDENTICAL PERSONú

Name Change

I PRIYANKA MANNA RAY, D/O PRABIR KUMAR MANNA, W/O ABIN RAY, R/O 175, JODHPUR PARK, PS LAKE, KOLKATA -700068, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANKA MANNA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. PRIYANKA MANNA RAY AND PRIYANKA MANNA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BAPPA SHOW,SON OF SUJAN SHAW, RESIDING AT 57/58 SANTOSH ROY ROAD, PO- BARISHA, PS- HARIDEVPUR, KOLKATA - 700008, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BAPPA SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. THAT BAPPA SHOW AND BAPPA SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MOTIER RAHAMAN, S/O MAJED RAHAMAN, R/O NILGANJ ROAD, BANDIPUR, DOPERIA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700119, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MATIYAR RAHAMAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. MOTIER RAHAMAN AND MATIYAR RAHAMAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUJAN SHOW, SON OF GOSHTA SHAW, RESIDING AT 57/58 SANTOSH ROY ROAD, PO- BARISHA, PS- HARIDEVPUR, KOLKATA-700008, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJAN SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. THAT SUJAN SHOW AND SUJAN SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SWAPAN EOY, SON OF PANCHANAN ROY, RESIDING AT SANKARPUR, DHANTALA, NADIA-741202, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/12/2023.THAT SWAPAN EOY AND SWAPAN ROY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I BABUL, S/O MUFIZUDDIN LASKAR, R/O UNSANI SANA PARA, JAGACHA, HOWRAH - 711302, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABUL ALI LASKAR, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. BABUL AND BABUL ALI LASKAR SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANJIB SAHA, S/O RAMESH CHANDRA SAHA, R/O 8/3, PURBA PALLY , PANIHATI, SODEPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700110, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIB KUMAR SAHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. SANJIB KUMAR SAHA AND SANJIB SAHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAJ PRASAD, S/O RABINDER PRASAD, R/O SAI NIWAS UTTARAYAN, COLONY GOPALPUR, PO ASANSOL, PS ASANSOL SOUTH, DIST-PASCHIM BARDDHAMAN, PIN-713304, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HRITHIK RAJ PRASAD, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. HRITHIK RAJ PRASAD AND RAJ PRASAD SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEBASHREE BISWAS, D/O JYOTI RANJAN ROY, R/O FE522/3B, SECTOR -3, SALT LAKE, KOLKATA -700106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASHREE ROY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/12/2023. DEBASHREE ROY AND DEBASHREE BISWAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, RUPALI BHATTACHARYA (wrong name) W/O Mr. Mukta Sarathi Bhattacharya resident of Sugam Sabuj Apartment, Block No. A, Flat No. 2E, 125 N.S. Road, P.O.-Narendrapur, P.S.-Narendrapur, Dist-South 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RUMA BHATTACHARYA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 29/11/2023. RUPALI BHATTACHARYA and RUMA BHATTACHARYA both are same and one identical person.

রসে লোকসান

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৭ ডিসেম্বর ঃ শীতের দেখা নেই, গাছে আসছে না রস, লোকসানের আশঙ্কায় পরিযায়ী খেজুর গুড়ের ব্যবসায়ীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানা এলাকা থেকে পরিবার নিয়ে প্রতি বছর তমলুক এলাকায় চলে আসেন এরা। আশি থেকে একশোটি খেজুর গাছে রস সংগ্রহ করতে পারলে তবেই দেখতে পাবেন লাভের মুখ। প্রতিদিন কুড়ি কেজির মতো খেজুর গুড় তৈরি করে বিক্রি করতে পারলে তবেই কিছুটা হলেও সংসারে সুখের মুখ দেখতে পাবেন। কিন্তু এবছর শীত আসতে দেরি করছে, তার উপর নিম্নচাপের ফলে শীত উধাও। ৮০টি গাছের মতো খেজুর গাছ রস সংগ্রহ করার জন্য হাঁড়ি পাতলেও, শীত না পড়ার ফলে খেজুর গাছে রস আসছে না। যার ফলে গুড় তৈরি করতে পারছে না খেজুর গুড়ের ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে পাঁচ থেকে ছয় কেজির মতো খেজুর গুড় তৈরি করতে পারলেও শীত না থাকায় খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না সেভাবে। তবুও এখনও আশার আলো দেখছে খেজুর গুড়ের ব্যবসায়ীরা, কয়েকদিনের মধ্যে যদি শীত আসে তবেই খেজুর গাছে রস আসবে এবং নিশ্চিত পরিবারের সাথে তারা কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পাবেন।

প্রতিবন্ধী দিবস

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ব বাংলা প্রতিবন্ধী সমিতি এখন শুধু জেলায় নয়, জেলার বাইরেও কাজ করছে। এমনই মন্তব্য করলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক গৌড় সরকার। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ব বাংলা প্রতিবন্ধী সমিতির পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় উদযাপন করা হয় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও মানসিক প্রতিবন্ধকতা যেন না আসে এটিই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের দ্বারা আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করা হয় এদিন। প্রতিবন্ধী কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনার পাশাপাশি সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষদেরও আর্থিক সহায়তা করা হয় এদিন। এরই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের শংসাপত্র ও অন্যান্য যেকোন অসুবিধার কথা এদিন তুলে ধরা হয় সংগঠনের কাছে। এই কর্মসূচিতে রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, রায়গঞ্জ পুরসভার কো-অর্ডিনেটর তথা সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অর্ণব মণ্ডল, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক দুর্লভ সরকার, রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনু বন্ধু লাহিড়ী, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ধার চুরির স্কুটি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর ঃ অভিযোগ দায়ের করার মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যে ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ চুরি যাওয়া স্কুটিটি উদ্ধার করলো। এর পাশাপাশি তিন যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। বুধবার ভোরে শিলিগুড়ি ৪০নং ওয়ার্ডের হায়দারপাড়ার একটি বাড়ি থেকে একটি স্কুটি চুরি হয়। খোলা গেট থাকার সুযোগ নিয়ে স্কুটিটি চুরি করে পালিয়ে যায় চোরেরা। কিছুক্ষণ পর বাড়ির লোকজন স্কুটি দেখতে না পেয়ে আশেপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও পাওয়া যায় নি। এরপর ভক্তিনগর থানায় চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্কুটির মালিক। অভিযোগ হওয়ার পরপরই ভক্তিনগর থানার পুলিশ খোঁজ শুরু করে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে ৪০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে অভিযুক্ত চোরদের ধরতে সক্ষম হয় পুলিশ। ধৃত তিন যুবকের নাম রাজ বর্মণ, রনি ছেত্রী এবং মানব রায়। আজ তিন যুবককে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

অকাল বৃষ্টিতে ধান ও আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

মাথায় হাত শস্যগোলার চাষিদের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ ডিসেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের তান্ডব চলছে তামিলনাড়ুতে কিন্তু এর ব্যাপক প্রভাব পড়ল বাংলার চাষীদের উপর। পশ্চিমি এই ঝঞ্ঝার দাপটে মঙ্গলবার রাত থেকেই শুরু হয়েছিল হালকা বৃষ্টি যা বুধবার রাত থেকে প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে অকাল বৃষ্টির কারনে ধানের গোলা পূর্ব বর্ধমানের আমন ধান ও আলু চাষ ব্যাপক ক্ষতির মুখে। বিশেষ করে বৃহস্পতিবারের অনবরত বৃষ্টির দাপটে এই জেলায় বিঘার পর বিঘার ধান ও আলু জমি জলের তলায়। জামালপুর ব্লকের সাদিপুর গ্রামের চাষি বিধান চন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন, ২০২১ সালের পুনরাবৃত্তি হল আবার। সপ্তাহ খানেক আগেই তারা জমিতে আলু লাগিয়েছিলেন কিন্তু এই বৃষ্টিতে সব শেষ। প্রচুর টাকা লোকসান হবে এবার আলুচাষিদের। আলুর বীজ বপন করতে বীজের দাম, শ্রমিক খরচা, সার, জমি চষার খরচ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিঘা প্রতি গড়ে প্রায় ৩০ হাজার টাকা করে খরচ হয়ে গেছে। আবার নতুন করে বীজ, সার কিনে শ্রমিক খরচা করে আলু চাষ করার মত আর্থিক সঙ্গতি অনেকেরই নেই। ওই গ্রামেরই আর এক চাষি সুব্রত বসু জানিয়েছেন, যারা দিন সাতেকের মধ্যে আলু বসিয়েছেন তাদের আলু চাষ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। আর যারা দিন পনেরো আগে আলুবীজ পুঁতেছিলেন তাদের বীজের গুনমান ভাল থাকলে কিছুটা সম্ভাবনা থাকবে। তবে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে দামোদর উপকূলে যে ব্যাপক হারে সব্জী চাষ হয় তার উপরও যথেষ্ট প্রভাব পড়বে। শশা, ফুল কপি, বেগুন, লঙ্কা সহ অন্যান্য শীতকালীন সব্জীর দাম বাড়ার আশঙ্কা করছেন তিনি। জেলায় স্বর্ণ ধান যারা চাষ করেছিলেন তাদের প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ ধান জমি থেকে তুলে নিতে পেরেছেন কিন্তু বাকিরা যারা ধান এখনও কাটতে পারেন নি কিংবা ধান কেটেও জমিতে ফেলে রেখেছিলেন দু'একদিন বাদ তুলবেন বলে তাদের সব ধান চলে গেছে জলের তলায়। সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রায়না, খন্ডঘোষ এলাকার সুগন্ধি বা খাস ধানে। খাস ধান তোলার সময় এখনও না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই মাঠের মধ্যেই জলের তলায় চলে গেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ ব্লকের সেহারা অঞ্চলের বেঁন্দুয়া গ্রাম সুগন্ধি ধান চাষে খ্যাত। মাঠ থেকে এখনও ঘরে ধান তুলতে পারেনি সেহারা অঞ্চলের বেঁন্দুয়া গ্রামের কৃষকরা। প্রথমে শোষক পোকার আক্রমণ, তার ওপর এবার এই অসময়ের বৃষ্টি, সারা বছর কিভাবে সংসার চলবে সেই নিয়ে ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না কৃষকরা। তাই আপাতত সরকারি সাহায্যের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বলে জানান দেবু দাস নামক এক কৃষক। একই অবস্থা জেলার অন্য ব্লকগুলিতেও। দক্ষিণ দামোদর এলাকাগুলি শুধু নয়, গলসি, ভাতার, আউশগ্রাম, মঙ্গলকোট, কালনা, কাটোয়া সব জায়গায় একই চিত্র। মাঠের পর মাঠ ধান ডুবে রয়েছে জলের তলায়। নষ্ট হয়ে গেছে আলু জমি। ডিসেম্বর পড়লেও এবারে শীত না পড়ায় আলুচাষ পিছিয়ে যায়। আলু চাষিদের মতে, চলতি বছরে যে আবহাওয়া তার ফলে আলু চাষ ১০ থেকে ১৫ দিনের মতো পিছিয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় আরও বৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে আরও ৫-৬ দিন পিছিয়ে যাবে আলু চাষ। আর দেরি করে চাষ হওয়ার ফলে ফলন ভালো হবে না। এছাড়াও অনেক জমিতে আলু চাষের জন্য সার দেওয়া হয়েছে। তবে অনেক জমিতে আলুর বীজ লাগানোর আগেই বৃষ্টি চলে আসে। এই অবস্থায় ফের নতুন করে সার ছড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। তার ফলে খরচও বাড়বে। এছাড়া আলু চাষের জন্য যে সমস্ত চাষিরা বীজ তৈরি করে ফেলেছেন তাতে পচন ধরবে বলে আশঙ্কা করছেন তারা।

২৪ ঘন্টায় ৯ শিশুর মৃত্যু মুর্শিদাবাদে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ ডিসেম্বর ঃ শিশু মৃত্যুর আতঙ্ক ফের একবার ফিরে এল মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। গত ২৪ ঘন্টায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এসএনসিউ ওয়ার্ডে ৯ নবজাতকের মৃত্যুর পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা বাকি শিশুদের পরিবারের মধ্যে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে খবর, শিশু বিভাগের এসএনসিউ ওয়ার্ডে এই মুহূর্তে ৫২টি শয্যা রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে হাসপাতালে শিশুদের চাপ খুব বেশি থাকায় এক একটি শয্যাতে ২-৩ জন শিশুকে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় ন'জন শিশুর মৃত্যু হওয়াতে নড়েচড়ে বসেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। শিশু মৃত্যুর কারণ খুঁজতে তিন সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানান, এই মুহূর্তে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে শিশু বিভাগে সংস্কারের কাজ চলছে। তার ফলে জঙ্গিপুর মহকুমা থেকে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় বহু শিশুকে মেডিকেল কলেজে রেফার করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে যথেচ্ছভাবে সিজার অপারেশন করা হচ্ছে এবং শিশুদের অবস্থা খারাপ হলেই তাদের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। তারফলে এসএনসিউ ওয়ার্ডে শিশুদের চাপ খুব বেশি রয়েছে। শয্যা সংখ্যার অনেক বেশি শিশু সেখানে ভর্তি রয়েছে। এরফলে শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অধ্যক্ষ ডাঃ অমিত কুমার দাঁ বলেন, যে সমস্ত শিশুদের মৃত্যু হয়েছে তাদের বেশিরভাগের ওজন ৩০০-৫০০ গ্রামের মধ্যে ছিল। পাশাপাশি ওই শিশুদের অনেকেই অপুষ্টিতে ভুগছিল। কয়েকজন শিশুর জন্মগত ত্রুটির সমস্যাও ছিল। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে আউট বর্ন শিশুর চাপ অত্যন্ত বেশি রয়েছে। শিশু মৃত্যু কিভাবে হয়েছে তা জানার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

বইমেলা উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৭ ডিসেম্বর ঃ 'ভাষা শিখব, বই লিখব' এই শ্লোগান সামনে রেখে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো ২২তম বর্ষ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বইমেলা। মেলায় ৭৫টি স্টল হয়েছে। বৃষ্টির জন্য এদিন বিকেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় মেদিনীপুর শহরের প্রদ্যুৎ স্মৃতি ভবনে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ২২ তম বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা রানী মাইতি, জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক, কর্মাধ্যক্ষ শ্যামপদ পাত্র, আবু কালাম বক্স, জেলা শাসক খুরশেদ আলি কাদেরি, জনশিক্ষা প্রসারের ডেপুটি ডিরেক্টর সায়ন্তনী ঘোষাল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ২২তম বর্ষ বইমেলার উদ্বোধন করে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইমেলা ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগে তা অবহেলিত ছিল। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাহিত্য চর্চা করলেও তাঁর চেতনায় প্রসারিত জাতীয়তাবোধ ছিল না। তাঁদের সময়ে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র পিছিয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের তুলে ধরেছেন। তিনি আরো বলেন যে, শিক্ষকদের উদ্যোগ নিতে হবে যাতে পড়ুয়ারা বইমুখী হয়। এসব মনীষীদের সাহিত্য, উপন্যাস, কবিতা পড়ে। স্মার্ট ফোন পড়ার কাজে লাগুক তবুও গ্রন্থাগার মুখী হতে হবে। বই পড়ানোর ঝোঁক বাড়াতে হবে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

৩ মাস বেতন ও পেনশন না মেলায় অবস্থান-বিক্ষোভে পুরসভার কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর ঃ প্রায় ৩ মাস ধরে বেতন ও পেনশন না পেয়ে এবার অবস্থান বিক্ষোভে রায়গঞ্জ পৌরসভার পৌরকর্মীরা। গত ২ডিসেম্বর থেকে এই দাবীতে পেনশন প্রাপকদের সাথে অস্থায়ী কর্মীরা আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু এবার সেই আন্দোলনে যুক্ত হলেন স্থায়ী কর্মীরাও। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রায়গঞ্জ পুরসভার পৌর প্রশাসক বোর্ডের বিরুদ্ধে বেতন ও পেনশন বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তৃণমূলেরই শ্রমিক ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসি-র সদস্যরা আন্দোলন শুরু করেন। মূলত পৌর প্রশাসক বোর্ড কয়েকমাস ধরে পেনশন প্রাপকদের পেনশন বন্ধের পাশাপাশি সাফাইকর্মী ও অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দিচ্ছে না। অথচ তারা কাজ বন্ধ করেন নি। একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও পুর বোর্ডের কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ তুলে এদিন সরব হন আন্দোলনকারীরা। যদিও টাকা নেই বলে বেতন দেওয়া যায় নি, বেতন দিলেই সমস্যার সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। পালটা অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলনে স্থায়ী কর্মীদের সামিল হওয়াটা ন্যায্য নয় বলেই তার দাবী। অন্যদিকে বেতন পেনশন না পেলে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আন্দোলনকারীরা হুশিয়ারি দিয়েছেন।

জলের তলায় ধান

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭ ডিসেম্বর ঃ একটানা দুদিনের বৃষ্টিতে জলে ভাসছে সোনার ফসল। নিম্নচাপের কারণে বুধবার ও বৃহস্পতিবার লাগাতার বৃষ্টিতে জল থৈ থৈ করছে পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকা। চাষের জমিগুলিতে জল জমে গেছে। যার ফলে বিঘের পর বিঘে ধান চাষ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। মাঠেই নষ্ট হবে ধান। মাঠে কেটে ফেলে রাখা ধানের অবস্থাও তথৈবচ। একরকম মাঠে পড়েই নষ্ট হচ্ছে বিঘের পর বিঘে ফসল। পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিঘের পর বিঘে জমিতে ধানের চাষ হয়। এই সময় পাকা ধান জমি থেকে কেটে বাড়িতে আনার সময়। তার মধ্যেই টানা বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। অনেকের কাটা ধান জমিতে ভাসছে। আবার কাটা হয়নি এমন পাকা ধানও ঝরে যাচ্ছে। চাষীরা জানাচ্ছেন এই ধান চাষের উপর তারা নির্ভরশীল। ধান চাষ করেই জীবিকা নির্ভর করেন। কিন্তু অসময়ে বৃষ্টিতে সব জলের তলায়। কেউ কেউ আবার ব্যাংকে লোন করে ধান চাষ করেন। তবে এই বৃষ্টি যদি চলতে থাকে তবে বিঘের পর বিঘের জমির ফসল জলে ডুবে যাবে। একই রকম ভাবে ক্ষতি হয়েছে আলু চাষের। আলুর জমিতে জল জমে যাওয়ায় নষ্ট হতে শুরু হয়েছে আলুর বীজ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা, চন্দ্রকোনারোড, গোয়ালতোড়, চন্দ্রকোনা, শালবনি, কেশপুর, আনন্দপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর, লালগড় সহ বিভিন্ন এলাকায় বিঘা বিঘা আলুর জমি জলের তলায়। যার ফলে আলু চাষিরা প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। অকাল বৃষ্টির ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে ধান ও আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। যদিও এখনও সরকারি ভাবে ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তৈরি করা যায়নি। বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে ক্ষয়ক্ষতির পূর্নাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা যাবে বলে জানিয়েছেন কৃষি আধিকারিকরা।

গ্রেফতার ৪ চোর

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৭ ডিসেম্বর ঃ ২৫ কুইন্টাল অবৈধ কয়লা পাচার আটক হলো নলহাটিতে। ঘটনার জেরে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি থানার বৈধরা শালবন জঙ্গলের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বুধবার সন্ধ্যায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচটি মোটর বাইক সহ ২৫ কুইন্টাল কয়লা উদ্ধার করে। তাদের কাছ থেকে কোন বৈধ কাগজপত্র না পাওয়ায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে, বাকি একজন বাইক রেখে পলাতক। তাদের সকলের বাড়ি ঝাড়খন্ড রাজ্যে। তারা ঝাড়খন্ড রাজ্য থেকে শালবনের জঙ্গল দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা পাচার করছিল। গোপন সূত্রে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে। তাদের নাম মহম্মদ আব্দুল সাত্তার আনসারী, ফিরোজ আনসারী, মেরাজ আনসারী ও প্রভাত মন্ডল। আজ তাদের রামপুরহাট আদালতে তোলা হয়।

পথ দুর্ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ ডিসেম্বর ঃ অটোর সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত্যু হল নাবালক পরিযায়ী শ্রমিকের। গুরুতর আহত হয়েছেন ২ মহিলা সহ ৪ জন। বৃহস্পতিবার মালদার চাঁচল-১ নম্বর ব্লকের জামগাছি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আজম আলি (১৬)। বাড়ি চাঁচল ২ নং ব্লকের গৌড়হন্ড এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ আশাপুর থেকে চাঁচলের অভিমুখে একটি যাত্রীবাহী অটো আসছিল। জামগাছির কাছে অপর দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি পিকআপ ভ্যান সজোরে ধাক্কা মারে অটোটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আজমের। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট থেকেই আজমদের অভাবের সংসার। মা, বাবা ছাড়াও বাড়িতে রয়েছে চার ভাই এবং দুই দিদি। অভাবের কারণে লেখাপড়া করতে পারেনি। বাবা দানেশ আলিও দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে কাজ করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বাবার উপার্জনে চলছিল না সংসার। তাই সংসারের হাল ধরতে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই দিল্লিতে গিয়ে একটি কোম্পানিতে সেলাইয়ের কাজ করছিলেন আজম। ৫ দিন আগেই ছুটি নিয়ে ফিরেছিলেন বাড়িতে। কিন্তু মা রিনি বিবি তার বাবার সঙ্গে কাজ করার জন্য দিল্লিতে ছিলেন। আজম ফিরে খরবাতে তার দিদির বাড়িতেই ছিল। এদিন সকালে আজমের মা দিল্লি থেকে গৌড়হন্ডে গ্রামের বাড়িতে ফিরলে আজমকে বাড়ি আসার জন্য বলেন। মায়ের ফোন পেয়েই খরবা থেকে অটো ধরে ফিরছিলেন আজম। কিন্তু মায়ের সঙ্গে আর দেখা হল না। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়ে নিল নাবালক পরিযায়ী শ্রমিকের। এদিকেই দুর্ঘটনার ফলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে জামগাছি এলাকায়। মৃত এবং আহতদের উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে স্থানীয়রা। আহতদের মধ্যে মিনসার আলি নামে এক ব্যক্তির আঘাত গুরুতর থাকায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বাকিরা চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ। ঘাতক পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাথায় হাত চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৭ ডিসেম্বর ঃ মিগজাউমের জেরে সারা জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে অকাল বর্ষণ। যার ফলে মাথায় হাত চাষীদের।এবছর বর্ষার ঘাটতি ও দেরীতে বর্ষার কারনে জেলায় চাষাবাদ অনেকটাই পিছিয়ে যায়। দেরীতে হলেও চাষ শুরু করে কোনও প্রকারে তা বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালান কৃষকরা। বৃষ্টির জলের অভাবে পাম্প, স্যালো চালিয়ে কোনও প্রকারে রক্ষা করলেও প্রকৃতির রোষে সব শেষ হয়ে যাবার জোগাড়। অধিকাংশ এলাকাতেই ধান কাটা প্রায় শেষের দিকে। মাঠেই কাটা ধান পড়ে আছে, তো কোথাও কাটার তোড়জোড় চলছে। এই অবস্থায় অবিরাম বৃষ্টি ভাবিয়ে তুলেছে চাষিদের। জমিতে জল জমে যাওয়ার কাটা ধান আর গোলায় তুলে আনা সম্ভব হবে না বলেই চাষীরা মনে করছেন। তাই তাদের চিন্তা বেড়ে গেছে। এই অকাল বৃষ্টিতে আমন চাষ সব শেষ হয়ে গেল বলে মন্তব্য করেছেন চাষীরা। ওন্দার কৃষক মোহিনী ঘোষ, সাগর ঘোষদের বক্তব্য বর্ষা সেরকম হোল না সময়ে, পরে অনেক কষ্ট করে স্যালোর সাহায্যে চাষ করে ও শেষ রক্ষা হোল না। ধারদেনা করে সার,ওষুধ কিনেছি, ধান বিক্রি করে শোধ করবো ঠিক করেছিলাম, এখন তো সব শেষ। কি হবে এবার প্রশ্ন তাদের। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন অকাল বর্ষণ আমন ধানের খুব ক্ষতি করবে।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট অংশে পেন্ট ব্যবহার করে কবি সুভাষ (কেকেএইচএস) কারশেডে কবি সুভাষ (কেকেএইচএস) স্টেশনের অ্যাপ্রোচ প্ল্যাটফর্মে রেজিস্টিকেশনের কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়:** ₹ ১,৩০,২৯,৪৭৯.৮১ টাকা। **বায়নামূল্য:** ₹ ২,৫০,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা:** ৬ (ছয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৩.০১.২০২৪-এ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটেই প্রকাশিত হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিভিল-২৪৫৩-২০২৩ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করা

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মণ্ডলীয় রেলওয়ে প্রবন্ধক (বাণিজ্য), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিম্নোক্ত কাজের [illegible] ইউনিট (মিএমইউ) ০৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে "ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা" করার হেতু আহার এবং ক্যাটারিং সেবা যোগানদাতাগণ থেকে প্রতিযোগিতামূলক, সিঙ্গল ষ্টেজ টু-প্যাকেট সিস্টেমের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছে।

ক্রম সংখ্যা	টেন্ডার নোটিস নং.	সংরক্ষিত রাশি	বায়না রাশি
১	৬৮-সি-সিটি-টিএন-এ-ডিভিইউ-পিএফ-১-এ	২,৬১,৪০১/- টাকা	২৭,২০৭/- টাকা

টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময় ২৮-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং খোলা ২৮-১২-২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টার পরে খোলা হবে। টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (বা), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"গ্রাহকদের সেবায় হাসিমুখে"

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Khejuri - I Dev. Block
Kamarda Bazaar :: Purba Medinipur

NIT No- WB/EO/KH-I/19/23-24
Tender ID: 2023_ZPHD_617066_1-2.

E-Tender is invited by the Block Development Officer, Khejuri-I Dev. Block, of 2 nos Different Scheme etc. Details may be had in website - https://wbtenders.gov.in& https://purbamedinipur.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Khejuri-I Dev.Block

Office of the Prodhan
BENIAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill-Srirampur, P.O-Beniagram, P.S-Farakka, Dist-Msd, 742202

Sl No.	NIT No.	Description NIT	Fund	Application of last date
1	BNGP/10/15 th FC-2023/24 BNGP/11/15 th FC-2023/24 BNGP/12/15 th FC-2023/24 BNGP/13/15 th FC-2023/24 BNGP/14/15 th FC-2023/24 BNGP/15/15 th FC-2023/24 BNGP/16/15 th FC-2023/24	E NOTICE INVITING TENDER	15 CFC 2022-23 & 2023-24	15.12.2023 up to 3.00PM

Details information is available from the office notice board.

Sd/- Prodhan
Beniagram Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex.Eng.(W/S)/TPS invites tender online in two bid system for the following work :-

NIT NO. : KMC/WS/TPS/66/2023-2024
Name of work : **Replacement of Slipring, Carbon Brush Holders and Carbon Brushes for 580 BHP Slipr Ing Induction Motor No.2 of Station one at TPS.** Estimated Amount : **Rs.2,79,519.37.** Earnest Money : **Rs.6,000.00** Period of Completion : **7 days.** Last date and time of submission of bid : **20.12.2023 upto 2 p.m.** For detail information please visit : **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/109
Name of work : **Manufacture, supply, fitting, fixing of 900 MM Dia M.S. Clip at Leaky Point at the Western Side of Valve Chamber opposite Jananayak Hemanta Basu Market on Taratala Road.** Estimated Amount : **Rs.2,53,839.00.** Earnest Money : **Rs.5,077.00.**

2. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/05
Name of work : **MS Jacketing Leaky Part of 1500 MM Dia PSC. SS Primary Grid opposite K.P. Booth near Nature Park on Santoshpur Road.** Estimated Amount : **Rs.1,86,464.00.** Earnest Money : **Rs.3,729.00.**

3. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/65
Name of work : **Diversion of DI 100 MM Service main by MS 100 MM Pipeline along New Taratala Road for laying work of 1000 MMBehala dedicated main.** Estimated Amount : **Rs.1,95,847.00.** Earnest Money : **Rs.3,917.00.** Period of Completion : **07 Days (for Sl.No. 1 to 3).**

4. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/181
Name of work : **Installation, testing & commissioning of 10 HP capacity submersible pump at Interconnection Valve Chamber at the Eastern Side of CWPS-I of GRWW.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.4,910.00.** Period of Completion : **05 Days.** Last Date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **28.12.2023 at 2 p.m./30.12.2023 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 4).**

The Executive Engineer, Water Supply (Jadavpur Unit), Br.-XII, KMC invites e-tender for the following work :-

NIT NO. : WS/BR-XII/104/109/23-24/03
Name of work : **Improvement of Water Supply by laying of 100 MM Dia DI Pipeline from 5 No. Commint Park to Pre.No. 2084/1 Chak Garia in Ward No.109, Br.-XII.** Estimated Amount : **Rs.1,54,137.00.** Earnest Money : **Rs.3,100.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **19.12.2023 at 2 p.m./21.12.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in & http:// wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply) (West), KMC invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).

NIT NO. : KMC/WS/WEST/06/2023-24
Name of work : **Supplying, Fiting and Fixing Marble Flooring over Staircase and Collapsible Gate at entrance over Harish Park BPS.** Estimated Amount : **Rs.2,57,460.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **10 Days.** Last Date and Time of Online Submission of Tender : **16.12.2023 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the websites **http:// www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/19/23-24/P&S
Name of work : **Renovation of Suchitra Sen Uddyan and surrondings in Ward 101.** Estimated Amount : **Rs.4,50,314.72.** Earnest Money : **Rs.9,100.00.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/102/20/23-24
Name of work : **Urgent repairing & protection of pond side road by providing Eucalyptus Bullah Pilling near 16, 17/A Swami Vivekananda Road in Ward No.102/Br.-XII.** Estimated Amount : **Rs.3,01,944.80.** Earnest Money : **Rs.6,100.00.**

3. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/63/23-24
Name of work : **Improvement of U/G drainage system at West Chowbagha near H/O Mithun Mondal, Lakshmikanta Gharami etc. in Ward No.108.** Estimated Amount : **Rs.4,94,505.62.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

4. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/70/23-24
Name of work : **Improvement of C.Conc. Road at Mundapara Canal Side near Pre.No.11/7 Mundapara in Ward No.108.** Estimated Amount : **Rs.4,66,315.90.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **60 days (for Sl.No. 1 to 4).**

5. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/084/23-24
Name of work : **Restoration of road damaged during works of W/S Deptt. near Prem. No.7/ 104 Mukundapur, with related ancillary works in Ward No.109, Br.-XII, KMC.** Estimated Amount : **Rs.4,00,501.14.** Earnest Money : **Rs.8,100.00.** Period of Completion : **105 days.**

6. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/072/23-24/P&S
Name of work : **Maintenance of Park at Jadavpur Co-Op in Ward No.109,Br.-XII, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,50,321.96.** Earnest Money : **Rs.3,100.00.**

7. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/109/075/23-24/P&S
Name of work : **Maintenance of Sukumar Roy Uddyan in Ward No.109, Br.-XII, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,32,231.87.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **90 Days (for Sl.No.6 & 7).** Last Date and Time of submission of Bid : **19.12.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 5) and 18.12.2023 at 11 a.m.(for Sl.No. 6 & 7).** Date and Time of Opening of Bid : **21.12.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 to 5) and 20.12.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 6 & 7).** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 at 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 7).** The Website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate tenders in two bid system for the following work :-

NIT NO. : EEC/BX/092/020/2023-2024/R
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road surface by laying Hot Asphaltum Mix near Premises No. 17/25A K.P. Roy Lane, 46 A.T. Chatterjee, 43/6/44 Jheel Road etc. in Ward 092, Br.-X.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,98,217.37.** Earnest Money : **Rs.3,965.00.** Time of Completion : **90 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **18.12.2023 at 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **20.12.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 from 5 p.m.** the website **https://etender.nic.in**

The Ex.Engr.(C)/Br.VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/VI/054/024/2023-2024/R
Name of work : **Improvement of IP & Concrete Passage at 32, Ismail Street, 3 & 47 S.S.A. Road, 7H/1 Hati Bagan Road and 1/1 M.I. Lane in Ward 54.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,99,644.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/VI/054/025/2023-2024/R
Name of work : **Thorough renovation of existing damaged concrete surface due to laying of sewer line at 39, to 41 S.S.A. Road and 43 to 49 Ismail Street and adjacent area in Ward No.54.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,49,363.00.** Earnest Money : **Rs.9,100.00.**

3. NIT NO. : KMC/VI/061/025/2023-2024/D
Name of work : **Restoration of paver block and I.P.S. Footpath & passage at Elliot Lane, Bedford Lane, 127D Park Street, 42 Jannagar Road and different places in Ward No.061.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,78,635.00.** Earnest Money : **Rs.5,700.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No. 1 to 3).** Last Date and Time of submission of Bid : **14.12.2023 at 1 p.m.(for Sl.No. 1 to 3).** Tender will be opened on **16.12.2023 at 1 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.12.2023 at 6 p.m. (for Sl.No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/XIV/128/038/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C. Passage at Parui Pucca Road bye lane near Pre.No.111/1 and 104/A in Ward No.128.** Work Value : **Rs.2,96,282.04.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **25 Days.**

2. NIT NO. : KMC/XIV/128/034/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of C.C. Passage at Biren Roy Road (W) bye lane near Aksta Sangha in Ward No.128.** Work Value : **Rs.3,21,705.58.** Earnest Money : **Rs.6,500.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last date of Submission of Bid : **16.12.2023 upto 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on : **18.12.2023 at 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 from 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

1059 / 23-24

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the various development works as follows **E-Tendering Notice No. (1) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 15/2023-24.** For more details, intending contractors may also visit **www.wbtenders.gov.in** and may follow the office notice board for further updates.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

চাইলেই রোনাল্ডোর সতীর্থ হতে পারতেন সেই সুযোগ কেন নেননি মেসি?

মায়ামি, ৭ ডিসেম্বরঃ চমকের সঙ্গে পিএসজি ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। মায়ামিতে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই মায়ামিরল জার্সিতে ফুল ফোটাতে শুরু করে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা। যখন মেসির পিএসজি ছাড়ার গুঞ্জন ছড়িয়েছিল তখন শোনা গিয়েছিল সৌদি আরবের একাধিক নাম করা দল তাঁকে নিতে চেয়েছিল। তবে সব ছেড়ে মেজর লিগকে বেছে নেন মেসি। সবশেষে ডেভিড বেকহ্যামের মায়ামিতে যোগ দেন মহাতারকা। এ বার সৌদির অফার প্রসঙ্গে মুখ খুললেন আর্জেন্টাইন তারকা। পিএসজির সঙ্গে শেষের দিকে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল মেসির। দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। মেসির মতো মহাতারকাকে দলে টানতে ঝাপিয়েছিল একাধিক নাম করা দল। যার মধ্যে রয়েছে সৌদির একাধিক বড় দল। তবে সবছেড়ে প্যারিস ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন লিও। চাইলেই সৌদির দলে যোগ দিয়ে পর্তুগিজ তারকা

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সতীর্থ হতে পারতেন তিনি। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেননি। ডেভিড বেকহ্যামের টানে মায়ামিতেই নাম লেখান তিনি। এই প্রসঙ্গে আট বারের ব্যালেন ডি'অর জয়ী তারকা বলছেন, ''প্যারিস ছাড়ার সময় আমার মাথায় প্রথম ছিল বার্সেলোনার নাম। তবে সেখানে ফেরা সম্ভব ছিল না। চেষ্টা করেছিলাম যদিও। কিন্তু ব্যর্থ হই। তবে সৌদিতে যাওয়ার সুযোগ ছিল। এই দেশটা যেভাবে ফুটবলে বিকাশ করছে তা দেখে ভালো লাগে। ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় আরও এগোবে তারা। তবে শেষমেশ সৌদির দলে যাইনি।'' মায়ামিতে যাওয়া নিয়ে জানান, বেকহ্যামের অনুরোধ ফেলতে পারেননি তিনি। তাই সব ছেড়ে মায়ামির জার্সিকেই বেছে নেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''বেকহ্যামের কথা রাখতেই হত আমায়। ওঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। ওঁ সঙ্গে পরিচয় বহুদিনের তবে এমন একটা সুযোগ পাবো তা ভাবিনি কখনও। ডেভিডের স্ত্রী ভিক্টোরিয়াও এই ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। ওদের ডাকেই মায়ামাতিতে যাই।''

গুজরাত ছাড়ার 'সম্ভাবনা' শামির

গান্ধীনগর, ৭ ডিসেম্বরঃ হার্দিক পান্ডিয়ার পর এবার গুজরাত টাইটন্স শিবিরে মহম্মদ শামিকে নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরু হল। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ২০২৪ সালের আইপিএলে হয়তো শামিকে গুজরাতের দলে দেখা নাও যেতে পারে। হার্দিককে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ছেড়ে দিয়েছে গুজরাত। পুরনো দলে ফেরাঅর জন্য হার্দিকই ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। হার্দিকের পর এবার শামিকে নিয়েও একই কথা শোনা যাচ্ছে। গুজরাত দলের সিওও কর্নেল অরবিন্দর সিং শামিকে নিয়ে 'অনিশ্চয়তা'র কথা শোনালেন। তিনি বলেন, ''কোনও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি নাকি শামির সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করেছে!'' তিনি বলেন, 'প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির ভাল ক্রিকেটারদের জন্য ঝাঁপানোর অধিকার রয়েছে। তবে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সরাসরি কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকেন। পদ্ধতিগতভাবে সেটা খুবই ভুল। গুজরাত দল একেবারেই বিষয়টায় খুশি নয়।'

সচিন তেন্ডুলকরের ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ড কী ভাঙতে পারবেন বিরাট কোহলি?

অন্য কথা বলছেন লারা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দেশের জার্সিতে কোনও ম্যাচে শতরানের আলাদাই একটা অনুভূতি হয় ক্রিকেটারদের। আর সেই শতরান যখন কোনও রেকর্ডে সামিল হয়, খুশির মাত্রাটা দ্বিগুণ হয়। ওয়াংখেড়েতে ১৫ নভেম্বর কিউয়িদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে দুরন্ত শতরান করেছিলেন বিরাট কোহলি। তার ফলে তিনি ভেঙে ফেলেন কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের ৪৯তম ওডিআই শতরানের রেকর্ড। তারপর থেকে আলোচনা চলছে সচিনের ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ড বিরাটের ভাঙার সুযোগ কতখানি? ক্রিকেট মহলের অনেকের মতে বিরাটই পারবেন সচিনের রেকর্ড ভাঙতে। অবশ্য ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা এই নিয়ে বলেছেন অন্য কথা। বিশ্বকাপে ৫০তম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। সব মিলিয়ে কেরিয়ারে ৮০টা সেঞ্চুরি রয়েছে বিরাট কোহলির। সচিন তেন্ডুলকরের ১০০টা সেঞ্চুরির রেকর্ড কবে ভাঙবেন, অপেক্ষায় সারা বিশ্ব। কিন্তু ব্রায়ান লারার মতো

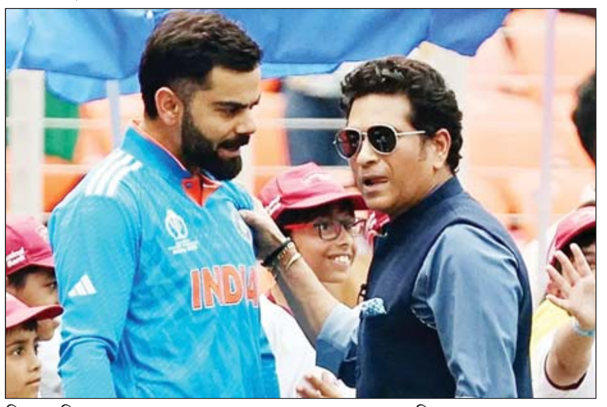

কিংবদন্তি অন্য কথা বলছেন। ক্যারিবিয়ান রাজপুত্রের কথায়, বিরাটের বয়স ৩৫। বছরে ৪-৫টা সেঞ্চুরি ধরলে আর ৪-৫ বছর খেলতে হবে। যা কিন্তু বেশ কঠিন। ব্রায়ান লারার কথায়, ''কোহলির এখন বয়স কত? ৩৫ তাই তো? ওর এখন ৮০টা সেঞ্চুরি রয়েছে। এখনও প্রয়োজন আরও ২০টি শতরান। ও যদি প্রতি বছরে ৫টা করে সেঞ্চুরি তা হলেও ওর তেন্ডুলকরের রেকর্ড ছুঁতে হলে চার বছর লাগবে। কোহলির তখন ৩৯ বছর বয়স হয়ে যাবে। যেটা কিন্তু ভীষণ কঠিন।'' প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক বলেন, ''আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না, যে এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারবে না। যারা বলছে কোহলি তেন্ডুলকরের ১০০ সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙবে, তারা ক্রিকেটের যুক্তিকে আমল দিচ্ছে না। ২০টি সেঞ্চুরি করা এত সহজ নয়। কোনও কোনও ব্যাটার তাঁদের গোটা কেরিয়ারে ২০টি সেঞ্চুরি করতে পারে না। বয়স কারও জন্য থেমে থাকে না। তাই আমি এটা বলব না যে কোহলি এই রেকর্ড গড়তে পারবেই।'' দেশের মাটিতে হওয়া বিশ্বকাপ ভারত জিততে পারেনি। সেই কষ্ট ভারতের ক্রিকেটারদের ও টিম ইন্ডিয়ার ভক্তদের ভোলার নয়। কিন্তু এ বারের বিশ্বকাপে ভারতীয় দল বেশ সফল ছিল। ফাইনাল ম্যাচটাই শুধু হাত থেকে বেরিয়ে যায় মেন ইন ব্লুর। ওই দুঃখ পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।

চটলেন ক্লপ, ড্রেসিংরুমে বিদ্রোহের গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন টেন হাগ

ইয়র্কশায়ার, ৭ ডিসেম্বরঃ শেফিল্ড ইউনাইটেডের মাঠে কিছুক্ষণ আগেই ২-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। খোশমেজাজে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। কিন্তু অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর বেরসিক সঞ্চালক বেমক্কা এমন একটা কথা বলে বসেন যে মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি লিভারপুল কোচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত রাতে ম্যাচের প্রথমার্ধে ভার্জিল ফন ডাইক এবং দ্বিতীয়ার্ধে দমিনিক সোবোসলাইয়ের গোলে জয় তুলে নেয় লিভারপুল। ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার দুইয়ে থাকায় ক্লপের আর যা-ই হোক, বেজার হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর সঞ্চালক মার্কাস বাকল্যান্ড ক্লপকে বলে বসেন, শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে লিভারপুলের ম্যাচটি জার্মান কোচের পছন্দের সময়ে (স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টা আর ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা) শুরু হবে। এতেই চটে যান ক্লপ। কারণ, এর আগে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, বুধবার সন্ধ্যায় খেলার পর শনিবার একটু আগেভাগেই মাঠে নামতে হয় লিভারপুলকে। সঞ্চালকের অজ্ঞতায় মেজাজটা আর ধরে রাখতে পারেননি লিভারপুল কোচ, ''এমন কৌতুক করা সত্যিই সাহসের ব্যাপার...আমার মনে হয় ফুটবল নিয়ে কাজ করলেও আপনি বিষয়টি বোঝেননি, তাই আপনাকে এটা আবারও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। এটা নিয়ে কৌতুক করার অর্থ হলো আপনি অজ্ঞ।'' বাকল্যান্ড ক্লপকে বলেছিলেন, তিনি

অসম্মানজনক কিছু বোঝাতে চাননি। ক্লপ পাল্টা বলেন, ''ইতিমধ্যেই সেটা করেছেন। আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু আমি পারি না। কারণ, সেটা করলে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে।'' ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে ২ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দ্বিতীয় লিভারপুল। সমান ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ চারের বাইরে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গতকাল রাতে চেলসির বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে। প্রথমার্ধে ১-১ গোলে সমতায় ছিল ইউনাইটেড। দুই অর্ধে ইউনাইটেডের হয়ে একটি করে গোল করেন স্কট ম্যাকটমিনে। চেলসির হয়ে গোলটি করেন কোল পালমারের। তালিকার ছয়ে থাকা ইউনাইটেডের সঙ্গে ৮ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দশে আছে চেলসি। ১৫ ম্যাচে ব্লুজদের সংগ্রহ ১৯ পয়েন্ট। গত তিনটি দলবদলের উইন্ডো মিলিয়ে ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করা চেলসি মোটেও ভালো করতে পারছে না। লিগে ১৫ ম্যাচে মাত্র ৫ জয় কোচ হিসেবে মরিসিও পচেত্তিনোকেও প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। চেলসির পোস্ট তাক করে ২৮টি শট নেওয়া ইউনাইটেড লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে ৯টি শট। সব মিলিয়ে লিগে এবারের মরসুমে নিজেদের অন্যতম সেরা ম্যাচই খেলেছে ইউনাইটেড। তবে এই ম্যাচের আগে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল ইউনাইটেডের ড্রেসিংরুমে বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়েছেন কোচ এরিক টেন হাগ। ম্যাচ শেষে সে গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন ডাচ কোচ, ''সংকট? সেটা আমাদের জন্য না। আমরা শান্তই আছি। দলও ভালো পথে আছে। বিষয়টি হতাশার নয়। তবে আমরা নিজেদের আরও ভালো (আরও গোল করে) অবস্থানে রাখতে পারতাম।''

ইস্টবেঙ্গলের পথে মহামেডানের ডেভিড!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ কলকাতা লিগে দুর্দান্ত ফর্ম দেখার পর থেকেই ইস্টবেঙ্গলের নজরে ছিলেন। অবশেষে মহামেডান থেকে সেই ডেভিডকে ছিনিয়ে আনতে চলেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। যদিও এখনও সইসাবুদ কিছুই হয়নি। তবে উত্তর-পূর্বের এই ফুটবলারটির এজেন্টের থেকে প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। জানা গিয়েছে, মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের টার্গেটেও ছিলেন এই মিজো ফুটবলারটি। শুধু তাই নয়, বিশাল অঙ্কের টাকার অফার-সহ পাঁচ বছরের চুক্তির প্রস্তাব গিয়েছিল ডেভিডের কাছে।

গম্ভীরের যে কথা শুনে রেগে কাঁই হয়েছিলেন শ্রীসন্থ

সুরাট, ৭ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটের অত্যন্ত বর্ণময় চরিত্র শ্রীসন্থ। তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার একটা সময় ম্যাচ ফিক্সিংয়ের দায়ে থমকে গিয়েছিল। ২০১৩ সালের আইপিএলে তিনি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলার সময় ম্যাচ ফিক্সিংয়ের দায়ে সব ধরণের ক্রিকেট থেকে আজীবন নির্বাসিত হয়েছিলেন। এরপর চলে দীর্ঘ আইনি লড়াই। বছর দুয়েক হল নির্বাসন কাটিয়ে ফের ২২ গজে ফিরেছেন শ্রীসন্থ। বর্তমানে তিনি লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে খেলছেন। এ বার সেখানে তাঁকে 'ফিক্সার' বলে খোঁচা মারলেন গৌতম গম্ভীর। যা নিয়ে রীতিমতো গর্জে উঠেছেন শ্রীসন্থ। লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে গুজরাট জায়ান্টস ও ইন্ডিয়া ক্যাপিটালসের ম্যাচ চলাকালীন উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়েছিলেন শ্রীসন্থ ও গৌতম গম্ভীর। ম্যাচের শেষে শ্রীসন্থ জানিয়েছিলেন, তিনি গৌতম গম্ভীরকে খারাপ কিছু বলেননি। কিন্তু গৌতম তাঁকে এমন কথা বলেছিলেন, যা তাঁর বলা উচিত হয়নি। একইসঙ্গে শ্রীসন্থ জানিয়েছিলেন, গৌতম বরাবরই এইরকম। তাঁর অনেক সতীর্থর সঙ্গে বিনা কারণেই ঝগড়া করে থাকেন। সেই ভিডিয়ো নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। আজ, ৭ ডিসেম্বর শ্রীসন্থ ইন্সটাগ্রাম লাইভে এসেছিলেন। সেখানে তিনি জানান, গৌতম তাঁকে ম্যাচের মাঝে ফিক্সার বলে কটাক্ষ করেছেন। বৃহস্পতিবার শ্রীসন্থ ইন্সটাগ্রামে যে ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, তাতে বলেছেন, 'আমি একটা বিষয় সকলের কাছে পরিষ্কার করে দিতে চাই। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করছেন গৌতমের সঙ্গে কী হয়েছে। অনেক

চ্যানেল থেকেও আমি ফোন পাচ্ছি। প্রত্যেক চ্যানেলে একই প্রশ্নের উত্তর বার বার দিতে পারব না। তাই আমি লাইভে এসেছি এটা জানাতে যে গৌতম ঠিক কী বলেছিল আমাকে। আমি আমার লড়াই একাই লড়ি। আমার পরিবারের সমর্থন, আপনাদের সমর্থন সঙ্গে থাকে। ও আমাকে লাইভ ম্যাচে ফিক্সার বলেছে। আমি ওকে একটাও খারাপ কথা বলিনি। ওকে শুধু বলেছিলাম, তুমি কী বলছো? ও আমাকে বার বার বলেছিল, তুমি ফিক্সার।' এর সঙ্গে শ্রীসন্থকে অশ্লীল কথাও বলেন গৌতম। শ্রীসন্থ জানান, যে সময় আম্পায়াররা এসে তাঁদের আলাদা করছিলেন তখনও গৌতম তাঁকে ফিক্সার বলেই ডাকতে থাকেন। নেটিজেনদের দাবি, এই ঝামেলার এক পক্ষের কথাই এখনও প্রকাশ্যে এসেছে। কারণ, গৌতম গম্ভীর পুরো বিষয়টি নিয়ে কিছুই মন্তব্য করেননি।

দেশের এলিট অ্যাকাডেমিতে একমাত্র বাংলার ইউনাইটেড স্পোর্টস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ ডিসেম্বরঃ ফেডারেশনের 'এলিট ক্যাটেগরি' অ্যাকাডেমির স্বীকৃতি পেল ইউনাইটেড স্পোর্টস। বাংলার একমাত্র ক্লাব হিসেবে এই সার্টিফিকেট পেল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। দেশের ৩২টি

ক্লাবকে এই সেরা সার্টিফিকেট দেয় ফেডারেশন। বাংলার সম্মান বাঁচাল ইউনাইটেড স্পোর্টস। বয়সভিত্তিক দল, অ্যাকাডেমির পরিকাঠামো, মাঠ, আবাসিক শিবির, কোচিং স্টাফ, ফিটনেস ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা সবকিছু দেখেই এই সার্টিফিকেট দেয় ফেডারেশন। ভিশন ২০৪৭-কে সামনে রেখেই দেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই প্রজেক্ট চালু করেছে ফেডারেশন। তাতে যুব লিগ আর অ্যাকাডেমিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। ইউনাইটেড স্পোর্টসের কর্তা নবাব ভট্টাচার্য বললেন, ''অবশ্যই গর্বের। তবে এই স্বীকৃতিতে আর্থিক কোনও সুবিধা পাওয়া যায় না। তাই রাজ্য সরকার যদি একটু আর্থিক ভাবে সাহায্য করে তাতে আমাদের উপকার হয়। চ্যালেঞ্জ অনেকটা বেড়ে গেল। কারণ এই স্বীকৃতি ধরে রাখতে হবে।''

২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লোগো উন্মোচন

দুবাই, ৭ ডিসেম্বরঃ ২০ দল, ৫৫ ম্যাচ-এত বড় পরিসরে ক্রিকেটের কোনও আসর আগে কখনো হয়নি। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা তাই আইসিসির জন্য আক্ষরিক অর্থেই ক্রিকেটকে বৈশ্বিক করে তোলার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ। আগামী জুন-জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবার কোনও আইসিসির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলায় নিশ্চিতভাবেই ক্রিকেটের বাজার আরও ছড়িয়ে পড়বে। হয়তো এসব ভেবেই ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রাণবন্ত এক লোগো উন্মোচন করল আইসিসি। আজ দুপুরে নিজেদের ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজগুলোতে একযোগে লোগো প্রকাশ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এর মধ্য দিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নতুন ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পাবে বলে বিশ্বাস করেন সংস্থাটির বিপণন ও যোগাযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ক্লেয়ার ফারলং। ফারলং বলেছেন, ''আইসিসি ছেলে ও মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুরাগীদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। আমরা আশা করছি নতুন লোগো সেই দৃষ্টি ও শক্তিকে প্রতিফলিত করবে।'' প্রত্যেক বিশ্বকাপের লোগোতেই আয়োজক দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ক্ষেত্রেও এর

ব্যতিক্রম হয়নি। লোগোর নকশায় দুই আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজের তালগাছ ও যুক্তরাষ্ট্রের ডোরা কাটা রঙিন ফিতা রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র কারুকার্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। লোগো উন্মোচন উপলক্ষে আইসিসি ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে সংজ্ঞায়িত করে এমন তিনটি জিনিস থেকে লোগোটি বানানো হয়েছে-ব্যাট, বল ও শক্তি! এই তিনের সৃজনশীল সংমিশ্রণ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের মূল উপদানগুলোর প্রতীক। ইংরেজিতে টি২০ লেখাটি একটি দোদুল্যমান ব্যাটে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যা একটি গতিশীল বলের মধ্যে আবদ্ধ। বলের মধ্যকার গ্রাফিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পরিবেশ ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে প্রতিফলিত করেছে। আর আঁকাবাঁকা নকশা খেলা ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও হৃস্পন্দনকারী মুহূর্তগুলোকে ইঙ্গিত করেছে।

হ্যান্ডবল হয়েছে কিনা, ইউরো কাপে বলে দেবে স্পেশাল বল

লন্ডন, ৭ ডিসেমম্বঃ ক্রিকেটে ব্যাট ছুঁয়েছে কিনা বল, বোঝার জন্য স্নিকোমিটার ব্যবহার করা হয়। এই টেকনোলজির মাধ্যমে বোঝা যায়, ব্যাটের কানা ছুঁয়ে কিপার কিংবা ফিল্ডারের হাতে বল গিয়েছে কিনা। ফুটবলেও এ বার তেমনই কিছু দেখতে পাওয়া যাবে। ২০২৪ সালের ইউরো কাপে যে বল ব্যবহার করা হবে, তাতে একটা মাইক্রোচিপ থাকপে। যদি হ্যান্ডবল হয়, রেফারির নজর এড়িয়েও যায়, তা হলেও ধরা পড়ে যাবে ওই চিপের মাধ্যমে। ফুটবলে একে একে নতুন টেকনোলজির প্রবেশ ঘটছে। ভিএআর কিংবা ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির মাধ্যমে গোললাইন জাজমেন্টও শুরু হয়ে গিয়েছে। তা নিয়ে অবশ্য বিতর্কের শেষ নেই। তারই মধ্যে ঢুকে পড়তে চলেছে মাইক্রোচিপ লাগানো অত্যাধুনিক বল। ওই বিশেষ বল বানিয়েছে অ্যাডিডাস। যা ব্যবহার করা হবে ইউরো কাপের সময়। ওই বিশেষ বলের নাম দেওয়া হয়েছে 'ফুসবালিবে'। লিম্ব ট্র্যাকিং টেকনোলজি থাকবে তাতে। যা মৃদু স্পর্শেরও জানান দেবে। থ্রিডি ভিসিউয়ালের মাধ্যমে ধরা পড়বে হ্যান্ডবল হয়ে কিনা। ওই চিপ একটা ছবি পাঠাবে। এতে ফুটবলকে ঘিরে বা রেফারিং ঘিরে যা বিতর্ক থাকে, তা দ্রুত মিটে যাবে। খেলার গতি বজায়ই করা হবে এটা। এতেই শেষ নয়, কিকঅফ কখন হয়েছে ম্যাচের, সেই নিশ্চিত সময়ও জানা যাবে এই টেকনোলজির মাধ্যে। এক বিবৃতিতে উয়েফা বলেছে, 'বলের প্রতিটা মুভমেন্টকে ধরে রাখার জন্য টেকনোলজি আরও উন্নত করা হচ্ছে। যাতে ভিএআরের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়। ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি যা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত জানাবে।' কাতার বিশ্বকাপের সময় থেকেই সেমি-অটোমেটেড বল ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে অফসাইড নির্ধারণ করতে সুবিধা হয়। বলের গতি, মুভমেন্ট বুঝতে সুবিধা হয়। কিন্তু এই নতুন বল আরও ভালো করে বলের গতি এবং মুভমেন্ট বিচার করতে পারবে। সেই সঙ্গে হ্যান্ডবল সম্পর্কিত জটিলতাও কেটে যাবে। ভিএআর টেকনোলজি যখন চালু করা হয়েছিল, তখনও এ নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এখনও তা চলছে। তার মধ্যেই ফুটবলকে আরও ক্রটিমুক্ত করতে নতুন বল নিয়ে আসছে।

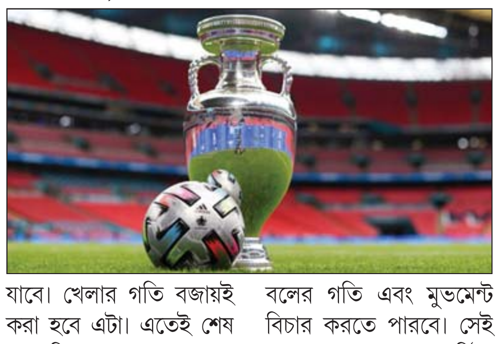

চার ম্যাচে জয়হীন সিটিকে টপকে গেল ভিলা

ম্যানচেস্টার, ৭ ডিসেম্বরঃ ড্র, ড্র, ড্র এবং হার। সংকটকালীন মুহূর্ত না বলা গেলেও বাজে ফর্ম তো বলাই যায়? অন্তত ক্লাবটির নাম যদি হয় ম্যানচেস্টার সিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চার ম্যাচে জয়বঞ্চিত থাকা 'সিটিজেন'দের জন্য একটু অবাক করার মতোই ব্যাপার। আরও অবাক করা বিষয় হতে পারে, পেপ গার্দিওলার দল যদি প্রতিপক্ষের জালে মাত্র দুটি শট নেয়! গতকাল রাতে অ্যাস্টন ভিলার মাঠে সিটির ১-০ গোলে হারের ম্যাচে এমন খেলাই দেখা গেল গার্দিওলার দলের কাছ থেকে। লিগে এ নিয়ে টানা চার ম্যাচে জয়বঞ্চিত থাকা সিটিকে পয়েন্ট টেবিলে টপকেও গেছে ভিলা। গার্দিওলার দল বল দখলে রেখে আক্রমণের পর আক্রমণ করতে অভ্যস্ত। ৫৩.৯ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে সেই কাজই করার চেষ্টা করেছেন সিটির খেলোয়াড়েরা। কিন্তু এযাত্রায় হয়নি। ভিলার গোলপোস্ট তাক করে মাত্র দুটি শট নিতে পেরেছেন আর্লিং হলান্ড-হুলিয়ান আলভারেজরা। ৭৪ মিনিটে ভিলার গোলে অবশ্য ভাগ্যেরও অবদান আছে। বক্সের একদম মাথা থেকে লিওন বেইলির শট সিটির ডিফেন্ডার রুবেন দিয়াসের পায়ে লেগে গোল হয়। শেষ পর্যন্ত এই গোলকে পুঁজি করে তুলে নেওয়া জয়েই সিটিকে পেছনে ফেলেছে ভিলা। ১৫ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে তৃতীয় উনাই এমেরির দল। সমান ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে চারে ম্যানচেস্টার সিটি। লিগে ঘরের মাঠে টানা ১৪ ম্যাচজয়ী ভিলা আর একটি ম্যাচ জিতলেই নিজেদের ১৪৯ বছরের

ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ঘরের মাঠে টানা ১৫ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়বে। সিটির বিপক্ষে ভিলার ২২ শট নেওয়ার পরিসংখ্যানই বলে দেয় জেতার জন্যই মাঠে নেমেছিল এমেরির দল। সিটিতে গার্দিওলার জন্যও অভিজ্ঞতাটা নতুন। ইতিহাদের ক্লাবটির কোচ হওয়ার পর তাঁর দলের বিপক্ষে এটাই সর্বোচ্চ শট নেওয়ার রেকর্ড। ম্যাচের কোনও পর্যায়েই মনে হয়নি সিটি গোল করতে পারবে। গার্দিওলার দল জিতলে কিংবা ড্র করলে সেটা ভিলার প্রতি নির্মম ব্যাপারই হতো। কারণ, ম্যাচে আয়োজকেরাই দাপুটে ফুটবল খেলেছে এবং একাধিক গোলে জয়ের সুযোগ ছিল। ক্লাবটির ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার ডগলাস লুইজ বল সিটির পোস্টেও মেরেছেন। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে গার্দিওলার দল প্রতিপক্ষের পোস্ট তাক করে কোনও ম্যাচে এর আগে কখনো এত কম শট নেয়নি। লিগে সর্বশেষ ৯ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৩ ম্যাচজয়ী গার্দিওলার দলের এমন খেলা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন এই দলটাই গত মরসুমে 'ট্রেবল' জিতেছে। রদ্রির অনুপস্থিতি হয়তো ভোগাচ্ছে গার্দিওলার কৌশলকে। স্পেন মিডফিল্ডারের খেলা সর্বশেষ ৪৩ ম্যাচেই অপরাজিত ছিল সিটি। কিন্তু এই মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটি যে চার ম্যাচে হেরেছে, তার সব কটিতেই নিষেধাজ্ঞার কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন রদ্রি। হারের পর ভিলার প্রশংসা করে সিটি কোচ গার্দিওলা বলেছেন, ''আজ (গতকাল) অ্যাস্টন ভিলা আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে। বিশেষ করে প্রথমার্ধে।'' গার্দিওলা স্বীকার করেন তাঁর দল এখন ভুগছে, ''কোচ হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো তাদের (খেলোয়াড়) আবারও জাগিয়ে তোলা, ম্যাচ জেতানো। এখন আমরা একটু ভুগছি।'' ভিলা কোচ এমেরি জয়ের পর বলেছেন, ''আমরা রোমাঞ্চিত তবে ভারসাম্যও ধরে রাখতে হবে। এখন শনিবার আর্সেনাল ম্যাচ নিয়ে ভাবছি...টেবিলে কোথায় আছি, সেটা আমরা জানি। পেছনে আছে ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহামের মতো ক্লাব। তাই কাজটা খুব কঠিন হবে।''

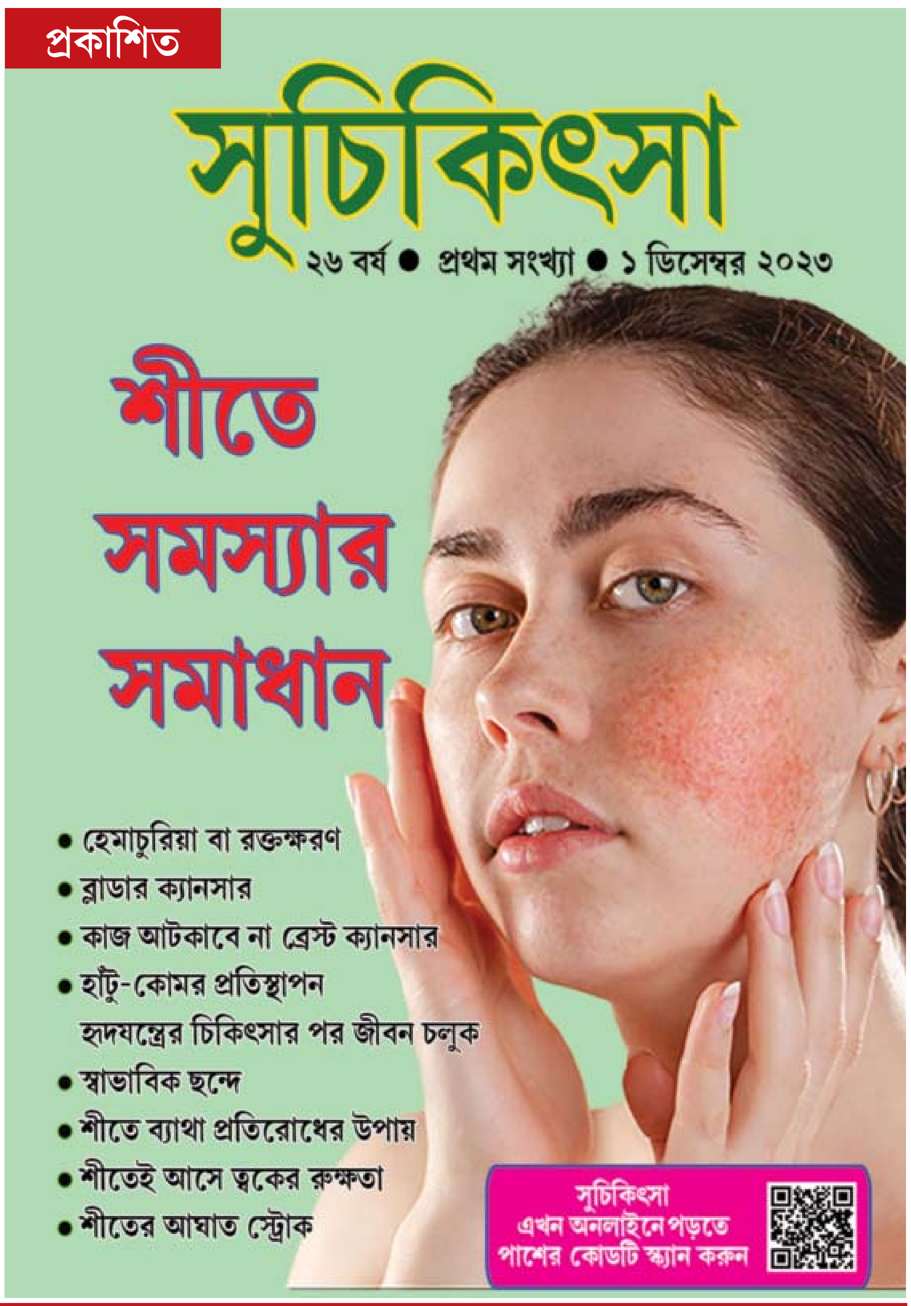

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501